ট্রাম্পের জন্য মানবিক আর্থিক সাহায্যের উদ্যোগ পৃষ্ঠা ২৮

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

22 February 2024, Thursday, 7th Year, Issue 362, 40 Pages

শিল্পঘর পৃষ্ঠা ৩৪

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ৯ ফাল্গুন ১৪৩০, ১২ শাবান ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৬২, পৃষ্ঠা : ৪০

এ বছর মাত্র তিন শতাংশ লোকজন গ্রিন কার্ড পাবেন

ইব্রাহীম চৌধুরী

আমেরিকার অভিবাসন ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। নিয়মিত অভিবাসনের স্বাভাবিক পথ বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে। সীমান্ত দিয়ে আসা নথিপত্রহীন লোকজন আর রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদনের স্তূপ এখন পাহাড়সম। নিয়মিত অভিবাসীদের মধ্যে এবছরে আবেদনকারীদের মধ্যে মাত্র তিন শতাংশ লোকজন গ্রিন কার্ড পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মার্কিন অভিবাসন বিভাগের সূত্র অনুযায়ী বছরের শুরুতেই প্রায় সাড়ে তিন কোটি গ্রিন কার্ডের আবেদন পেন্ডিং অবস্থায় রয়েছে।

মার্কিন ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী বৈধ অভিবাসনের জন্য বছরে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা রয়েছে। যদিও কোন কোন বিশেষ ক্যাটাগরিতে এমন সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা নেই। সবমিলে ২০২৪ অভিবাসী বর্ষে মাত্র ১১ লাখ গ্রিন কার্ড

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

মাতৃভাষা দিবস জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছে বাংলাদেশ। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি বুধবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বহুজাতিক অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক ছিল বাংলাদেশ। জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের সাথে যৌথ অংশীদারিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলা সঙ্গীত পরিবেশন করছে আমেরিকায় জন্ম ও বেড়ে উঠা যুব কিশোররা। ছবি : সৈয়দ মাসুদুল কবির

বাংলা শিল্প ও সাহিত্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাতৃভাষা সংরক্ষণ, চর্চা ও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করে যথাযথ অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা শিল্প-সাহিত্যকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের মাতৃভাষা সংরক্ষণ, চর্চা এবং শক্তিশালী করার পাশাপাশি সঠিক অনুবাদের মাধ্যমে শিল্প-সাহিত্যকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। বাঙালি জাতি যে নিজের ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে, তা তুলে ধরা আমাদের সকলের কর্তব্য।'

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গতকাল বুধবার বিকেলে আয়োজিত চার দিনব্যাপী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানের শুরুতে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের শিশুরা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

তারা আমাকে জেলে পাঠাতে পারে : ড. ইউনূস

ঢাকা ডেস্ক

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

জার্মানির একটি গণমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকারে নিজের কারাবাসের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। জার্মানির সাপ্তাহিক ডি সাইট পত্রিকাকে দেয়া ওই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয় মঙ্গলবার। গণমাধ্যমটি লিখেছে, নিজ দেশে ৮৩ বছরের ইউনূসের কারাগারে যাওয়ার উদ্বেগ বাড়ছে। এমতাবস্থায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাসহ শত শত নোবেলজয়ী ইউনূসের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। ২০২৩ সালের মার্চ থেকে তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একাধিক খোলা চিঠি লিখেছেন, যাতে তারা ইউনূসের বিরুদ্ধে চলমান

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

মার্কিনের সাথে সম্পর্ক আবার আলোচনায়

এক্সনমবিলের প্রস্তাব নাকচ

সমুদ্রে ব্লক বরাদ্দ পেতে মার্কিন কোম্পানি এক্সনমবিলের ৩০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাবে সাড়া মেলেনি।

তানভীর সিদ্দিকী

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ অংশে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে আগামী মাসে প্রথমবারের মত আর্ন্তজাতিক দরপত্র আহবান করবে সরকার। ১০ বছর আগে সমুদ্র বিজয় হলেও দেশের খনিজ সম্পদ উত্তোলনে এটি হচ্ছে বড় উদ্যোগ। বঙ্গোপসাগরে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে ব্লক বরাদ্দ নিয়ে আবারো আলোচনায় এসেছে বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্ক। মার্কিন সরকার আপাতত সরাসরি সমুদ্রে ব্লক

- তেল-গ্যাস আবিস্কারে মার্কিন কোম্পানিগুলো পারদর্শী হলেও যুক্তরাষ্ট্রে রোড শো করতে নিষেধ করা হয়েছে।
- গত এক দশকে মার্কিন কনোকোফিলিপস এবং কোরিয়ান দাইয়ু বঙ্গোপসাগরে অনুসন্ধান কাজ সমাপ্ত না করেই চলে গেছে।

পেতে হস্তক্ষেপ না করলেও এখানে যে একটি ভূরাজনীতি আছে তা স্পষ্ট। কারণ মার্কিন প্রভাবশালী কোম্পানি এক্সনমবিল সমুদ্রে ব্লক বরাদ্দ নিতে ৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়। তাদেরকে দরপত্রের বাইরে অন্য কোন প্রস্তাবে ব্লক দেয়া হবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নানা কঠিন মন্তব্য করেছেন। তিনি তখন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সেন্টমার্টিন নিতে চায়।

প্রধানমন্ত্রী এ বক্তব্য দেয়ার অন্যতম কারন হচ্ছে গত মার্চে মার্কিন কোম্পানি এক্সনমবিল বঙ্গোপসাগরের বিশাল এলাকা (১৫টি ব্লক) বরাদ্দ চায়। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্র লবিও করে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বছর ডিসিতে বিজনেস কমিউনিটির সাথে বৈঠকের সময় যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্রে ব্লক পেতে অনেক তদবির করেছে বলে জানা গেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

বিএনপির ভাবনায় দল পুনর্গঠন

রাজনীতি

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করলেও গত দেড় মাসে বড় কোনো কর্মসূচি দিতে পারেনি দলটি।

ঢাকা অফিস

সরকার পতনের আন্দোলনে ব্যর্থতার পর দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত বিএনপির এখন মূল লক্ষ্য দল পুনর্গঠন। এ জন্য মাঠের বড় কর্মসূচিতে না গিয়ে ইফতার মাহফিলের মাধ্যমে হতাশ নেতা-কর্মীদের উজ্জীবিত করতে জোর দিচ্ছেন নীতিনির্ধারকেরা। বিএনপির সূত্রে এসব জানা গেছে।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করলেও গত দেড় মাসে বড় কোনো কর্মসূচি দিতে পারেনি বিএনপি। দলের মহাসচিব ও স্থায়ী কমিটির দুই সদস্য মুক্তি পেলেও সামনে মাঠের বড় কোনো কর্মসূচির সম্ভাবনা কম। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় সেটাই স্পষ্ট করলেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'আপাতত কর্মসূচি নিয়ে আমরা চিন্তা করছি না। বিশেষ করে বড় কর্মসূচির কথা ভাবছি না। তবে পরিস্থিতি তৈরি হলে সেটা ভিন্ন কথা।'

বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির সদস্যরাও দল পুনর্গঠনে জোর দিচ্ছেন। গত সোমবার রাতে দলের স্থায়ী কমিটির ভার্চুয়াল বৈঠকেও বিষয়টি আলোচনা হয়। সূত্র বলেছে, বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে দল পুনর্গঠন ও আন্দোলন নিয়েও কথা হয়েছে। আন্দোলনের স্বার্থে কারাবন্দী নেতা-কর্মীদের দ্রুত মুক্তির বিষয়ে গুরুত্ব

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

আমেরিকায় এবার একজন মহিলা প্রেসিডেন্ট হবে

নিকি হেলির মন্তব্য

নিকি হেলি এবার যুক্তরাষ্ট্রে একজন মহিলা প্রেসিডেন্ট হবেন, সেটা তিনি নিজে অথবা কমলা হ্যারিস।

শিতাংশু গুহ

২৪ ফেব্রুয়ারি সাউথ ক্যারোলিনায় রিপাবলিকান প্রাইমারি। ট্রাম্প তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিকি হেলি থেকে ৩৫%-এ এগিয়ে। হেলি বলছেন, বাইডেনের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের জয়ের কোন সম্ভবনা নেই, তাই তিনি (নিকি নিজেই) রিপাবলিকান দলীয় প্রার্থী হওয়া উচিত। নিকি আরো বলেছেন, এবার যুক্তরাষ্ট্রে একজন মহিলা প্রেসিডেন্ট হবেন, সেটা তিনি নিজে অথবা কমলা হ্যারিস। হেলি আশা করছেন ট্রাম্প হয়তো কোন না কোন

নিকি হ্যালি

ভাবে নির্বাচন করতে পারবেন না, সুতরাং তিনি হবেন দলীয় প্রার্থী, তিনি জিতবেন। তাঁর ভাষ্যমতে ট্রাম্প প্রার্থী হলে বাইডেন জয়ী হবেন এবং হয়তো বার্ধক্যঃজ্বনিত কারণে মারা গেলে কমলা হ্যারিস পদাধিকার বলে প্রেসিডেন্ট হবেন?

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

Queens Social Adult
Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

সফটওয়্যার টেস্টিং (কিউএ) শিখতে চান?
একটা বিশেষ ব্যাচ চালু করছে ফেম ট্যাক
অনলাইনে
ব্যাকএন্ড ডেভলপমেন্ট, ফ্রন্টএন্ড ডেভলাপমেন্ট
চিন্তা করে দেখতে পারেন।
কম্পানিতে ১৮ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা।
তাদের অনেক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা।
SOFTWARE DEVELOPMENT SKILL (QA)
Software Testing
Java
JUnit
Selenium
BackEND Development
Java
SpringBoot
MongoDB
Rest API
FrontEND Development
React.js
Material UI
Fetch
contact@fametech.dev
+1(914)468-3475
+1(631)805-1051

ONE OF THE TOP IMMIGRATION LAW FIRMS IN THE USA
raju law
ইউ.এস.এ তে
F-1 স্ট্যাটাস হারিয়ে ফেলেছেন?
দ্রুততম সময়ে
Reinstatement Application
এর মাধ্যমে আবারো স্ট্যাটাস ফিরে পেতে
যোগাযোগ করুন
New York Office
934-345-7003
118-35 Queens Blvd.
Suite 400, Forest Hills
NY 11375
Head Office (Washington DC)
301-961-6464
Branch Offices
Georgia Office
770-655-9166
458-272-5793
Los Angeles Office
323-499-5815
213-729-9345
Bangladesh Office
01602-270365
01760-697648 (F1)
01728-383454 (F1)
info@rajulaw.com
833-725-8529 (24x7)

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড ডেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you having credit card problems?
Has your bank account been sealed?
Are you being deported?
Are you unable to pay your debts?
Are you getting harrassed by creditors?
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমরা বাংলায় কথা বলি
সুরাইয়া রহমান

CENTERLIGHT Healthcare PACE

55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য।

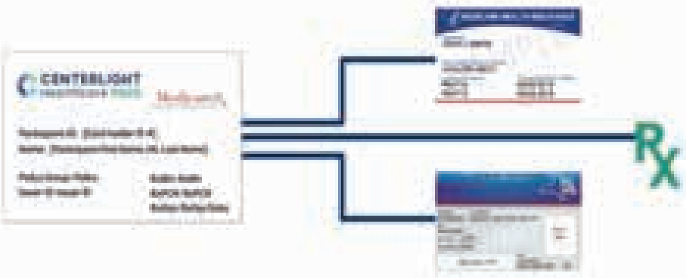

সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন**

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:

1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM

centerlighthealthcare.org

*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা

HOUSE & BUSINESS FOR SALE IN MICHIGAN CALL M. NASSER : (313)505-4568

Brick 5 Bedrooms, Beautiful 2206+ square feet colonial house sitting on park like lot. First floor has Living room with Fireplace, Formal Dining room, Kitchen, Family room, one Bedroom, Full Bathroom; Second floor has 4 Bedrooms, Full Bathroom, lots of storage spaces and 3rd floor is partially finished attic; Full finished Basement has a recreation room, living room, 1/2 bathroom with laundry facility and lots of storage spaces. Very large deck and a large shed in the backyard, 2 1/2 car Garage. Price $324,900. City of Warren

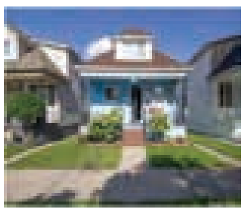

Ready to move in four bedroom house located in the heart of Hamtramck. 4 Bedrooms, Very large living room, two full bathroom, 2 Laundry facilities: one in the basement and other one on the second floor. Many updates includes bathrooms & Kitchen, garage and many more updates. Newer roof (2018), Kitchen remodeled in 2018, Aluminum siding, 2 car garage with remote door opener. Near Hamtramck Schools, shopping centers and major highways.

Commercial building on a main street, two miles to midtown. With established business. Apartments / Vacation Rentals. DBA/ Veterans Park Hotel. It is 2-story structure with 12 units, one storefront and a utility area with laundry and storage. Property is for sale with the business. and inventory for $1488500.00

CITY OF TROY FRESHLY PAINTED FOUR BED ROOMS, HUGE MASTER BED HAS ATTACHED FULL BATH WITH DUAL FACILITIES- TUB AND STANDING SHOWER + WALKING CLOSET,TWO AND HALF BATHS,LIVING-DINING-KITCHEN-BREAKFAST NOOK-FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE-LIBRARY ROOM IN FIRST FLOOR HAS BUILT IN BOOKSHELVES (CAN BE USE AS FIFTH BED ROOM)-FIRST FLOOR LAUNDRY ROOM-NEWLY BUILT EXTRA FOUR SEASON /FLORIDA ROOMS WITH WEATHER PROOF WINDOWS. ROOF 2013,WINDOWS VINYL SIDINGS,FURNACE 2008,AC 2011.WASS ELEMENTARY, LARSON MIDDLE AND TROY ATHENS SCHOOL. Price $439,900

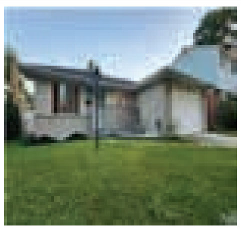

Well updated freshly painted house three bedroom one and half bath located walking distance from Elementary, Middle, High School & School Administrative office. Walk in closets on two bedrooms, Master bedroom includes attach half bath. Third bedroom's everything are new wall to ceiling. One third of the house roof is brand new. Electrical panel, AC & Furnace with all heating docks done on 2022. Third room is done just a few weeks ago. Hardwood finish, carpet, paint, kitchen ceramic tile, granite countertop, backsplash, chandeliers, sinks, bathroom vanities, sinks, toilets all of them Are year 2022 & 2023 Price $264, 900. City of Center Line.

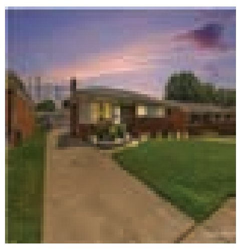

Three bedroom one an half bath house Updates include: Vinyl windows, cement, carpet, electrical box, Furnace & A/C,12 years old, roof 9 years beautiful main bath (has handicap railing and shower is barrier free). Family room has fireplace with gas line (not sure if working or hooked up), door leads to rear of home. 1/2 bath opens directly to primary bedroom and hall. Basement is partially finished with loads of storage, cedar closet, nice rec area, office w/walk-in closet, large utility room with laundry tub and closets. Nice size front porch and extended cement in back would be great for patio parties. 2+ garage is deep & yard is fenced. Price $259,100. City of Warren.

MONEY TRANSFER

মানি ট্রান্সফার

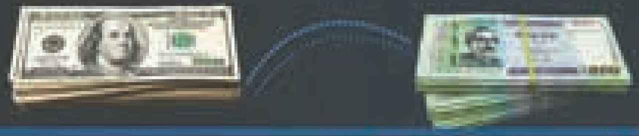

বিদেশ থেকে বৈধ পথে টাকা পাঠানোর সহজ উপায়

2.5% Incentive

Highest Rate

No Fees

bKash

Notary Public

Fast, Secure & Reliable Remittance

DHAKA BANK LIMITED
UCB
SIBL
SBAC
Contact Us

718-406-9745

We Are Authorized Agents

World Tours & Travel

37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206,
Jackson Heights, NY-11372, USA

আপনি কি ট্যাক্স ফাইল করেছেন?

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

ProtectionPlus
$1 MILLION
TAX AUDIT DEFENSE™

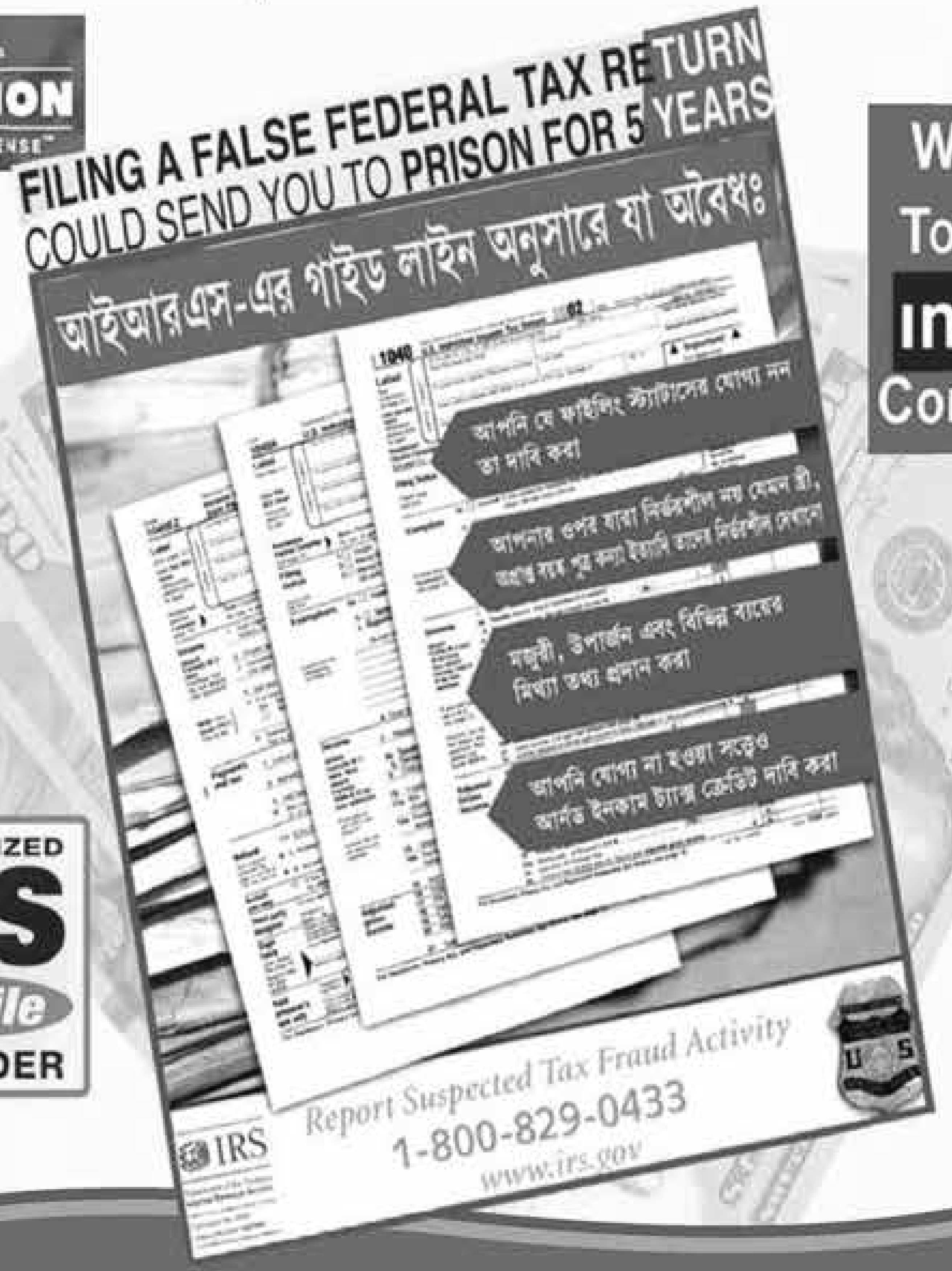

We are
Top 500
intuit.
Company

AUTHORIZED
IRS
e-file
PROVIDER

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
148-45, Hillside Ave. Ste: 203C
Jamaica, NY 11435
Phone: 516-366-9025
347-837-7378

ব্রংক্স
1445 Unionport Road, Bronx, NY
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

সম্পাদকীয়

ফিরে চল মাটির টানে - তরুণ প্রজন্মের প্রতি একুশের আহবান

একুশ আমাদের গর্ব, একুশ আমাদের অহংকার। প্রতিবছর একুশ আসে বাঙালির চেতনা ও শিল্পসত্তাকে নতুন করে আরেকবার শাণিয়ে দিতে। একুশের এই চেতনাকে হৃদয়ে লালন, বাঙালির শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে, মোটকথা জীবনযাপনে এর প্রভাব অতুলনীয়।

একুশ বা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন আমাদের শুধু নয়, পুরো বাঙালি জাতির জন্য অত্যন্ত গৌরবের। সময়ের ব্যবধান যতই হোক, এ গৌরব বয়ে নিয়ে যাওয়া জাতি হিসেবে আমাদের কর্তব্য। বাংলা ভাষার জন্য আমাদের অগ্রজদের যে আত্মবলিদান, তা তো বৃথা হয়নি, সে জন্যই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে দিনটি স্বীকৃতি পেয়েছে।

এখন ভাবার বিষয় হলো, আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষার প্রতি যথাযথ চর্চা বা যত্ন আমরা করছি কি না। সেই চর্চার বিষয়টি কিন্তু এক দিনের একুশের উদ্‌যাপন বা একটি বইমেলা দিয়ে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়; বরং এ জন্য অনেক গভীর থেকে কাজ করতে হয়।

এখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাই, আমাদের নতুন প্রজন্ম বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি—একধরনের মিশেল ভাষায় কথা বলে, কারও কারও আবার বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখা পড়ার ব্যাপারে অনাগ্রহও রয়েছে। এসব ঘটনায় পরিবারের ভূমিকা নেওয়ার অবকাশ থাকে।

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের চেতনার বাতিঘর। এই চেতনা আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাছ থেকে, ভাষাসংগ্রামী আর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে। তবে পরিতাপের বিষয় হলো, আজকাল এমন কথাও শুনতে পাই যে নতুন প্রজন্ম রবীন্দ্র-নজরুলের গান আর সেভাবে শোনে না! ঘটনাটি আদতেই কি তাই? এ ব্যাপারে পরিবার থেকেই নজর দেওয়া প্রয়োজন। তরুণ প্রজন্মকে শিকড়ের মর্মমূলে ফিরিয়ে নেওয়ার বা ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনেই একুশের চেতনার কাছে আমাদের ফিরতে হয়, ‘ফিরে চল্, ফিরে চল্, ফিরে চল্ মাটির টানে—/ যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে॥’ ঠিক এভাবেই তো আমরা ফিরি রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের কাছে।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষায় আমরা কথা বলি, স্বপ্ন দেখি। হৃদয়ের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভূতি, সুর আর ছন্দ এই জায়গায় মিলেমিশে একাকার। আমাদের স্বাধিকার ও আত্মচেতনার বহিঃপ্রকাশ প্রিয় এই ভাষার মাধ্যমে। বিশ্বের মানচিত্রে লাল-সবুজের যে পতাকা আজ পতপত করে উড়ছে, বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বিশ্বে মাথাউঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তার ভিত্তি কিন্তু এই বাংলা ভাষার মাধ্যমেই প্রোথিত। বাঙালি হিসেবে বিশ্বের বুকে আমাদের স্বীকৃতি ও পরিচয়ের জায়গাকে সুদৃঢ় করেছে আমাদের মাতৃভাষা।

মাতৃভাষা বাংলা আজ বিশ্বব্যাপী অনন্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি এলে বিশ্বে পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। পৃথিবীর দেশে দেশে যখন দিবসটি পালন হয় এবং প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয় তখন গর্বে বুকটা ভরে যায়। কেননা এই দিবসের মূলে যে রয়েছে আমাদের প্রাণের বর্ণমালা। দিনটিতে বিভিন্ন জাতি নিজস্ব মাতৃভাষার কথা আলোচনা করলেও অবধারিতভাবে প্রথমেই উঠে আসে প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার নাম। এই বাংলা ভাষা আমাদের ইতিহাসের মৌলিক উপাদান। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থায় বদলে গেছে মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাস। বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে সব পৃথিবী এখন উন্মুক্ত, সবকিছু হাতের মুঠোয়। অবাধ তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলাতে গিয়ে আমাদের স্বপ্নের তারুণ্য আজ বন্দি অ্যানড্রয়েড মোবাইলের স্ক্রিনে। তাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন বিশ্বসংস্কৃতির ধারা, যা আমাদের শেকড় থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাচ্ছে তাদের এবং বিচ্ছিন্ন করছে আমাদের মৌলিক চিন্তা-চেতনার বিষয়গুলো থেকে। মৌলিক সংস্কৃতি আর চেতনার জায়গায় যদি আঘাত করা যায় তাহলে সেই প্রজন্মকে সহজেই বদলে দেয়া যায়। আমাদের সংস্কৃতি আর পরিচয়ের মূলে কিন্তু আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা।

তাই এই ভাষার প্রতি আমাদের যে রক্তের বাঁধন, দরদ, আবেগ, অনুভূতি সেই জায়গায় আঘাত করে যদি শেকড়কে নড়বড়ে করা যায় তাহলে সহজেই আমাদের উপড়ে ফেলা যাবে। আর এই উপড়ানোর পথকে সুগম করছে আমাদের তরুণ প্রজন্ম! প্রযুক্তির নেশায় বুদ হয়ে এই প্রজন্ম বই পড়া ভুলে গেছে। বেশির ভাগ সময় তাদের মন আর চিন্তা বন্দি থাকে কম্পিউটার অথবা মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে। তরুণ প্রজন্ম বই না পড়ার কারণে ধীরে ধীরে বাংলা চর্চা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

তরুণ প্রজন্ম যদি আধুনিকতার নামে শিকড়কে অগ্রাহ্য করে, তাহলে নিজস্ব ভাষা–সংস্কৃতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। সাবলীল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সদিচ্ছা আর সচেতনতাই পারে বাঙালির এই গৌরবের ভাষাকে প্রজন্মে পর প্রজন্ম টিকিয়ে রাখতে।

পরিবর্তন জীবনের অংশ। পরিবর্তন গ্রহণ করেই মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়। সাত দশক আগে যেসব কথা মানুষ চিন্তাও করেনি সেসবই আজ বাস্তব। বর্তমান নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠছে নব্যপ্রযুক্তিকে সঙ্গী করে। প্রযুক্তির জাদুকাঠিতে বিশ্ব আজ হাতের মুঠোয়। এক ক্লিকেই এই প্রজন্ম ভার্চুয়ালি ঘুরে আসতে পারে সারা বিশ্বে।

বিশ্বায়নের এ প্রভাব পড়েছে ভাষাতেও। নতুন প্রজন্মের অনেকের কাছে তাই বাংলাভাষাকেই কঠিন মনে হয়। শুদ্ধভাবে বাংলা লিখতে পারা তো দূরের কথা, বলতে গেলেও হোঁচট খান অনেকেই।

এত রক্তের বিনিময়ে পাওয়া বাংলা ভাষার ব্যবহার ও চর্চা সম্পর্কে এখনো তরুণ প্রজন্ম সচেতন না। ইংরেজি ভাষায় কথা বলার চর্চা বাড়ছে। অনেকে ইংরেজি বলাকে স্মার্ট মনে করে। শুধু মূল্যবোধের অভাবে বাংলা ভাষা তার নিজস্বতা হারাচ্ছে। একটি দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের তার নিজস্ব ইতিহাস জানা প্রয়োজন। নিজের দেশের ভাষাকে সম্মান করতে না পারলে সে অন্য দেশের ভাষাকে সম্মান করতে পারবে না। শ্রদ্ধা করতে পারবে না। ইতিহাস থেকেই মানুষ শিক্ষা নেয়।

ভাষা একটা জাতির সংস্কৃতির প্রতিফলক। তাই কথা জগাখিচুড়ি ভাষায় বললে সংস্কৃতি যে নিজস্বতা হারাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর ভাষা আর সংস্কৃতি নিজস্বতা হারালে একটি জাতির স্বকীয়তা অনেকটাই হুমকির মুখে পড়ে।

তবে আশার কথা- ভাষা আন্দোলনের সাত দশক আর বিজয়ের পাঁচ দশক পেরিয়ে গেলেও নতুন প্রজন্ম ভোলেনি পূর্বপুরুষের ত্যাগের ইতিহাস। নানা ক্ষেত্রে অবদান রেখে বিশ্ব দরবারে দেশের মুখ উজ্জ্বল করছেন তারা। তাই পরিবর্তনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নয়, বরং পরিবর্তনকে হাতিয়ার করে শুদ্ধতা বজায় রেখে বাংলাভাষাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরবেন তারা। আজকে এ তরুণ সমাজই তো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দেবে মহান একুশের চেতনা। ভাষা আন্দোলনের সাত দশকে নতুন প্রজন্মের কাছে এটাই প্রত্যাশা।

তরুণ প্রজন্মের মাঝে বাংলাভাষার ইতিহাস-ঐতিহ্য ভালোভাবে সংক্রমিত করতে হবে। এতেই বাংলাভাষার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে। আমাদের তরুণ প্রজন্মই আমাদের দেশ ও সংস্কৃতিকে পুরো বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করবে। একুশের চেতনা জেগে উঠুক সবার প্রাণে নতুন প্রজন্ম, যুবসমাজের মাঝে দেশ ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা থাকুক চির অটুট এতটুকুই কাম্য। শহীদ মিনারে গিয়ে শুধু ফুল দিয়েই নয়, নতুন প্রজন্মের প্রত্যেককে মনে প্রাণে একজন ভাষা সংগ্রামী মনে করতে হবে। আবেগ দ্বারা আত্মোপলব্ধি সবচেয়ে বেশি জরুরি। নিজস্ব সংস্কৃতির চেয়ে কোনো সংস্কৃতিই বড় নয় তাদের জানানো আমাদের দায়িত্ব। আবার বাংলাকে শুধু আবেগের ভাষা হিসেবে রাখলে চলবে না। এর উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং সর্বস্তরে ব্যবহারের প্রবণতা বাড়াতে হবে। আমাদের নতুন প্রজন্মের মনে একুশের চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে, যেন ভাষার যথার্থ মর্ম ওরা উপলব্ধি করতে পারে।

তরুণ প্রজন্ম যদি আধুনিকতার নামে শিকড়কে অগ্রাহ্য করে, তাহলে নিজস্ব ভাষা–সংস্কৃতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। সাবলীল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সদিচ্ছা আর সচেতনতাই পারে বাঙালির এই গৌরবের ভাষাকে প্রজন্মে পর প্রজন্ম টিকিয়ে রাখতে।

তাই একুশের সঠিক ইতিহাসকে সংরক্ষণ করতে হবে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে হবে। আজকের প্রজন্মকে আরও বেশি বেশি একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে উৎসাহী করতে হবে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের রয়েছে ভাষা আন্দোলনের মতো অধ্যায়। আমাদের ভাষায় রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো লেখক, যা পৃথিবীর আর কোনো জাতির নেই। তাই একুশের চেতনায়, ভাষা আন্দোলনের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে আমাদের নতুন প্রজন্মকে।

বাংলার শক্তি আর কতদিন অবহেলিত থাকবে

সেলিম খান

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর প্রায় ১১ বছর পর বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় প্রাণ দিয়েছিলেন বাংলার দামাল ছেলেরা। আজ সেই একুশে ফেব্রুয়ারি। লেখাটির শিরোনামের মধ্যে এক ধরনের আশাবাদ ও শঙ্কা ধ্বনিত হচ্ছে, যা হয়তো কেউ কেউ শুনতে পাচ্ছেন। কিন্তু করার কী, এটা জানা নেই। আমাদের একটাই গর্ব, একটাই আনন্দ, একটাই সুখবোধ যে, সালাম-বরকত-রফিক-জব্বরের আত্মদান বৃথা যায়নি। তাঁদের সবার আত্মদানে, আত্মত্যাগে শুধু বাংলা ভাষাই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়নি, বিশ্বের সকল মাতৃভাষা আজ স্বমহিমায় ভাস্বর।

যে পৃথিবীতে প্রতি দুই সপ্তাহে একটি করে ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, সেখানে বাঙালির এই অবদান, হয়তো অন্যসব অবদানকে ছাপিয়ে গেছে। মানুষের মুখের ভাষা রক্ষার লড়াইয়ের স্বীকৃতি গোটা বিশ্ব বাঙালিকে দিয়েছে। ‘ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে’ আর পারবে না। যদি আমরা নিজেরাই তা ছেড়ে না দিই।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথের কথা বলেছিলাম। কারণ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘... সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলার যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাক তবু বাংলার স্বাতন্ত্র্য যে সংস্কৃত ব্যাকরণের তলায় চাপা পড়বার নয়, আমি জানি এ মতটি শাস্ত্রী মহাশয়ের। এ কথা শুনতে যত সহজ আসলে তা নয়। ভাষায় বাইরের দিক থেকে চোখে পড়ে শব্দের উপাদান।’ বাংলা যে শুধু সংস্কৃত ভাষার চাপে পড়েছিল, তা তো নয়। ১৯৪৭–পরবর্তী সময়ে এ দেশে উর্দু হরফে বাংলা লেখাসহ নানা অপচেষ্টা কম হয়নি। এমনকি বাংলা শব্দের ব্যবহারে সম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ঢুকিয়ে একে ধর্মীয় আবরণে ঢাকার অন্যায় চেষ্টাও হয়েছে। যা আজ অপসৃত—এমন দাবি বোধকরি কেউ করবেন না। জল-পানির বিভেদ বাঙালি আর কতকাল লালন করবে বলা কঠিন। এর চেয়ে ভাষার প্রতি যদি একটু ভালোবাসা, মমত্ববোধ দেখাতে পারতাম, তাহলে ভাষা শহীদদের প্রতি তা হতো আমাদের সেরা তর্পণ।

সব প্রাণীর মতো ভাষাও বোধহয় নির্দিষ্ট জন্মকাল নিয়ে জন্মায়। না হলে প্রতি দু সপ্তাহে একটি করে ভাষা হারিয়ে যাবে কেন? ইউনেসকোর হিসাব অনুযায়ী, সারা বিশ্বে ছয় হাজারের বেশি ভাষায় কথা বলি আমরা। এর অর্ধেকই আজ বিপন্ন। গত এক শ বছরে হারিয়ে গেছে দু শর বেশি ভাষা। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকার ভাষা নিয়ে গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান এথনোলগের ২০২৪ সালের হিসাব বলছে, বিশ্বে এই মুহূর্তে সক্রিয় ভাষার সংখ্যা ৭,১৬৪টি। এর মধ্যে তিন হাজারের বেশি ভাষা বিপন্ন বা হারিয়ে যাওয়ার পথে। যে পৃথিবী ভবিষ্যতে বসবাসের জন্য মঙ্গল, বুধ বা শুক্র গ্রহের কথা চিন্তা করছে, যারা অমরত্বের সন্ধানে ব্যস্ত—তারা এখানকার বাসিন্দাদের মুখের ভাষা কেন রক্ষা করতে পারে না? তাহলে গলদটা কোথায়?

আসলে একটি ভাষা কখন হারিয়ে গেছে বলা যায়? যদি ওই ভাষায় কথা বলা শেষ লোকটি মারা যায়। অথবা কোনো ভাষিক গোষ্ঠী স্বেচ্ছায় নিজ ভাষা ছেড়ে অন্য ভাষাকে গ্রহণ করে। এটা গোষ্ঠী বা ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির ব্যাপারেও হতে পারে। জিনগতভাবে মানুষ অভিযোজী ও পরিযায়ী জীব। সে বিশ্বনাগরিক। গত ৭০ হাজার বছরের ইতিহাস বলছে, সে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিত্য ছুটে চলেছে। ফলে নতুন জায়গায় মানিয়ে নিতে তাকে প্রথম যে কাজটি করতে হয়, তা হচ্ছে সেখানকার ভাষা শেখা। প্রতিদিনকার প্রয়োজনের কারণেই তার এতদিনের মাতৃভাষা, ব্যবহারের অভাবে ভুলতে বসাটা খুবই স্বাভাবিক। আর পরের প্রজন্মের তো কথাই নেই। তাদের কাছে স্থানীয় ভাষাই মাতৃভাষা হয়ে যায়। আমাদের দেশ থেকে যাঁরা অভিবাসী হয়েছেন, তাঁদের এ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

প্রশ্ন হলো—কোনো দেশের নিজ ভাষা তার মর্যাদা বা কৌলীন্য হারায় কেন? কারণ, ভাষা তার অর্থকরী দিক হারিয়ে ফেলে। এই অর্থনৈতিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শাসকের ভাষা হিসেবে ‘জাতে উঠতে’ ইংরেজি ভাষাটা রপ্ত করার চেষ্টা আমাদের সমাজে বহুকাল ধরে চলেছে। আজও চলছে। কেউ কেউ ফরাসি বা স্প্যানিশ শিখেছেন নিজের চেষ্টায়। কিন্তু লক্ষ্য করেছেন, বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে আরবি ও ম্যান্ডারিন (চীনা ভাষা) শেখার উৎসাহ বেড়েছে। কারণ আর কিছুই না, এই ভাষা যেসব দেশে চলে, তাদের আর্থিক সক্ষমতা।

মানুষ যেসব ভাষায় কথা বলে, তাদের মধ্যে সংখ্যাধিক্যে এগিয়ে আছে ইংরেজি (১৫০ কোটি), ম্যান্ডারিন (১১০ কোটি), হিন্দি (৬১ কোটি), স্প্যানিশ (৪৯ কোটি), ফরাসি (৩০ কোটি), আরবি (২৭ কোটি) ও বাংলা (২৭ কোটি)। এটা এথনোলগের হিসাব। কিন্তু কোনো ভাষায় বেশিসংখ্যক লোক কথা বললেই সেই ভাষা শক্তিশালী—এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আরবি ভাষা বিশ্বের ৩০টি দেশের সরকারি ভাষা। এর মধ্যে সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আর আমিরাতসহ একাধিক দেশ আর্থিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। এ কারণে ব্রিটিশদের ভবিষ্যৎ ভাষা শিক্ষার আগ্রহের তালিকায় চার নম্বরে আছে আরবি। ব্রিটিশ কাউন্সিলের জরিপই এ কথা বলছে। দুই নম্বর অবস্থানে আছে ম্যান্ডারিন। এটা এমনি এমনি না। গত তিন দশকে চীন ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রযুক্তিসহ অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে নিজেকে এমন অবস্থানে নিয়ে গেছে যে, পশ্চিমা বিশ্বের ভবিষ্যৎ ভাগ্যান্বেষীরা এই ভাষা শিখতে আগ্রহী হবে—এটাই স্বাভাবিক।

এই দুটি ভাষার পাশে যদি বাংলাকে রাখি, তাহলে চিত্রটা বড়ই বিবর্ণ ও পীড়াদায়ক। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, দিল্লিসহ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে বাঙালিরা। আছে বাঙালি প্রবাসীরা। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাঙালিদের কাছে বাংলা ভাষাটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষায় পরিণত হয়েছে। কারণ, কঠিন বাস্তবতা। বাংলাদেশেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজির কাছে অপমানিত হচ্ছে বাংলা। আর পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি ও ইংরেজির দাপটে বাংলা এতটাই কোণঠাসা যে, কলকাতা শহরে বাংলা মিডিয়ামের অনেক নামি স্কুলে শিক্ষার্থী খুঁজে পাওয়াই দায় হয়ে উঠেছে। ব্যাঙের ছাতার মতো প্রত্যন্ত গ্রামে গজিয়ে উঠছে ইংরেজি মাধ্যমের ‘কিন্ডারগার্টেন’। আমাদের মফস্বল শহরগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। সন্তানকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর জন্য অনেকে ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও ঢাকায় থাকছেন। কেউ কেউ তাঁর কাছেপিঠের শহরে। এদের সবার লক্ষ্য একটাই।

১৯৫২ সালের পর থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা পালন করে আসছি। সেই সময়ের চেয়ে এখন জাঁকজমক অনেক বেড়েছে। দিনটি স্মরণের চেয়ে রূপ নিয়েছে উৎসবে। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের ব্যাপকতা ধীরে ধীরে বেড়েছে। ১৯৯০-এর দশকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়সহ আরও অনেকের উদ্যোগে কলকাতায় খুব ছোট পরিসরে একুশে পালিত হতো। এখন অনেক প্রতিষ্ঠান, এমনকি ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগেও একুশকে স্মরণ করা হচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে, ভাষা হিসেবে বাংলা যত বিপন্ন হচ্ছে, বাঙালি তত একুশকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। এ-ও বড় শুভ লক্ষণ। বাঙালি যদি তার এই অস্মিতাটুকু ত্যাগ করে, তাহলে সে বাঁচবে কী নিয়ে?

‘ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/ আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে/ ভাগ হয়নিকো নজরুল’—বহু বিভক্তির বাঙালিকে ভাষাটা এখনো কাছে টেনে রেখেছে। রাখবেও। যে ভাষায় বিশ্বের ২৭ কোটি মানুষ কথা বলে, তা সহজে হারিয়ে যাওয়ার নয়। আর বাংলার কৃষক-শ্রমিক-জেলে-কুমোর-কামার-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত যত দিন থাকবে, ততদিন বাংলা থাকবে। বাউল, ভাটিয়ালি, জারি-সারির সুর ভেসে বেড়াবে বাংলার বাতাসে। কিন্তু যে শক্তি নিয়ে এই ভাষার বেঁচে থাকার কথা ছিল বা সামর্থ্য আছে, সেটা আমরা কীভাবে কাজে লাগাব?

চীনারা, জাপানিরা হাজার চেষ্টা করেও দেশের মানুষকে ইংরেজি শেখাতে পারেনি। আমরাও পারব না। আমরা যেটা পারি, তা হলো বাংলাকে ‘উন্নত মম শির’ করে রাখতে। সে জন্য সবার আগে আমাদের কূপমণ্ডূকতা ত্যাগ করে বিশ্বনাগরিক হতে হবে। একুশের বিশ্বায়ন আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল বিভাগ, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

গাভী বৃত্তান্ত আজও প্রাসঙ্গিক

ডঃ দিলওয়ার আরিফ

সম্প্রতি দৈনিক প্রথম আলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে পরীক্ষার্থীদের কম নম্বর দেয়ার অভিযোগ নিয়ে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা নিয়ে বিস্মিত হওয়ার মত কি কিছু আছে? বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এটি তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রদ্ধেয় আহমদ ছফা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা নিয়ে যে গাভী বৃত্তান্ত কয়েক দশক আগে লিখেছিলেন তা আজও প্রাসঙ্গিক। বরঞ্চ অবস্থার যেন আরও অনেক অবনতি হয়ে আজ “খচ্চর বৃত্তান্ত” লেখার সময় হয়েছে।

এই শিক্ষক বিভাগে আমার এক বছরের সিনিয়র হওয়ায় এবং বিভাগের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে আমি আমার অন্যান্য শিক্ষকদের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করবনা। তবে বাংলাদেশ এবং আমেরিকায় সাংবাদিকতার একজন ছাত্র এবং শিক্ষক হিসাবে আমার তিন যুগের অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু বিষয় তুলে ধরব। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনার মান নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা করেন তাদেরকে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর জীবন থেকে নেয়া অভিজ্ঞতা এই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সহয়তা করতে পারে।

এটি কোন অজানা বিষয় নয় যে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে পছন্দের ছাত্রদের পরীক্ষায় নম্বর বেশি দেয়া এবং অপছন্দের ছাত্রদের নম্ভর কম দেয়া সহ নানাভাবে হয়রানি করার অভিযোগ রয়েছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি কথায় যেমন আছে ‘যা কিছু রটে তা কিছু হলেও ঘটে।‘ বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদের পড়াশুনার অভিজ্ঞতা আছে তারাও এ বিষয়টি স্বীকার করবেন। একজন মানুষ হিসাবে কারো প্রতি বা কোন আদর্শের প্রতি ভালো লাগা বা পক্ষপাতিত্ব থাকাটা স্বাভাবিক এবং এটি মানুষ হিসাবে আমাদের স্বহজাত প্রবিত্তি। বিভিন্ন সভ্য এবং উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় নানা রকম নিয়ম কানুন এবং রীতি নীতির মাধ্যমে মানুষের এই সহজাত পক্ষপাতিত্বকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হয়। যে মানুষ বা যে সমাজ যতটা এই নিবৃত্তের পরিমাণ বাড়াতে পারে মানুষ বা সমাজ হিসাবে তারা সভ্যটার মাপকাঠিতে ততটাই এগিয়ে থাকে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নানা নিয়ম কানুন বা রীতিনীতির মাধ্যমে পক্ষপাতিত্বের বা ক্ষমতার অপব্যবহারের সকল রকমের সুযোগ সুবিধাকে উসকে দেয়া এবং উৎসাহিত করা হয়। শিক্ষার্থীরা যে বিভাগ থেকে পাশ করে সে বিভাগে রেজাল্টের ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগকে আমি এর মুল কারণ বলে মনে করি।আর যারা ভালো ফলাফল করে বিভাগের শিক্ষক হতে চায় তাঁদের এবং তাঁদের পৃষ্টপোষক শিক্ষকদের নিয়ে যে কত রসালো কিচ্ছা কাহিনী আছে তা নিয়ে যদি মহাকাব্য লেখা হয় তবে বাংলাদেশে মহাকাব্য লেখার রসদ আর কোন দিন বোধহয় আর ফুরাবে না। শিক্ষকের বাজার করে দেয়া, শয্যাসঙ্গিনী হওয়া থেকে শুরু করে জগতের হেন কোন কাজ নেই যা এই মহাকাব্যে থাকবেনা। নাম না বলে আমার বিভাগের কয়েকটি কাহিনী এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য করা যায়।

আমেরিকাসহ পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশেই নিজের বিভাগ থেকে শিক্ষক নিয়োগের বিধান নেই। পক্ষপাতিত্ব এবং স্বজনপ্রীতি থেকে মুক্ত থাকাই হচ্ছে এর মুল কারণ। আরেকটি কারণ হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানের বৈচিত্র্য নিয়ে আসা। তারা মনে করেন যে, একই বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষক নিয়োগ করলে ঐ ব্যক্তি তো নতুন কোন কিছু নিয়ে আসতে পারবেনা। তাই তারা নিজের বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষক নিয়োগকে অনেকটা ‘কুয়োর ব্যাঙ’ প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করে থাকেন।

বাংলাদেশে নিজের বিভাগ থেকে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াকে আরও পাকাপোক্ত করা হয় দলীয়করণ এবং তথাকথিয় মৌখিক পরীক্ষাকে ব্যাবহার করে। এসব বিষয় নিয়ে বহুকাল ধরে লেখা লেখি হচ্ছে। কিন্তু যে লাউ সেই কদু। কে শুনে কার কথা। দিন দিন যেন এই ব্যবস্থা আরও রসাতলে যাচ্ছে। ক্ষমতা, দলীয় রাজনীতি, আত্মীয়করণের সাথে এখন নাকি যোগ হয়েছে টাকার খেলা। পাঁচ কিংবা দশ লাখ টাকা নাকি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ব্যাপারই না। এরকম অনেক ফোনালাপ হর হামেশাই ফাঁস হচ্ছে। কিন্তু দেখার কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা কয়েক দিন ব্যাপী হয়ে থাকে। সাধারণত, দুই থেকে চারজন আবেদনকারীদেরকে ক্যাম্পাসে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহন করান জন্য ডাকা হয়। যেমন ধরা যাক চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে পঞ্চাশজন আবেদন করেছে। আবেদনের সময় চাকরির জন্য দরখাস্ত, জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষা এবং গবেষণা কাজের ভিশনসহ আরও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র জমা দিতে হয়। এসব যাচাই বাছাই এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ছয় থেকে আটজনের একটি ছোট এবং

প্রাথমিক তালিকা করে তাদেরকে ভিডিও ইন্টারভিউ করা হয়। সেখান থেকে সার্চ কমিটি তিন বা চারজনকে ক্যাম্পাসে চূড়ান্ত ইন্টারভিউয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এই তিন বা চারজনের যেকোনো একজনেরই চাকরিটি পাবার সম্ভাবনা থাকে। আর এই সব প্রক্রিয়াটি সম্পাধন করেন কয়েকজন শিক্ষকের একটি সার্চ কমিটি।

ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে আসার পর একজন প্রার্থীকে ক্লাসে পড়াতে দিয়ে তার মূল্যায়ন করা হয়। তার গবেষণা কাজ সম্পর্কে অন্য আরেকটি লেকচার দিতে হয়। এছাড়াও থাকে বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক যারা সার্চ কমিটিতে ছিলেননা তাদের সাথে মিটিং, বিভাগের সভাপতি, ডীন, ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মিটিং এবং তাদের সাথে বাইরে খাবারের জন্য যাওয়াসহ আনুষঙ্গিক আরও কাজ করা। আমি এই প্রক্রিয়াটিকে বলি “একাডেমিক রিমান্ড” বা বাংলাদেশে সনাতন পাত্রপাত্রী দেখার মত একটি বিষয়। প্রসঙ্গত, বলা প্রয়োজন। এখানে দেখা হয়না কোন প্রার্থীর পরীক্ষার রেজালট কেমন।সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি আছে কিনা সেটিই মুল বিবেচ্য বিষয়। একজন প্রার্থী সর্বোপরি শিক্ষক, গবেষক, সহকর্মী এবং সর্বোপরি মানুষ হিসাবে কেমন হবে এগুলোই থাকে মূল বিবেচ্য বিষয়।

ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের পর, সার্চ কমিটি ক্যাম্পাসে আসা সংশ্লিষ্ট পদ প্রত্যাশী প্রার্থীর এই পদের জন্য সবলতা এবং দুর্বলতা তুলে ধরে বিভাগের সভাপতিকে একটি চিঠি

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

টাঙ্গাইল শাড়ি বিতর্ক, জিআই তুমি কার

শফিকুল কবীর চন্দন

টাঙ্গাইল শাড়ি পাথরাইল, নলশোদা, বাজিতপুর, চণ্ডীর নাকি ফুলিয়া, কালনা, ধাত্রীগ্রাম, নবদ্বীপ, সমুদ্রগড়ের, নাকি বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার? নাকি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া বা বর্ধমান জেলার?

কয়েক দিন ধরে টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই সনদ নিয়ে বেশ কিছু গবেষক কথা বলছেন। কিন্তু যাঁদের শ্রম, ঘাম ও মেধায় এই বয়নশিল্প গড়ে উঠেছে, সেই কারিগরদের কোনো বয়ান নেই কেন? আসলে এই কারিগরদের জোরের জায়গাটা হলো তাঁদের পরম্পরা কাজের নির্ভীক দক্ষতা।

আমি নিজে কারিগর কিসিমের মানুষ। প্রায় তিরিশ বছর ধরে তাঁত বুনি। তবে পরম্পরা কারিগর নই। আমি ব্যক্তিগতভাবে কারিগরের স্বাধীনতা খর্বকারী এই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য সনদের পক্ষে নই। থাকার কোনো কারণ অন্তত স্বাধীন কোনো কারুশিল্পীর নেই। এই যে হাজার বছর ধরে কারিগরেরা দিব্যি টিকে আছেন, তাঁদের জোরের জায়গাটা একবার যদি চিন্তা করি, তাহলে দেখব তাঁদের জিআই সনদ নিয়ে ভাবনা আর ভদ্রলোকীয়দের ভাবনার মধ্যে ফারাক আছে। সামগ্রিকভাবে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের স্বীকৃতির প্রতি কারিগরদের বিরোধিতা তাঁদের শৈল্পিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক জীবিকা, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং বৈশ্বিক বাজারের জটিলতাগুলো মোকাবিলা করার ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রক কাঠামোর প্রভাব সম্পর্কে তাঁদের উদ্বেগকে প্রতিফলিত করে।

ক্রমেই জিআই সনদ যেন ভদ্রলোকীয় পরিভাষায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্বীকৃতির পাকা সড়ক ধরে উপস্থিত হচ্ছে! অথচ পণ্য আগে না উৎপাদক আগে—এর মীমাংসা তাদের কাছে কেমন? ফলে জিআই স্বীকৃতি মিললেও, হস্তচালিত তাঁতে বোনা টাঙ্গাইল শাড়ির ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে সেখানকার হস্ত তাঁত কারিগরদের।

ফলে জিআই সনদের বিরোধিতা মানে, বাজারে একচেটিয়া পণ্যের আধিপত্যকে বাতিল করে কারিগরি দক্ষতা এবং পণ্যের মানের উৎকর্ষের প্রতিযোগিতা, যা আবার উৎপাদন করণকৌশল হিসেবে সামাজিক সম্পদে পরিণত হচ্ছে। আমরা তো দেখছি কীভাবে বড় পুঁজি নীরবে, সরবে ও সবলে দখল করে সমগ্র উৎপাদক কারিগরি পেশার মানুষদের বাপ-দাদার পেশা থেকে উচ্ছেদ করে তথাকথিত অদক্ষ শ্রমিকে পরিণত করছে; নিজেদের অর্জিত পরম্পরা জ্ঞান, দক্ষতা বাজারের অহংকার হারিয়ে দিনমজুরে পরিণত হচ্ছে।

তাঁদের জন্য ভদ্রবিত্তরা কী চিন্তাভাবনা করছেন? আছে কোনো সরকারি হিসাব? স্বাধীনতার ৫২ বছরে উন্নয়ন উদ্বাস্তুদের জীবনে কী ঘটেছে, আমরা ভদ্রবিত্তরা কেউ জানি না। একটা মামুলি প্রশ্ন করে রাখা দরকার, এই সনদে কারিগরের কী লাভ? ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে, আপনার দেখা ২০-৪০ বছর আগের চাষি, কারিগরদের অবস্থা কি আগের মতো আছে? জাতিবাদী, আঞ্চলিকতার দুষ্টপাকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আরবান ভদ্রবিত্তের জন্য জিআই, মসলিন রিভাইভাল স্রেফ 'লেবেঞ্চুস' মাত্র নয় কি?

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উৎসাহী মানুষজন টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই বিষয় নিয়ে যারপরনাই ভাবিত, কিন্তু তাঁরা এর কিয়দংশও যদি ভাবিত হতো—তাঁতিদের সব কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে পাওয়ারলুমের (যান্ত্রিক তাঁত) দৌরাত্ম্য! উচ্ছেদের আশঙ্কা মাথায় নিয়েও, রাষ্ট্র প্রতিমুহূর্তে তাঁর রুটি ও রুজি খেয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে জেনেও চাষি ও কারিগরেরা ঘাড় গুঁজেই কাজ করে যাচ্ছেন। কারণ তাঁরা তাঁদের কাজ ও পেশাকে ভালোবাসেন। তাঁরা তাঁদের পেশার প্রতি বিশ্বস্ত। তাই তো তাঁরা পারিবারিক অবশেষের পেশায় হাত চালাতে চালাতে বলেন, 'কী করমু, বাপ-দাদার পেশা ছাড়তে তো পারি না, অন্য কোনো কাজ তো শিখি নাই!'

পশ্চিমবঙ্গের টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই পাওয়া নিয়ে বাংলাদেশের ভদ্রবিত্তের লোকদের অতি উৎসাহের নিদান হলো, 'টাঙ্গাইল শাড়ি আমাদের ছিল, আমাদেরই থাকবে'গোছের আপ্তবাক্য! তাঁত বিষয়ে রাষ্ট্রের বৈমাত্রেয় নীতি আর পাওয়ারলুমের ঠেলায় টাঙ্গাইলে তাঁতি আছে কি নেই, সে বিষয়ে না জেনে শিক্ষিত ভদ্রবিত্তের কথায় আমরা অনেকে বেহুঁশ হয়ে পড়েছি।

আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ববিষয়ক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল প্রোপার্টি রাইটস অর্গানাইজেশনের (ডব্লিউআইপিও) নিয়ম মেনে বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পেটেন্টস, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক বিভাগ (ডিপিডিটি) এই স্বীকৃতি ও সনদ দিয়ে থাকে। শত বা হাজার বছর যে পণ্যের এমন সনদ লাগল না, তা আজ কেন লাগছে? কারা এর জন্য বেশি উৎসাহী? বলা হয়, কোনো পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেলে পণ্যগুলো বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডিং করা সহজ হয়। এই পণ্যগুলোর আলাদা কদর থাকে। ওই অঞ্চল বাণিজ্যিকভাবে পণ্যটি উৎপাদন করার অধিকার এবং আইনি সুরক্ষা পায়।

এবার দেখা যাক জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন রেজিস্ট্রি দিয়েছে যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি ইন্ডিয়া, তাদের ওয়েবসাইটে যেসব তথ্য জুড়ে দিয়েছে, তা খুব আগ্রহোদ্দীপক। যেমন ভৌগোলিক নির্দেশক বিষয় হিসেবে 'টাঙ্গাইল শাড়ি অব বেঙ্গল' উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন এই 'বেঙ্গল' কোথায়? ভারতবর্ষে অফিশিয়ালি 'বেঙ্গল' বলে কোন জায়গাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে? আসলে ফাঁকিটাই বা কোথায়? ফলে বাণিজ্য বুদ্ধির চক্রে কিছু গোলমাল হয়ে থাকতে পারে। সত্যই কি তাই নয়? এ মিথ্যাচার নাকি অতি উৎসাহী কর্মকর্তাদের অজ্ঞতা?

শ্রী রবীন্দ্রনাথ রায় ২০২০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি যে নোটারি স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করেছেন, সেখানে উল্লিখিত 'টাঙ্গাইল শাড়ি অব বেঙ্গল'।নথিতে ম্যাপ যুক্ত করে, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, 'টাঙ্গাইল শাড়ি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল'। কিন্তু পরিকল্পিতভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল বাদ দিয়ে বেঙ্গল হয়েছে। আর বাংলায় করা হয়েছে 'বাংলার টাঙ্গাইল শাড়ি'।

৭০২ নম্বর আবেদনপত্রের বিপরীতে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য আবেদনে জুড়ে দেওয়া 'রিপোর্ট অন টাঙ্গাইল শাড়ি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, স্টেটমেন্ট অব কেস'-এ বলা হচ্ছে, 'ইট মে বি সারপ্রাইজিং টু নোট দ্যাট টাঙ্গাইল শাড়ি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিড নট কাম ফ্রম টাঙ্গাইল ইন ইস্টওয়েস্ট (নাও বাংলাদেশ), র‌্যাদার ইট ইজ এ হাইব্রিড অব শান্তিপুর ডিজাইন অ্যান্ড ঢাকা-টাঙ্গাইল'।

'বেঙ্গল' যদি হাইব্রিডই হবে তাহলে আসলের নকল হিসেবে এখানে টাঙ্গাইল নাম ব্যবহারের ন্যায্যতা থাকে কি? বুঝতে হবে কাজটি হাইব্রিড হলেও, ভৌগোলিক স্থান-নাম হিসেবে টাঙ্গাইল হাইব্রিড নয়, এই যা রক্ষে! এবার আসা যাক কতিপয় ভাষ্যের ব্যবচ্ছেদে। অনেকে মধ্যপন্থায় আশ্রয় খোঁজে, 'কাঁটাতার পেরিয়ে টাঙ্গাইলের যে তাঁতিরা এপারে এসেছেন, তাঁরাও বুকের ভেতর জন্মের ভূমি টাঙ্গাইলকে লালন করেন, তাঁদেরও স্বত্ব পাওয়ার অধিকার আছে। দুই দেশেই থাকুক স্বত্ব।' এই মধ্যপন্থা মাঝটুকুতে ভরসা রাখে, আগে-পিছে দায় নিতে জানে না।

বিবিসি বাংলা অনলাইনের বরাতে পাওয়া আরও কিছু খোঁড়া যুক্তির নমুনা—'অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে মুর্শিদাবাদ জেলার বালুচর এলাকায় এই শাড়ির জন্ম হলেও, পরবর্তীকালে বন্যার কারণে বালুচরি তাঁতিরা বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে চলে আসেন। পরে সেখানে এই শাড়ির প্রসার ঘটে।' আর 'স্থানান্তরিত হলেও বালুচরি শাড়ি "বিষ্ণুপুরি" বা অন্য কোনো নাম পরিগ্রহ করেনি; বরং বালুচরি নামেই জিআই পেয়েছে' বলে জানান ফুলিয়ার এক তাঁতশিল্প গবেষক। খুবই খোঁড়া যুক্তি! বালুচরে অবশিষ্ট তাঁতিরা ছিলেন নাকি সবাই চলে এসেছিলেন বিষ্ণুপুরে? আর বালুচর ও বিষ্ণুপুর দুটি আলাদা সার্বভৌম দেশের জায়গা তো নয়!

আরেকজন বলছেন, দেশভাগের বলি হয়ে ভারতে চলে এলেও 'টাঙ্গাইল' শব্দটি ছিল বসাক তাঁতিদের অস্থিমজ্জাগত। ফলে উদ্বাস্তু এই তাঁতিরা নিজেদের বয়নীকৃত শাড়ির নাম বা বয়নকৌশল পরিবর্তন করার কথা কল্পনাও করেননি। এই যে কল্পনাও করেননি তা কি টাঙ্গাইল শাড়ির প্রয়োজনে, নাকি নিজেদের রুটি রুজির প্রয়োজনে? নাকি বলা যায়, শাড়ির নাম বা বয়নকৌশল পরিবর্তন করার কথা কল্পনাও করতে পারেননি? তা তো বটেই, পারেননি বলেই না ফুলিয়ায় 'টাঙ্গাইল তন্তুজীবী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড' নামের সমবায় প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়! টাঙ্গাইল শাড়ির সাকিন 'টাঙ্গাইল' এখানে 'ব্র্যান্ড নেইম'। নইলে ভারতে বোনা শাড়ির নাম হতো ভিন্ন।

ফুলিয়ার তাঁতিদের প্রতি কোনো বিরূপতা নেই। তাঁরা বাংলাদেশ (টাঙ্গাইল) থেকে গেছেন, কিন্তু স্বতন্ত্র একটা ধারা কিন্তু গড়ে তুলেছেন, যা টাঙ্গাইলের ধারা থেকে গ্রহণ করা আবার আলাদাও। যেমন বেনারসির ডিজাইনে বাংলাদেশে শাড়ি বানালেও সেটা বেনারসির বড়জোর রেপ্লিকা। মানে-গুণে যদি ভালোও হয়, তবু আসল বেনারসি নয়। এভাবে না বুঝলে তো আপনি না বুঝে এঁড়েতর্ক করছেন। অথবা বুঝেশুনে ঘৃণা ছড়াচ্ছেন।

টাঙ্গাইল শাড়ি ব্যক্তিনির্ভর নয়, তা স্থাননির্ভর কৃষ্টির পর্যায়ে উপনীত। পরম্পরা জ্ঞানের এই এক প্রক্রিয়া। কারিগরেরা সচরাচর বাপ-দাদার কারিগরি কৌশল, মুনশিয়ানা পুঁজি করেই এগোতে চান। এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়। অভিবাসী হিসেবে ভূগোল টপকে পারিবারিক, আঞ্চলিক পেশার অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গের 'বাঙাল তাঁতিরা' টাঙ্গাইল শাড়ি বুনেছেন, বুনছেন, বুনবেন, এর উৎকর্ষ আরোপ করবেন—এমনটাই হোক। আর এটা হলে টাঙ্গাইলের মূলভূমিপুত্রসহ শাড়ির কারিগরেরা তথা ভূভাগের মানুষেরা গর্বিত হবেন বইকি।

ফুলিয়ার তন্তুবায়রা আমাদের স্বজন। তাঁরা পরম্পরা দক্ষতায় শাড়ি বোনেন কুরুম-ধলেশ্বরীর জল-তাপ হৃদয়ে ধারণ করে, রং আর নকশা মিশিয়ে। আমরা একই বয়ন কারিগরির উত্তরাধিকার, এখানেই আমাদের অভিন্নতা।

টাঙ্গাইল শাড়ি বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য। কারণ এলাকা, অঞ্চল বা নগর হিসেবে টাঙ্গাইলের অবস্থান পৃথিবীর আর কোথাও নয়। এ সহজ কথাটা বুঝতে হবে, মানতে হবে। এখানে কোনো বিতর্ক চলে না।

পাকিস্তানে নির্বাচন-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ

মালিহা লোধি

পাকিস্তানে ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল একই সঙ্গে চমকপ্রদ ও বিপর্যয়কর। সাম্প্রতিক বছরগুলোর রাজনৈতিক উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে এ নির্বাচনটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই নির্বাচন দেশটিকে এখন মেরুকরণ ও অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

এই নির্বাচন নিয়ে নিষ্প্রভ প্রচার সত্ত্বেও ভোটাররা নিরুৎসাহিত হননি; বরং ধারণার চেয়ে বেশিসংখ্যক ভোটার ভোটকেন্দ্রে গেছেন। এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাঁদের অংশগ্রহণের সুস্পষ্ট প্রমাণ, যা বলে দিচ্ছে ভোটাররা মনে করেন তাঁদের ভোটের গুরুত্ব আছে। নির্বাচনের ফলাফল আগেই নির্ধারিত হয়ে গেছে—এমন ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেছে ভোটারদের উপস্থিতি। ফলাফল প্রকাশের পর স্পষ্ট হয়ে গেল যে যাঁরা এমনটা ধারণা করেছিলেন, তাঁরা ভোটারদের আচরণ ও মনের কথা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন।

পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ফল ঘোষণায় অযৌক্তিকভাবে দেরি করে নিজেদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। ফলাফল দ্রুত ঘোষণার জন্য উন্নত ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে দাবি করা হলেও অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণের কারণে তীব্র সমালোচনা হয়েছে। পাশাপাশি ভোটে কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। ভোটের দিন দেশজুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবা ও মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখায় এই বিতর্ক আরও বেড়েছে এবং তা নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে যথার্থ সমালোচনার মুখে ফেলে দিয়েছে। পিটিআইয়ের নেতারা দাবি করেছেন, এর ফলে তাঁদের জেতা আসনগুলো হারে পরিণত হয়েছে। কয়েকটি পশ্চিমা দেশ নির্বাচনে অনিয়মের তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে।

এই নির্বাচনে ভোটাররা বিভক্ত রায় দিয়েছেন এবং পার্লামেন্টে কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ২৬৫টি আসনের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, ইমরান খানের পিটিআই-সমর্থিত প্রার্থীরা সবচেয়ে বেশি আসনে জিতেছেন। এর পরেই আছে পিএমএল-এন ও পিপিপি। পিটিআই-সমর্থিত প্রার্থীরা খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রাদেশিক পরিষদে জয়ী হয়েছেন। পাঞ্জাবেও তাঁদের অবস্থান বেশ শক্ত।

পিএমএল-এন প্রধানত পাঞ্জাবে জিতেছে। অন্যদিকে পিপিপি তাদের চিরাচরিত শক্ত দুর্গ সিন্ধু ধরে রেখেছে। বেলুচিস্তানে কিছু আসনেও জিতেছে তারা।

নিষেধাজ্ঞা, নির্বাচনী প্রতীক প্রত্যাখ্যান এবং প্রায় সব শীর্ষ নেতা কারাগারে থাকা সত্ত্বেও পিটিআইয়ের এই ফলাফল প্রমাণ করে, তাদের প্রতি সমর্থকদের সহানুভূতি এবং ভোট দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান তাদের প্রার্থীদের বিজয়ী করেছে।

পিএমএল-এন ও পিটিআই উভয় দলের নেতারা নিজেদের বিজয়ী ঘোষণা করেছেন এবং জাতীয় পরিষদে নিজেদের একক, সবচেয়ে বড় দল বা জোট বলে দাবি করেছেন। তবে, কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেননি, ফলে কোনো দলই এককভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না। এটি সরকার গঠনের কাজকে কঠিন করে তুলেছে। এ জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যেমন দর-কষাকষি চলবে, তেমনি দলবদলের খেলা শুরু হতে পারে। তবে এটি পাকিস্তানের জন্য নতুন কিছু নয়। দেশটিতে দীর্ঘদিন ধরে জোট সরকার ছিল এবং এই জোটের যুগ শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই।

নির্বাচনপূর্ব জোট নিয়েই পিএমএল-এন সরকার গঠনে এগিয়ে থাকলেও, কত দ্রুত তারা সফল হবে, সেটাই প্রশ্ন। ইস্তেহকাম-ই-পাকিস্তান পার্টি ও জেএফআইয়ের খারাপ ফল তাদের কাজকে আরও জটিল করে তুলছে। অন্যদিকে পিটিআই-সমর্থিত বিজয়ীদের এক থাকাটা কঠিন হবে। কারণ তাদের ওপর পিএমএল-এন নেতৃত্বাধীন জোটে যোগ দেওয়ার চাপ বাড়বে।

পিপিপি আগে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সঙ্গে জোট বাঁধার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু সংখ্যা বলছে যে তারা সম্ভবত কোনো শক্তিশালী জোট গড়ে তুলতে পারবে না। এদিকে নওয়াজ শরিফ যে পিএমএল-এন-পিপিপি জোট গঠনে মরিয়া, সেখানে দুই দলের মধ্যে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বের যেকোনোভাবে মীমাংসা জরুরি। সাম্প্রতিক বক্তৃতায় নওয়াজ শরিফ 'স্বতন্ত্রদের' সঙ্গেও জোট করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

নির্বাচনে জয়ী সাধারণ আসনের সংখ্যা অনুপাতে ৭০টি সংরক্ষিত আসন বণ্টন করা হয়। রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়ায় পিটিআই এই আসনগুলো থেকে বঞ্চিত হবে। ফলে সংরক্ষিত নারী ও সংখ্যালঘুদের আসনগুলো অন্য দলের মধ্যে বণ্টন করা হবে, যা তাদের সংখ্যাকে 'কৃত্রিমভাবে' বাড়িয়ে দেবে। এটি একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।

যারাই ক্ষমতায় আসুক, তাদের একাধিক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো অর্থনীতি, যা এখনো সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়েছে, যা নির্বাচনেও প্রভাব ফেলেছে। গত আগস্ট পর্যন্ত পিডিএম সরকারের দুর্বল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নওয়াজের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার পেছনে আংশিকভাবে দায়ী।

আগামী সরকারকে দ্রুত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে একটি নতুন, দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কারণ ঠেকা দিয়ে চলার বিষয়টি মার্চেই শেষ হয়ে যাবে। আগামী বছরগুলোতে পাকিস্তানের বিপুল পরিমাণ বিদেশি ঋণ পরিশোধের জন্য এ আলোচনা খুবই জরুরি।

কিন্তু দুর্বল জোট সরকার অর্থনৈতিক সংস্কারের ব্যাপক সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এই সংস্কার পাকিস্তানকে টেকসই প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগের পথে নিয়ে যেতে অতীব জরুরি। পরবর্তী সরকার যদি সংখ্যালঘু হয় এবং বিভিন্ন দলের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তাহলে কি তারা দেশকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধার করতে কঠোর ও রাজনৈতিকভাবে কষ্টসাধ্য সিদ্ধান্ত নিতে পারবে?

নির্বাচনের পর শেয়ারবাজারে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারের দরপতন এবং পাকিস্তানের সরকারি ডলার বন্ডের দুর্বল হওয়াটা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক সংস্কারের সম্ভাবনা নিয়ে অনিশ্চয়তারই প্রতিফলন।

রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জও এ ক্ষেত্রে কম নয়। সরকারকে জাতীয় পরিষদে শক্তিশালী বিরোধী দলের মুখোমুখি হতে হবে। ফলে আইন প্রণয়নের কাজ কঠিন হয়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত পার্লামেন্ট পরিচালনার কাজও করতে হবে। এ ছাড়া দেশ এখন এতটাই বিভক্ত, নির্বাচন যে মেরুকরণকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, তার প্রভাব নতুন সরকারের ওপর পড়বে।

প্রাদেশিক পরিষদগুলোয় নির্বাচনের ফলাফলে আঞ্চলিকতার ধারা কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য আরেকটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। সিন্ধুতে পিপিপি, খাইবার পাখতুনখাওয়ায় পিটিআই এবং পাঞ্জাবে পিএমএল-এন সরকার গঠন করলে, চারটি প্রদেশের মধ্যে তিনটিই হবে ভিন্ন ভিন্ন দল দ্বারা পরিচালিত। আর দলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেশ পরিচালনা আরও কঠিন হবে।

পাকিস্তানের পরবর্তী সরকারকে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সাবলীল ও স্থিতিশীল সম্পর্ক গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সামরিক ক্ষেত্র, শাসন, এমনকি অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগ বিষয়েও তাদের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে, তা জোট সরকারের টিকে থাকার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করবে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনবে—এমন প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ যে নির্বাচনের অপেক্ষায় ছিল, অবশেষে সেই নির্বাচন অসংখ্য অনিশ্চয়তা ও বৈধতার প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। দেশে এখন স্থিতিশীলতার ভীষণ প্রয়োজন, যা কেবল ক্ষত সারিয়ে তোলার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। ভোটাররা স্থিতিশীলতা অর্জনের সবচেয়ে ভালো পথ হিসেবে গণতন্ত্রকেই দেখেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, দেশের নেতারা কি নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে জনগণের স্বার্থে গণতন্ত্রকে কাজে লাগানোর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবেন?

মালিহা লোধি,যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাতিসংঘে পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত

(পাকিস্তানের ডন পত্রিকা থেকে অনূদিত)

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

মিশিগানে মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালি ও বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান যথাযথ মর্যাদায় এবার মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠন তাদের অফিসে এবং রেস্টুরেন্টে অস্থায়ী শহিদ মিনার নির্মাণ করে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। কোন কোন সংগঠন সপ্তাহান্তে(আগামী শনিবার ও রোববার) আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

হ্যামট্রাম্যাক সিটির উদ্যোগে সিটি প্রাঙ্গণে অস্থায়ী শহিদ মিনারে ২১শে ফেব্রুয়ারি ভোর ১২টা ১মিনিটে ভাষা শহিদদের উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।সিটি প্রশাসনের কর্মকর্তার এরপর বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তারা হচ্ছেন যথাক্রমে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগান, মিশিগান স্টেট আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি, মিশিগান মহানগর আওয়ামী লীগ, জালালাবাদ সোসাইটি অব মিশিগান, বিয়ানীবাজার সমিতি, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউএসএ, সিলেট দক্ষিণ সুরমা উপজেলা সমিতি অব মিশিগান, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, মিশিগান আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সংগঠন। অনুষ্ঠানটি তত্ত্বাবধান করেন কাউন্সিলম্যান মুহিত মাহমুদ। হ্যামট্রাম্যাক সিটির উদ্যোগে সিটি প্রাঙ্গণে স্থায়ী শহিদ মিনার স্থাপনের কার্যক্রম চলছে, এর বাজেট ধরা হয়েছে ৫৩ হাজার ডলার, ফান্ডের সংস্থান হলেই কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা, ইতোমধ্যেই ফান্ডের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা শুরু হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন অব মিশিগান-এর মাতৃভাষা দিবস উদযাপন। ছবি : সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মেডিসন হাইটস শহরের ডিকিউন্ডার রোডে তাদের অফিসে একটি অস্থায়ী শহিদ মিনার নির্মাণ করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি ভোর ১২টা ১মিনিটে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ভাষা শহিদদের উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এছাড়া বিভিন্ন জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা অনুষ্ঠানে '৫২'র ভাষা আন্দোলনের উপর বক্তারা বক্তব্য রাখেন।

সম্মিলিত অমর একুশে উদযাপন

নিউ জার্সি

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি ও বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার ভবনের আয়োজনে "সম্মিলিত অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন" করা হয়েছে।

"একুশ মানে মাথা নত না করা" এই প্রত্যয়ের প্রতিধ্বনিতে রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতদের মহান আত্মত্যাগের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছে আটলান্টিক সিটিতে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিরা। একুশের প্রথম প্রহরে যথাযোগ্য মর্যাদায় আটলান্টিক সিটির ২৭০৯ ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউর বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারের অস্থায়ী শহীদ মিনারের বেদিতে আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় ।এছাড়া 'মহান একুশ' শীর্ষক আলোচনা সভা ও সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিএএসজে সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুলের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকার সঞ্চালনায় বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। বিএএসজের পক্ষে শাহরিয়ার আহমদ, সাউথ জার্সি মেট্রো আওয়ামী লীগের পক্ষে আব্দুর রফিক ও মাসুদ চৌধুরী, নিউ জার্সি স্টেট (দক্ষিন) বিএনপির পক্ষে মোঃ রহমান বাবুল, সাখাওয়াত হোসেন , জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির পক্ষে সফিকুল ইসলাম, নোয়াখালি সমিতির পক্ষে মোঃ সাইফুল ইসলাম সেলিম ও মোঃ সিরাজুল হক, জাসাস (নিউ জার্সি)র পক্ষে মামুনুল হক মামুন, সাংবাদিক ফোরাম এর পক্ষে আবু নসর, ট্যাক্সি ক্যাব এসোসিয়েশন এর পক্ষে মনিরুজামান মনির,লায়নস ক্লাবের পক্ষে কনক রাউথ ও পিন্টু রয়, লোকাল ৫৪ এর পক্ষে সৈয়দ শহীদ , ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষে তোলন হক, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড এর পক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের ভূঁইয়া, বীর মুক্তিযোদধা সাঈদ এহসান ও বীর মুক্তিযোদধা আবদুল হালিম খান, কুমিল্লা এসোসিয়েশন এর পক্ষে গিয়াসউদদীন পাঠান ও বেলাল হোসেন, গ্রেটার চট্টগ্রাম ইউনিয়ন এর পক্ষে আব্দুর রহিম, রিপাবলিকান এলায়েন্স অব নিউ জার্সির পক্ষে ফারুক তালুকদার ও রওশন উদ্দীন।

পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয় মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে মাদক ও সন্ত্রাস বিরোধী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে বক্তারা মাদকাসক্তির জন্য পারিবারিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও পরকীয়াকে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার জামাইকার খলিল বিরিয়ানি পার্টি হলে 'স্টপ ড্রাগস এন্ড ক্রাইমস' শীর্ষক এই সচেতনতা মূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারটি সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হয়ে রাত দশটায় শেষ হয়।

সেমিনারটি যৌথভাবে আয়োজন করেন নাসির খান পল, সাঈদ আল আমিন রাসেল, আহসান হাবিব ও আহনাফ আলম। এছাড়া সেমিনারে স্পন্সর করেন দুই রিয়েল স্টেট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম ও আনোয়ার হোসাইন।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, বর্তমানে সবাই তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে ব্যস্ত। নিজ নিজ কাজে সবাই এতটাই ব্যস্ত যে পরিবারকে ঠিকমতো সময় দেওয়া হয়ে উঠে না। আর এই সুযোগে পরিবারের উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা ধীরে ধীরে খারাপ সঙ্গের সংস্পর্শে আসে। এক পর্যায়ে তারা ধীরে ধীরে মাদকাসক্ত হয়ে উঠে। এর সাথে রয়েছে পারিবারিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়।

বক্তারা বলেন, বর্তমান সমাজে অনেক বিবাহিত ছেলে-মেয়ে পরকীয়ায় লিপ্ত। যারা নিজেরা সন্তানসন্ততির পিতামাতা। কিন্তু পরকীয়ায় আসক্ত হয়ে যাওয়ায় তারা ঠিকঠাক মতো ছেলে-মেয়েদের সময় দিতে পারেন না। আর এতে করে তাদের ছেলে-মেয়েরা মাদকাসক্তি ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যায়।

সেমিনারে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে বক্তারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে গত চার বছরে ৮৪ জন মাদকাসক্ত হয়ে মারা গেছেন। এদের মধ্যে শুধু নিউইয়র্কে মারা গেছেন ৪২ জন। যাদের বয়স ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। এই ৮৪ জনের মধ্যে বাঙালিও কয়েকজন রয়েছেন। তবে সামাজিক অবস্থানের কারণে তারা মাদকাসক্তির বিষয়টি স্বীকার করেন না। মৃত্যুর কারণকে তারা হার্ট অ্যাটাক বলে চালিয়ে দেন। যদিও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অতিরিক্ত মাদক সেবনের ফলে হার্ট ফেইল হয়ে যাওয়া।

মাদকাসক্তি থেকে উত্তরণ পেতে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করার আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন, ছেলে-মেয়েদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তাদের সাথে নিয়মিত মিশতে হবে। তারা কাদের সাথে চলাফেরা করে তা খোঁজ খবর রাখতে হবে।

সেমিনারে পুলিশের সাবেক এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, মাদকদ্রব্য কোন স্থানে বিক্রি হয় তা চিহ্নিত করতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে এসব জায়গা এড়িয়ে চলতে হবে। আয়োজকরা এই ধরনের সেমিনার যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ভবিষ্যতে আরও আয়োজন করা হবে বলে জানান।

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন, মোরশেদ আলম, নাজমুল আহসান, মনজুর আহমেদ, ফখরুল আলম, ফাহাদ সোলাইমান, মোহাম্মদ আলী সালেহ আহমদ, ফরিদ আলম, আকাশ রহমান, রিনা শাহ, সালমা ফেরদৌস, আজিজুল হক, রমিজ উদ্দিন প্রমুখ।

পুরাতন খোয়াই নদী পরিদর্শন বাপা ও খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপারের

তোফাজ্জল সোহেল, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ শহরের প্রধান জলাধার হচ্ছে পুরাতন খোয়াই নদী। বৃষ্টির পানির প্রধান আধার নদীটির অধিকাংশ ভরাট- দখল হয়ে যাওয়ার কারণে বর্ষা মৌসুমে সামান্য বৃষ্টিতেই শহরের জলাবদ্ধতা এবং কৃত্রিম বন্যা দেখা দেয়। যা কয়েক বছর ধরে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। বাসাবাড়ি, বিভিন্ন পাড়া-মহল্লা এমনকি প্রধান সড়কও ডুবে যায়। মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয় চরমভাবে। পরিবেশ- প্রতিবেশ রক্ষা ও জলাবদ্ধতামুক্ত স্বাস্থ্যকর নগরী গড়ে তুলতে পুরাতন খোয়াই নদীর পুরো অংশের দখল উচ্ছেদ করে খনন ও সংরক্ষণ করা জরুরি।

হবিগঞ্জ পৌরসভা কর্তৃক পুরাতন খোয়াই নদীর নিউ মুসলিম কোয়াটার এলাকা পরিষ্কার পরিছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে ১৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) হবিগঞ্জ শাখা ও খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার এর পক্ষ থেকে একথা বলা হয়।

বাপা হবিগঞ্জ শাখার সভাপতি অধ্যাপক মো: ইকরামুল ওয়াদুদ এর নেতৃত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী মমিন, সাধারণ সম্পাদক ও খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার তোফাজ্জল সোহেল, নির্বাহী সদস্য এডভোকেট বিজন বিহারী দাস, প্রকৌশলী আব্দুল মুনিম চৌধুরী বুলবুল, এস এ শওকত চৌধুরী,

পুরাতন খোয়াই নদী পুরুদ্ধার ও পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট হাসবি সাঈদ চৌধুরী প্রমুখ।

খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার ও বাপা সেক্রেটারি তোফাজ্জল সোহেল বলেন, সরকারি -বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা রয়েছে নদীতে। বিভিন্ন গুষ্টি এবং নদী তীরের অনেক বাসিন্দাও নদীটি দখলে নিয়েছেন। দখলের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে। প্রায় ২ দশক ধরে পরিবেশবাদী সংগঠন ও নাগরিক সমাজ পুরাতন খোয়াই নদী দখলমুক্ত করে সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছে। ২০১৯ সালে নদী থেকে অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করে হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসন। মাছুলিয়া থেকে শায়েস্তানগর পর্যন্ত প্রায় ১ কিলোমিটার জায়গা থেকে দখলদারদের উচ্ছেদ করা হয় সেসময়। তৎকালীন জেলা প্রশাসক মাহমুদুল কবির মুরাদ বদলি হলে উচ্ছেদ কার্যক্রম থেমে যায়! এবং পরবর্তীতে উচ্ছেদকৃত অংশ পুনরায় দখলে চলে যায়।

তিনি বলেন, নদীটি সংরক্ষণের মাধ্যমে শহরকে সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর নগর হিসেবে গড়ে তোলার দাবি রাখে। কিন্তু হবিগঞ্জে তার উল্টো চিত্র দেখা যায়। যথাযথ পরিকল্পনা ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার মাধ্যমে নদীটিকে নাগরিক সুবিধায় সম্পৃক্ত করার দাবি জানান তিনি।

তিনি যুক্ত করেন, একসময় এই নদীতে পণ্য ও যাত্রীবাহী নৌকা চলাচল করত। শহরের মধ্যে ছিল একাধিক নৌকা ঘাট। নদীটির স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করে নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করলে শহরের যানজট কমবে, সৃষ্টি হবে অর্থনৈতিক গতিশীলতা, বৃদ্ধিপাবে নান্দনিক সৌন্দর্য। তাই তিনি নদীটির প্রতি যত্নশীল হওয়ার আহ্বান জানান। আর তা না হলে দিন দিন ভোগান্তি বাড়বে বলে তিনি মনে করেন।

বাপা সভাপতি অধ্যাপক মো: ইকরামুল ওয়াদুদ নদীটি পরিষ্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করায় হবিগঞ্জ পৌর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, খোয়াই নদীকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে এই নগর ও সভ্যতা। মানুষের প্রয়োজনেই ১৯৭৬-৭৭ ও ৭৮-৭৯ সনে দুই দফায় ৫ কিলোমিটার লুপকাটিং এর মাধ্যমে সেসময় নদীটিকে শহরের বাইরে দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। শহরের ভিতরের থেকে যাওয়া অংশটুকু পুরাতন খোয়াই নদী হিসেবে পরিচিত লাভ করে। অরক্ষিত থাকলে যা হবার তাই হয়েছে। নদীর বিভিন্ন অংশ নানাভাবে ভরাট -দখল হয়েছে। এর ফলে বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা, কৃত্রিম বন্যা আর শুষ্ক মৌসুমে মশা, মাছির আকর, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যায় যে কারণে বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দেয়। এইসব সমস্যা সমাধানে পুরাতন খোয়াই নদী রক্ষার বিকল্প নেই। নদীর সঠিক সীমানা নির্ধারণ করে স্থায়ী সীমানা পিলার স্থাপনের দাবি জানান তিনি।

জর্জিয়ায় আ.লীগ নেতা মিন্টু রহমানের ইন্তেকাল

মনজিলুর রহমান

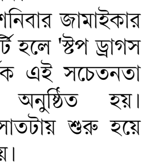

জর্জিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির জনপ্রিয় ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার সাবেক সভাপতি ও জর্জিয়া আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মিন্টু রহমান আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না .... রাজিউন) । বেশ কিছুদিন যাবত স্থানীয় একটি হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন থাকার পর শনিবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ভোর আড়াইটার দিকে ঐ হাসপাতালেই মৃত্যুবরণ করেন। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে এ সংবাদ নিশ্চিত করেন তার স্ত্রী বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার কার্যনির্বাহী সম্পাদক নাদিরা রহমান

নাদিরা রহমান আরো জানান, মিন্টু রহমান দীর্ঘদিন যাবৎ ডায়াবেটিস, নিম্ন রক্তচাপসহ নানান জটিল রোগে ভুগতেছিলেন । কিছুদিন আগে তাঁর ওপেন হার্ট সার্জারিও সম্পন্ন হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে ও ১ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মুক্তিযোদ্ধা মিন্টু রহমান ঢাকার উপকণ্ঠে নরসিংদী জেলার সররাবাদ গ্রামের সরকার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের গুনেইট কাউন্টির স্নেলভিল শহরে পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। তার পিতা কবি গোলাম রহমান সরকার ও মাতা সায়েরা বেগম । তার প্রয়াত পিতামাতাও জর্জিয়ায় তার সাথে বসবাস করতেন।

মরহুমের জানাজা নামাজ ওইদিনই যোহরের নামাজের পর স্থানীয় বেথেলহেম নিউ মুসলিম গোরস্থানে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানেই শবদেহ দাফন করা হয় ।

ড.নাজিয়া চৌধুরী: স্মৃতিতে ও আলোচনায় ছদরুদ্দীন চৌধুরী এবং এডভোকেট জালাল

রওশন হক

কনকনে শীত উপেক্ষা করে দেশ থেকে আসা অতিথির সাথে দেখা করতে এসেছিলেন তারা। এদের মধ্যে কেউ ছিলেন প্রয়াত ভাইস চ্যান্সেলর ছদরুদ্দিন চৌধুরীর অনুরাগী, কেউ ছিলেন অকাল প্রয়াত যুবনেতা এডভোকেট মঈনুদ্দীন আহমেদ জালালের বন্ধু, স্বজন। মত বিনিময় সভা স্মৃতি কাতরতায় ভরে উঠেছিল। সিলেটে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরুর সময়ে ড. ছদরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর মতো ব্যক্তির অবদানের কথা বলছিলেন কেউ কেউ। বাবার কথা শুনছিলেন একই আদল ধরে রাখা নাজিয়া চৌধুরী। তাঁর কথায় উঠে আসে নিজের পরম ভালোবাসার মানুষটির কথা। অকালে হারানো স্বামী যুবনেতা এডভোকেট মঈনুদ্দীন আহমেদ জালালের কথা। মরহুম জালালের স্বপ্নের বহু অসমাপ্ত কাজে কেমন করে জড়িয়ে পড়েছেন, এসব কথাই জানাচ্ছিলেন দুর দেশের অনুরাগী শুভার্থীদের।

বরাবরের মতোই দেশ থেকে আগত অতিথিদের সঙ্গে প্রথম আলোর উত্তর আমেরিকা অফিসে আড্ডার ছলে আলোচনা, সাক্ষাৎ, কুশল বিনিময় করে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে অনেকেই ছুটে আসেন। ২০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবারের আড্ডা আয়োজন ছিল শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড.নাজিয়া চৌধুরীকে নিয়ে । এই উপলক্ষে দুর দুরান্ত থেকে এসেছিলেন প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা, লেখক, সাংবাদিক, কবি, জনসংগঠক ও স্বজনরা ।

ডক্টর নাজিয়া চৌধুরী শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত ভাইস চ্যান্সেলর, পদার্থবিদ ডক্টর ছদরুদ্দীন আহমেদ চৌধুরীর সুযোগ্য কন্যা। নব্বই দশকে নাজিয়া চৌধুরী ইউনিভার্সিটি পেরিয়ে ক্যামব্রিজ থেকে ডক্টরেট করেন। মেধাবী নাজিয়াকে তখন বাংলাদেশের সবচেয়ে অল্প বয়সের পিএইচডিধারী বলে বলা হতো। শিক্ষকতা ছাড়াও পরিবেশ আন্দোলনসহ নানাবিধ মানবিক কাজের সাথে জড়িয়ে আছেন নিজেকে আড়াল করে কাজ করার সংস্কৃতি লালন করা একজন নাজিয়া চৌধুরী।

ডক্টর নাজিয়া চৌধুরীর স্বামী এডভোকেট মঈনুদ্দিন জালাল একজন ছাত্র নেতা কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ছিলেন । আজকাল নেতা বলতে যা বুঝায় তেমনটি নয়। তিনি জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কাজ করেছেন দলমতের উর্ধ্বে উঠে । তরুন সমাজকে উজ্জীবিত করে দেশের কাজে লাগানোই ছিলো এই ক্ষণজন্মা মানুষটির স্বপ্ন। দুঃখে কষ্টে সদা প্রাণবন্ত সকলের জালাল ভাই হয়ে মানুষের পাশে থেকেছেন ।

পক্ষাঘাতগ্রস্থ কিংবা নানা আঘাতপ্রাপ্ত মানুষজন যাদের পক্ষে ঢাকায় যেয়ে চিকিৎসা সেবা ও নিয়মিত থেরাপি নেয়া সম্ভব নয় বলে তিনি সিআরপি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নামে নিজের জমি দান করে গিয়েছেন। পক্ষাঘাতগ্রস্থদের পুনর্বাসনের ইচ্ছা লালন করেছেন। অনেক কাজ সসমাপ্ত রেখেই অসময়ে জালাল মৃত্যু বরণ করেন। অসম্পূর্ণ কাজগুলো শেষ করতে চান তার স্ত্রী নাজিয়া চৌধুরী। এনিয়ে সকলের সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করলেন।

নাজিয়া তাঁর সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে স্বামী জালালের কথা বলছিলেন। বারবার স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা বলছিলেন।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কার্যালয়ে ভিন্ন আবহের এ আড্ডা আলোচনায় সবাইকে স্বাগত জানান সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আখতারউল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এবং জনসংগঠক মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল, লেখক সংবাদিকদের মধ্যে রওশন হক, এইচবি রিতা, শামসুন ফৌজিয়া, সাংবাদিক সোহানা নাজনীন, স্নো ফ্লেক্স শাবানা, শেলী জামান খান, ভায়লা সালিনা, এডভোকেট জয় জিৎ আচার্য,জাকির হোসেন,সাজেদা চৌধুরী, ফরিদা ইয়াসমীন, রওশন জাহান, মিয়া এম আছকির, আব্দুল কাইয়ুম পারভেজ,নাসির শিকদার, সানজিদা উর্মি, সৈয়দ উতবা প্রমুখ। আড্ডা আলোচনায় যোগদানকারীরা ঘরে তৈরি জলখাবারের মধ্যে চটপটি, ফুচকা, পিয়াজু, হালুয়া দিয়ে আপ্যায়িত করেন নিজেদের।

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্জ ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে
২৫% ডাউন
পেমেন্ট দিলে
নো ব্যাকগ্রাউন্ড
চেক

■ রেন্টাল
■ প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
■ অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
■ মর্টগেজ ব্যবস্থা
■ রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

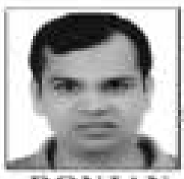
RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার
পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন বয়সের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, সায়েটিকা ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ঘুরা এবং সাইয়াটিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সাহায্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

ট্রাফিক পুলিশ ইউনিয়ন নির্বাচনে সাদিক-সাঈদ প্যানেলের জয়

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগের ট্রাফিক এজেন্টদের ইউনিয়ন (সিডব্লিউএ লোকাল-১২৮২) নির্বাচনে সাদিক-সাঈদ প্যানেল জয়ী হয়েছেন। নির্বাচনে হেরে গেছেন আরেক প্রার্থী, ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি বাংলাদেশী-আমেরিকান সাঈদ রহিম। ১৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার অনুষ্ঠিত ইউনিয়নের রান অফ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে 'সাদিক-সাঈদ' প্যানেল মেজোরিটি পদে জয়লাভ করেছে। নিউইয়র্কের সিটি ট্রাফিক বিভাগে বাংলাদেশিরা একক সংখ্যাগরিষ্ট হলেও এবারের নির্বাচনে তাদের মধ্যে চরম অনক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশি সাঈদ রহিম। স্বদেশীদের মধ্যে অনৈক্যের কারণে নেতৃত্ব থেকে এবারে তাকে সরে যেতে হয়েছে।

ইউনিয়নের মোট ৯টি পদের বিপরীতে এই প্যানেল থেকে সভাপতি, সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ৩ জন ডেলিগেট নির্বাচিত হয়েছেন। অপরদিকে 'রহিম-উতবা' প্যানেল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন ৩ জন ডেলিগেট। নির্বাচিত সভাপতি হলেন আলেকজান্ডার সাদিক, সহ সভাপতি সকুনবি ওলোফেমি ও সাধারন সম্পাদকরা সাঈদ ইসলাম। সভাপতি পদে সাঈদ রহিম দুদু মিশরীয় বংশদ্ভুত আলেকজান্ডার সাদিকের কাছে পরাজিত হন।

গত বছর নভেম্বরে ট্রাফিক পুলিশদের ইউনিয়ন সিডব্লিউএ লোকাল ১১৮২ এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সভাপতি, সহ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীরা প্রদত্ত ভোটের ৫১ ভাগ না পাওয়ায় তারা রানঅফের মুখোমুখি হন। এই তিনটি পদে পোস্টাল ব্যালটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এতে আলেকজান্ডার সাদিক ৭১৯ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি সৈয়দ রহিম দুদু পেয়েছেন ৫২৫ ভোট। বাংলাদেশী রহিম এর আগে একবার সহসভাপতি ও তিনবার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বাংলাদেশী সাঈদ ইসলাম ও সৈয়দ উতবা। সাঈদ ইসলাম ৭৪৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হনন। উতবা পেয়েছেন ৪৯৬ ভোট। 'সাদিক-সাঈদ' প্যানেল থেকে নির্বাচিত ডেলিগেটেরা হলেন শিবলী চৌধুরী কায়েস, কোলন জন ও শামীম হোসাইন। অপরদিকে 'রহিম-উতবা' প্যানেল থেকে নির্বাচিত ডেলিগেটেরা হলেন পঙ্কজ রায়, শাহাদত হোসেন ও মোহাম্মদ আলম।

নির্বাচনে মোট ২,০৪০ জন সদস্যকে ডাকযোগে ব্যালট পাঠানো হয়। এর মধ্যে সদস্যদের ভোট দেয়া ব্যালট ফিরে আসে মোট ১,২৭৬টি। ১৭টি ভোট ভয়েড ও ডুপ্লিকেট হয়। সব মিলিয়ে ১,২৫৯ ভোট গনণা করা হয়।

আরো উল্লেখ্য, এই নির্বাচনে ৯ সদস্যের নির্বাচিত কমিটির ৬ জনই বাংলাদেশী। ট্রাফিক পুলিশ ইউনিয়নের মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। এরমধ্যে বাংলাদেশীর সংখ্যা ৬ শতাধিক।

সরকার নতুন প্রজন্মকে বিকৃত ইতিহাস শেখাচ্ছে: ববি হাজ্জাজ

ঢাকা অফিস

বর্তমান সরকারের কোনো আইনি এবং নীতিগত বৈধতা নেই মন্তব্য করে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) এর সভাপতি ববি হাজ্জাজ বলেছেন, সরকার নতুন প্রজন্মকে বিকৃত ইতিহাস শেখাচ্ছে।

মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) আয়োজিত 'একুশের চেতনায় নতুন বিপ্লব: এবার হবে জনতার সংসদ'—শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।

ববি হাজ্জাজ বলেন, একুশের যে চেতনা সেই চেতনা থেকে আজকের ফ্যাসিবাদী সরকার পুরোপুরি বিচ্যুত।

অগ্রযাত্রার অনুঘটক বাংলা কাগজ

ইব্রাহীম চৌধুরী

ইতিহাস ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ইউরোপের পরতে পরতে যেন লুকিয়ে আছে উত্তেজনা। এ উত্তেজনা অতীতকে জানারই শুধু নয়। সমৃদ্ধ বাংলাকে আবিষ্কার করার বেপরোয়া অভিযাত্রার কথা আমরা জানি। এ অভিযাত্রায় পশ্চিমারা আমাদের কী দিয়েছে আর কী নিয়েছে- এসবের হিসেব এক জটিল ইতিহাস। যে সভ্যতার পাদপীঠে দাঁড়িয়ে আমরা আজকের বিশ্বকে দেখি, এই দেখার পটভূমিতেই ইতিহাস চলে আসে। ভাবনায় আসে চলমান নানা বাস্তবতার বিমিশ্র অনুভূতি।

এমন বিহ্বলিত অনুভূতির কথাই উচ্চারিত হচ্ছিল ঘুরে ফিরে। পশ্চিমের একটি সমৃদ্ধ দেশের আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছিলেন আনোয়ার চৌধুরী। ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের গর্বের মুকুট পরা এ মানুষটি বিনয় বিগলিত কণ্ঠে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের পাল্টানোর ঘটনাকে স্মরণ করেন। একসময় ব্রিটিশরা রাজ্য শাসনের জন্য শাসক পাঠিয়েছিল বাংলায়। সেই শাসিত মানুষের উত্তরসূরিকেই ব্রিটিশরা সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য গভর্নর পদে অভিষিক্ত করেছে। এ কোন দয়া দাক্ষিণ্য নয়, নিজের যোগ্যতায়ই একজন আনোয়ার চৌধুরী হয়ে উঠেছেন শুধু ব্রিটেনে নয়, পশ্চিমের দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়া বাংলাদেশিদের সাফল্যের ফলক। প্রথম কোন অশ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হয়েছেন। প্রথম কোন অশ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসনের জন্য গভর্নর হয়েছেন।

পশ্চিমের দেশে দেশে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতরা এখন আইন প্রণেতা নির্বাচিত হচ্ছেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আমাদের লোকজন অভিষেক হয়েছে বেশ আগেই। স্কটল্যান্ড পার্লামেন্ট থেকে শুরু করে আটলান্টিক এবং প্রশান্ত সাগর পাড়ি দেয়া উত্তর আমেরিকায় আমাদের যাত্রা শুরু হেয় গেছে। কানাডা পার্লামেন্টসহ যুক্তরাষ্ট্রের নগর বা রাজ্য আইনসভায় প্রতিবছরই নতুন নতুন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত লোকজনের উত্থান ঘটছে। লিসবন শহরে দাঁড়িয়ে স্বদেশী লোকজনের চোখে মুখে এ অগ্রযাত্রার আকাঙ্ক্ষার কথাই উচ্চারিত হয়েছে জোরালোভাবে।

১২ ফেব্রুয়ারি পর্তুগালের লিসবন শহরে আনোয়ার চৌধুরীর বক্তৃতা শুনছিলাম। একই সভায় উপস্থিত ছিলেন স্কটিশ পার্লামেন্টের সদস্য আরেক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফয়সল চৌধুরী। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত বাংলা কাগজ। বাংলাদেশের বাইরে আজ আরেক বিশ্ব বাংলা গড়ে উঠেছে। দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়া বাংলাদেশিরা কখনো রাজ্য শাসনের জন্য বা সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযাত্রায় পদ্মা সুরমার পাড় থেকে পাড়ি দেয়নি। নেহায়েত অস্তিত্বের তাগিদে, ভালো ভাবে বেঁচে থাকার অভিলাষে এ প্রবাস যাত্রা। অজানা আর অনিশ্চয়তার অনামিশা জয় করে দেশে দেশে এসব বাংলাদেশিরা আত্মপরিচয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শুরু করেছেন। বাংলাদেশের বাইরে স্বদেশিদের এ কমিউনিটি বিনির্মাণে বাংলা সংবাদমাধ্যম পালন করছে মুখ্য ভূমিকা। এটাই অবাক হওয়ার কাণ্ড যে একদম প্রান্তিক সংবাদকর্মীদের প্রয়াসে এমন ঘটনা ঘটছে। পশ্চিমের সমৃদ্ধ দেশগুলোতে এসব সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমেই বাংলা ভাষার চর্চা হচ্ছে। বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতির একটি সাংগঠনিক বিস্তৃতি ঘটছে।

ইউরোপ এবং আশেপাশের দেশে বাংলাদেশি কমিউনিটি বিনির্মাণে যারা কাজ করছেন তাদের নিয়ে অনুষ্ঠান করে থাকে বাংলা কাগজ। প্রতিষ্ঠানটি মরোক্ক, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালিতে এমন সমাবেশ করার পর এ বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি পর্তুগালের লিসবন শহরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পাঁচ তারকা হোটেল ডম পেদরো। পর্যটক ভাস্কো দা গামার স্মৃতিবাহী শহর লিসবন। এ শহরেই প্রথম বাংলা ব্যাকরণ ছাপা করেছিল পর্তুগিজরা। তৎকালীন ভারতের বাংলাভাষীদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করাসহ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই তারা কাজটি করেছিল।

ইউরোপের প্রবেশদ্বার হিসেবে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশির অভিবাসন রয়েছে পর্তুগালে। অভিবাসন প্রত্যাশীদের এ প্রবাহ এখনো চলমান রয়েছে। সঠিক হিসেব না থাকলেই অনুষ্ঠানে অনেকই বলেছেন ৭০ হাজারের বেশি বাংলাদেশি এখন লিসবন শহরে রয়েছেন। ব্যবসা বাণিজ্যসহ কৃষি খামারে পর্তুগালের অর্থনীতিতে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছেন আমাদের অভিবাসীরা। বাংলা কাগজের পক্ষ থেকে ১৫ জন এমন পর্তুগাল প্রবাসীকে সম্মাননা জানানো হয়।

দেশে দেশে রাজনীতির মাঠে স্বদেশিদের আরও সক্রিয় হওয়ার কথা বলেছেন স্কটিশ এমপি ফয়সল চৌধুরী সহ অনেকেই। যে রাজনীতি সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, এর নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে হবে আমাদের। ব্যবসা বাণিজ্যসহ সর্বক্ষেত্রে অগ্রসরমাণ লোকজন বাংলা কাগজের উদ্যোগের মতো কমিউনিটির অগ্রযাত্রার কাজগুলোতে পৃষ্টপোষকতা দিলেই এ কাজ সহজ হবে। দেখে ভালো লাগে, পরিশ্রমী প্রবাসীদের যে অংশ বৈরী প্রবেশে ব্যবসা বাণিজ্য করে নিজেদের অবস্থান সৃষ্টি করেন, তারাও সুযোগ পেলে এগিয়ে আসেন। বাংলা কাগজের আয়োজনে এমন পৃষ্টপোষকতাই করেছে লাল হাবিলি নামের রেস্টুরেন্টসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। ব্যবসা বাণিজ্য করে ব্যক্তিগত মুনাফার চিন্তার পাশাপাশি কমিউনিটির সমর্থনে এমন এগিয়ে আসা চমৎকার দৃষ্টান্ত। সাধারণ মানুষের অসাধারণ কাজ। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, মঞ্চ দখল করে নিজেকে উপস্থাপনের নির্লজ্জ আকাঙ্ক্ষা থেকে কিছু ব্যবসায়ী এমন সমর্থনে এগিয়ে আসেন। লিসবনে অনুষ্ঠিত বাংলা কাগজের অনুষ্ঠানে এমন কোনো প্রয়াস চোখে পড়েনি।

অ্যাওয়ার্ড প্রদান একটি উপলক্ষ্য মাত্র। অনুষ্ঠানে আমেরিকা, ব্রিটেন-স্কটল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড- স্পেনসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে গণমাধ্যমকর্মী ও কমিউনিটির শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ লিসবনের বাঙালি কমিউনিটির ৫০০ শতাধিক অতিথির উপস্থিতি ছিল। এ যেন উৎসবের এক মহাযজ্ঞ। বাংলা কাগজের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, বাংলা কাগজের নির্বাহী সম্পাদক ও বিঅন টিভি ইউকের হেড অব প্রোগ্রামস রিয়াদ আহাদ ও শামিমা মিতার উপস্থাপনা ছিল প্রাণবন্ত। পর্তুগালে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত রেজিনা আহমেদ, স্কটিশ পার্লামেন্ট মেম্বার ফয়সাল চৌধুরী, সাবেক ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী, দূতাবাস কাউন্সিলর লায়লা মুনতাজির দিনা, প্রথম সচিব মোহাম্মদ আলমগীর হোসাইন, বৃটিশ সেলিব্রেটি শেফ টনি মিয়া, সবুজ আন্দোলনের সংগঠক , অমরাবতি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সেবুল চৌধুরী, সংগঠক ফিরোজ রব্বানী, রাশিয়া খাতুন, মিজান চৌধুরী, বার্মিংহাম প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জয়নাল ইসলাম, পর্তুগালে প্রথম বাংলাদেশি সাংবাদিক সেলিম উদ্দিন, অল ইউরোপ বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বকুল খান, স্পেন বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি সাহাদুল সুহেদ, স্পেন বাংলা প্রেসক্লাবের সাধার সম্পাদক আফজাল জনি, অ্যাওয়ার্ডের মূল স্পন্সর লাল হভেলী বানকুয়েটিং হল ও রেষ্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী বিবিসির সেলিব্রেটি শেফ আবুল হোসেইন। পর্তুগাল আওয়ামী লীগের সভাপতি জহিরুল আলম জসিম, পর্তুগাল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন, সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আব্দুল মুকিত চৌধুরী, কাগজের স্টাফ রিপোর্টার আই অন টিভির প্রতিনিধি লোকমান হোসেইন কাজী, আই অন টিভির পরিচালক রেজা আহমেদ চৌধুরী, বাংলা কাগজের সাধারণ সম্পাদক খসরু খান, ডিরেক্টর রুহুল আমিন চৌধুরী, অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শাহ আলম কাজল, জহিরুল আলম জসিম, ওলিউর রহমান চৌধুরী, ফখরুল আলম, মোহাম্মদ জাহিরুল ইসলাম, আবু জাফর মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, রানা তাসলিম উদ্দিন, আবুল কালাম আজাদ, দেলওয়ার হোসাইন, সেলিম উদ্দিন, আমির সোহেল, আব্দুল আলীম, দোরাতি মিনিছ মারকাল, আব্দুস সামাদ, বায়জিদ বোস্তামী, সাংবাদিক গোলাম কিবরিয়া, নিজামুর রহমান টিপু, পর্তুগাল বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক প্রিন্স আলম, সংগঠক বাসিত আহমেদসহ অন্যান্যদের উচ্ছল উপস্থিতিতে মনে হয়নি দূরের দেশে বসে আছি।

উত্তর আমেরিকা থেকে বাংলা কাগজের এ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রিয়াদ আহমেদ এবং আমাদের দুরন্ত দিনের লড়াকু মানুষ সেবুল চৌধুরী। ইউরোপ জুড়ে বাংলা কাগজ স্বদেশিদের অগ্রযাত্রায় একটা প্রতিষ্ঠানের মত কাজ করছে। আন্ত:দেশীয় এসব আয়োজনের ঝক্কি ও ঝামেলার কথা জানি বলেই আয়োজকদের শুধু ধন্যবাদ দেই না। মন থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সুযোগ পেলেই এ দেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াই। ইতিহাস ঐতিহ্যের স্থাপনার চেয়ে আমাদের মানুষের বিচিত্র আর বৈচিত্র্যের অভিযাত্রাই আমাকে আকর্ষণ করে। পর্তুগালে বাংলা কাগজের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েই এমন অনুভূতি প্রবল হয়। বিশ্বের উন্নত শহর বন্দরে প্রতিযোগিতা করে স্বদেশিদের আজ উত্থান ঘটছে। প্রত্যয় আর প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাংলাদেশ নামের দেশটি স্বাধীন হয়েছিল। অনেক চড়াই উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদের দেশটিকে। ইতিহাসে এমন চড়াই উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে বহু জাতিগোষ্ঠীর উত্থান পতন ঘটেছে। বাংলাদেশিদের উত্থান ঘটছে দেশের সীমানা পেরিয়ে। বৈশ্বিক প্লাটফর্মে। বাংলা কাগজ প্রবাসের একটি সংবাদমাধ্যম। সময়ের অনুঘটকের কাজ করে যাচ্ছে। , ইতিহাসে তাদের একটি উজ্জ্বল অবস্থান নির্ণীত হয়ে থাকবে।

৫০ জনের বিরুদ্ধে আমেরিকান দূতাবাসের অভিযোগ

ভুয়া নথিতে মানব পাচার

১১ ফেব্রুয়ারি দুই ব্যক্তি স্বীকার করেছেন, তারা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে মানব পাচারে জড়িত।

ঢাকা ডেস্ক

ঢাকায় আমেরিকার দূতাবাসে ভিসার জন্য সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় দুজন বাংলাদেশি ভুয়া নথিতে মানব পাচারের কথা স্বীকার করেছেন। ১১ ফেব্রুয়ারি রোববার মফিজুর রহমান ও আশরাফুল আলম ভূঁইয়া নামের এই দুজন সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় স্বীকার করেছেন, তারা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে মানব পাচারে জড়িত। তারা মূলত দালাল হিসেবে কাজ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার জন্য তারা ভুয়া নথিও জমা দিয়েছিলেন। ওই ঘটনায় পরদিন রাজধানীর গুলশান থানায় মামলা করেন মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা মিকাইল লি। মার্কিন দূতাবাসের নিরাপত্তাবিষয়ক এই কর্মকর্তা এর আগেও এমন পাঁচটি মামলা করেছেন।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে মানব পাচার ঠেকানোর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র বেশ কিছুদিন আগে থেকেই কথা বলে আসছিল। ওই দেশে এমন পাচার বন্ধ করতে তারা আরও বেশি সক্রিয় থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) সূত্রে জানা যায়, 'মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রতারণার' অভিযোগে মিকাইল লি গুলশান থানায় প্রথম মামলাটি করেছিলেন গত বছরের ১৫ মার্চ। সেই মামলায় প্রথমে চারজনকে আসামি করা হয়েছিল। ওই আসামিরা মূলত নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে একটি সম্মেলনে যোগ দিতে 'কথক একাডেমি' নামের একটি এনজিওর ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করেছিলেন।

কথক একাডেমি' নামে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো এনজিও নেই। ওই চারজনের ভিসা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় দূতাবাস কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। পরে মামলা হয়। আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দালালদের কাছ থেকে ভুয়া নথিপত্র সংগ্রহ করে দূতাবাসকে প্রতারিত করেন। ওই চারজনকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তারও করেছিল পুলিশ। প্রতারণার মাধ্যমে তত দিনে কয়েকজনকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয় বলেও তখন পুলিশ জানতে পেরেছিল।

সূত্রমতে, জাল কাগজপত্র দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার চেষ্টাসহ মানব পাচারের অভিযোগে গত এক বছরে পাঁচটি চক্রের বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা করেছে মার্কিন দূতাবাস। গুলশান থানায় করা মামলাগুলো তদন্তের দায়িত্ব পায় ডিএমপির কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট এবং গোয়েন্দা শাখার সাইবার ইউনিট।

তদন্তসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দাবি, তদন্তের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হয়। মামলার আসামিসহ অর্ধশতাধিক তরুণের বিরুদ্ধে কাগজপত্র জালিয়াতি, অবৈধ পথে সীমান্ত পেরোনো কিংবা সীমান্তে অপেক্ষায় থাকার অভিযোগ আনা হয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ায় মানব পাচার ঠেকাতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ারও অনুরোধ জানানো হয়।

ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ জানিয়েছে, ভুয়া এনজিওকর্মী পরিচয়ে জাল কাগজপত্র দিয়ে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে মানব পাচার এবং এর মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সম্প্রতি সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার জন্য দালালদের কাছ থেকে ভুয়া নথিপত্র সংগ্রহ করে দূতাবাসকে প্রতারিত করেন। পুলিশ কর্মকর্তাদের দাবি, প্রতারণার মাধ্যমে এরই মধ্যে কয়েকজনকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়েছে বলেও তারা জানতে পেরেছেন। কেউ আবার বিদেশে গিয়ে ধরাও পড়েছেন।

২০২৩ সালের জুন মাসে করা একটি মামলায় বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যে দেশ ছেড়ে যাওয়া অর্ধশতাধিক বাংলাদেশি দক্ষিণ আমেরিকার গায়ানায় গ্রেপ্তার হন। মার্কিন দূতাবাসের দাবি, গায়ানায় গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশিদের সঙ্গে কথা বলে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বাংলাদেশের একটি মানব পাচারকারী চক্রের সন্ধান পান।

ওই মামলার তদন্তে নেমে ডিএমপি একটি ট্রাভেল এজেন্সির মালিক মোহাম্মদ রুহুল আমিন ও তাঁর সহযোগী আকলিমা আক্তারকে গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশের দাবি, রুহুল আমিনসহ চক্রটি ৯০ জনের বেশি বাংলাদেশিকে গায়ানা ও সুরিনামে পাঠিয়েছে। তাঁদের অনেকে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকেছেন, কেউ কেউ মেক্সিকো সীমান্তে অপেক্ষা করছিলেন।

মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচ বাংলাদেশির বিরুদ্ধে সর্বশেষ গত সোমবার গুলশান থানায় মামলা করে মার্কিন দূতাবাস। ওই মামলায় আসামিরা হলেন মফিজুর রহমান, আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, মোহাম্মদ জামান, ভাসানি ও মোহাম্মদ নূর আলম। ডিএমপির সিটিটিসি ইউনিট মামলাটির তদন্ত করছে। ইউনিটের উপকমিশনার জসীম উদ্দিন বলেন, তদন্ত এখনো শুরু হয়নি। তবে থানা থেকে মামলা হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিক কাজ শেষ হয়েছে।

মানব পাচার ঠেকাতে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা। রামরুর নির্বাহী পরিচালক সি আর আবরার বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের আইনের আশ্রয় নেওয়াটা যুক্তিযুক্ত। দেশটির দূতাবাস মানব পাচারকারীদের কিছু তথ্য দিয়েছে, সেটাও আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজে সহযোগিতা করবে। কিন্তু এসব অপকর্ম যারা করছে, তাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান না নিলে এই পাচার বন্ধ হবে না।'

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভিত্তিক গ্রুপ জেনারেশন ৯৪ এর ২০২৪-২৫ কার্যকরী কমিটির পরিচিতি সভা

জেনারেশন ৯৪ বাংলাদেশের নবগঠিত কমিটির পরিচিতি সভা

ঢাকা অফিস

সারাদেশের ১৯৯৪ সালে এসএসসি পরিক্ষার্থীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভিত্তিক গ্রুপ জেনারেশন ৯৪ এর ২০২৪-২৫ কার্যকরী কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার রাজধানী ঢাকার উত্তরাস্থ টাইম ফোর সাইন ক্যাফে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাহমুদ বিন সামাদের সভাপতিত্বে এবং তৌহিদ জামানের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ৯৪ বন্ধু পুলিশ সুপার আমিরুল ইসলাম। এছাড়া এতে সংগঠনটির বিভিন্ন অঞ্চলের সদস্য এবং নতুন কার্যকরী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সরজমিনে দেখা গেছে, গান আড্ডায় বেশ উৎসাহ উদ্দীপনায় সম্পন্ন হয় এই আয়োজন। দেশের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সংগঠনটির সদস্যরা এদিন মেতে ওঠেন আনন্দ আড্ডায়। গান-নাচে মাতিয়ে তুলেন পুরো অনুষ্ঠানস্থল। এছাড়া বক্তব্য স্মৃতিচারণ এবং সংগঠনটির বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয় এতে।

এর আগে, সংগঠনটির ২০২৪-২৫ বর্ষের ১০১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

অসহায়দের জন্য আজীবন কাজ করেছেন জাফর সওদাগর

শোক সভায় বক্তারা

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টন প্রবাসী বাংলাদেশি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাফর আহমেদ সওদাগর ছিলেন একজন সাদা মনের মানুষ। তিনি অসহায় মানুষদের জন্য আজীবন কাজ করেছেন। তিনি দীর্ঘ ৩৪ বছর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করে ৫টি দোকানের মালিক হয়েছিলেন কিন্তু অপচয়ের কথা ভেবে কখনও কোন গাড়ি কেনেননি। এমনকি তাঁর নিজের নামে ছিলো না কোন বাড়িও। দেশে নিজ এলাকার অসহায় মানুষকে দু'হাতে দান করেছেন অর্থ। বোস্টনে ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদ নির্মাণে তাঁর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। সামাজিক কাজে অর্থদান করতে কখনোই কার্পণ্য করেননি তিনি। স্থানীয় সময় ১৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার সন্ধ্যায় মেডফোর্ড ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত প্রয়াত জাফর আহমেদ সওদাগরের শোক সভায় এসব কথা বলেন বোস্টন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

বোস্টনের প্রবীণ প্রবাসী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মওদুদুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং মেডফোর্ড ইসলামিক কালচারাল সেন্টার (আইসিসিএম)এর ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ সিরাজুম মুনিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত শোক সভায় বক্তারা বলেন, বোস্টন এলাকায় বাংলাদেশি হিসেবে তিনিই প্রথম হালাল খাদ্যসামগ্রী ব্যবসা শুরু করেছিলেন।তার ৫টি দোকানে তিনি কখনই লটারির টিকেট, কোন ধরণের মাদকদ্রব্য বা মদ জাতীয় জিনিস কখনই বিক্রি করেননি। অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাত্রার অধিকারী ছিলেন জাফর আহমেদ সওদাগর।

বক্তারা আরও বলেন, বোস্টন এলাকায় বাংলাদেশিদের যেকোন সমস্যায় সবার আগেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন প্রয়াত জাফর সওদাগর। মেডফোর্ড ইসলামিক কালচারাল সেন্টার (আইসিসিএম), মসজিদ ও কবরস্থানের জায়গা ক্রয়ের জন্য তিনি বিরাট অবদান রেখে গেছেন। তাঁর আর্থিক সহযোগিতায় সব কিছুই দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়েছে বলে উল্লেখ করেন বক্তারা।

উল্লেখ্য, গত ২০ জানুয়ারি রাত পৌনে ২টার সময় স্থানীয় লেক্সিংটনে ছোট মেয়ের বাড়িতে অবস্থানকালে মারা যান যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টন প্রবাসী বাংলাদেশি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাফর আহমেদ সওদাগর।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

২১ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ সদর দপ্তরে টানা ৮ম বারের মত যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। জাতিসংঘে বাংলাদেশ, অস্ট্রিয়া, বাহরাইন, বলিভিয়া রোমানিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার স্থায়ী মিশনসমূহ, জাতিসংঘ সদর দপ্তর ও ইউনেস্কো এর সাথে যৌথ অংশীদারিত্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি জনাব ডেনিস ফ্রান্সিস (Dennis Francis)।

এই বছরের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানটিতে বহু ভাষার ব্যবহারে সমৃদ্ধ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার পর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজন করা হয়। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি, বাহরাইন, বলিভিয়া, রোমানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রিয়া, ভারত, হাঙ্গেরি, পাপুয়া নিউগিনি এবং তানজানিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি/রাষ্ট্রদূতগণ, জাতিসংঘ ও ইউনেস্কো-এর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০২৪ এর মূল প্রতিপাদ্য- "বহু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা; প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জ্ঞান চর্চার স্তম্ভ"- এর উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের ছয়টি দাপ্তরিক ভাষার পাশাপাশি বাংলা, হিন্দি ও রোমানিয়ান ভাষায় প্রদত্ত বক্তব্য ভাষান্তর করা হয়। সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় উদ্বোধনী সঙ্গীত “আমার ভাই এর রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি”, জাতিসংঘ চেম্বার মিউজিক সোসাইটি কর্তৃক পরিবেশিত যন্ত্রসংগীত এবং অভিবাসীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পীবৃন্দের পরিবেশিত গান অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনুষ্ঠানটি জাতিসংঘের ওয়েব টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

উদ্বোধনী বক্তব্যে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহীদগণ এবং ভাষা আন্দোলনের পথিকৃত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ডের মানসিক স্বাস্থ নিয়ে চতুর্থ কর্মশালা

উত্তর আমেরিকা অফিস

ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ডের মানসিক স্বাস্থ নিয়ে চতুর্থ কর্মশালা শুরু হয় ১৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার। খারাপ আবহাওয়াতেও নারী পুরুষের ছিল প্রায় শতভাগ উপস্থিতি।

নিউ ইয়র্ক হেলথ ডিপার্টমেন্টের কমিউনিটি ট্রেনিং স্পেশালিস্ট মি. ম্যাথিউ মিত্র সেমিনারে মানসিক স্বাস্থ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। মানুষ মাত্রই তো মানসিক সমস্যায় ব্যতিগ্রস্ত। কিন্তু সেই সমস্যা থেকে নিজেকে কিভাবে ওভারকাম করা যায়, কি কি পন্থা অবলম্বন করলে সুস্থ থাকা যায় তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয় এই সেমিনারে।

সেমিনারের আয়োজক ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ডের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জি. আব্দুস সোবহান বলেন, আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে ইংরেজি ও কম্পিউটার কোর্সের পর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কর্মশালা পরিচালনা করলাম। কারণ শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতাও যে প্রয়োজন তা আমরা অনেকসময় উপলব্ধি করতে পারিনা। আজকের সেমিনারে তা স্পষ্ট যে আমরা অনেক সময় এসব নিয়ে কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করি। আমরা চাই এখানে অনেক মানুষ এলেও কিছু মানুষেরও যদি এই সেমিনারে এসে তাদের সামাজিক চিন্তা চেতনার পরিবর্তন হয় জীবনে, তাতেই আমাদের স্বার্থকতা।

সেমিনারের গেস্ট স্পিকার ছিলেন ক্রিকলিন এ এসকন্দো (প্রজেক্ট ডিরেক্টর, নিউ ইয়র্ক ডিপার্ট্মেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড মেন্টাল হাইজিন)। তিনি ফাউন্ডেশনের এমন সেবামূলক কাজের জন্য অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যৎ সফলতা কামনা করেন। আরো ছিলেন স্পেশাল গেস্ট মোহাম্মাদ এ সিদ্দিক (সিইও অফ শেফার্ড হোম কেয়ার)। তিনি তার স্বল্প বক্তৃতায় মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে চমৎকার কথা বলেন।

এবং পরিশেষে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সবাইকে সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে এই মানসিক স্বাস্থ্যের কর্মশালা শেষ হয়।

সাস্ট এলামনাইয়ের নতুন কমিটির অভিষেক

সিকান্দর হক

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন "সাস্ট এলাইনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ উদ্যোগে সাস্টিয়ান নাইট ও নতুন কমিটির অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি রোববার সন্ধ্যায় আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করে ।

নিউইর্য়ক শহরের কুইন্সের আগ্রা প্যালেসে সন্ধ্যা ৬ টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত এই অভিষেক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। 'সাস্টিয়ান নাইট ও ইনোগোরেশন সিরিমনি ' ব্যানারে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে প্রথমবারের মত এই মিলনমেলায় অংশ নেয় নিউইর্য়ক, নিউজার্সি, কানেকটিকাট, ভার্জিনিয়া, মিশিগানসহ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্টেটে অবস্থানরত শতাধিক প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। এছাড়াও বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য, কানাডা থেকে আগত প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সময়ের স্মৃতিচারণসহ সহপাঠী, সিনিয়র-জুনিয়র ও অতিথিবৃন্দদের আলাপচারিতায় মুখর হয়ে উঠে পুরো অনুষ্ঠান । কুইন্সের আগ্রা প্যালেসে যেন এক টুকরো সাস্টে পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল নিউইর্য়কের কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনওয়াইপিডির ১০৪ প্রিসিস্কংটের (পুলিশ অফিস) এক্সিকিউটিভ অফিসার ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ক্যাপ্টেন এ.কে.এম শফিউল আলম প্রিন্স এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববদ্যািলয়ের প্রাক্তন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ছালিকুর রহমান চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল সায়েন্সের সাবেক ডীন ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডঃ হাবিবুল আহসান। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে আগত সম্মানিত অতিথি শিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডঃ নাজিয়া চৌধুরী , সাপ্তাহিক প্রথম আলোর সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক শিক্ষক প্রফেসর ডঃ এ.এইচ.এম বেলায়েত হোসেন, নিউইর্য়ক পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ক্রিমিনাল জাস্টিস ব্যুরোতে কর্মরত লেফট্যানেন্ট সাজেদুর রহমানসহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও অনুষ্টানে বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এলাইনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউ.এস.এ এর এক্সিকিউটিভ বোর্ডের সদসদ্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই মনোরম পরিবেশে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি কোরাস পরিবেশন করে নতুন প্রজন্মের শিশুরা। এরপর স্বাগত বক্তব্যে দেয় সাস্ট এলামনাই অব ইউ.এস.এর প্রধান উপদেষ্টা এবং বিশ্ববিদ্যালয় তথা অর্থনীতি বিভাগের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী মোঃ ফরিদ আলম।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্টসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে
আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের
সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

বোস্টনে নবগঠিত বাংলাদেশ লিটারেচার ও কালচারাল সোসাইটির একুশ উদযাপন

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনে 'বাংলাদেশ লিটারেচার ও কালচারাল সোসাইটি' নামে একটি সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ১৮ রোববার ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় স্থানীয় নর্থরিডিং শহরের অল্ডারসগেট ইউনাইটেড মেথোডিস্ট চার্চের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মহান একুশ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উদযাপন অনুষ্ঠানে এ সংগঠনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের আহবায়ক কবি ও লেখক জহিরুল হক ভুইয়া মুকুল।

সংগঠনের অন্যতম সদস্য কাজী নুরুজ্জামানের সভাপতিত্বে এবং মুহাম্মদ মর্তুজা ও ডিম্পল তানুর যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মহান একুশ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উদযাপন অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশ লিটারেচার ও কালচারাল সোসাইটি' সংগঠনের নেপথ্য কথা তুলে ধরে কবি জহিরুল হক ভুইয়া মুকুল বলেন, আমি আজ বাঙালি হিসাবে গর্বিত যে আমরা মায়ের ভাষা রক্ষার যে আন্দোলন করেছি তা পৃথিবীতে বিরল! তাই আজ আমরা এখনও সেই ধারা অব্যাহত রেখেছি। আজ আপনাদের উপস্হিতি তাই প্রমান করছে, আর সেটি হলো আমরা যেন কোথায় যেন একটি জায়গায় বাঁধা সেটি হলো মোদের মাতৃভাষা, বাংলা ভাষা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কৃষ্টি কালচার, আচার আচরণ, চলন বলন,

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল কর্তৃক মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ২১ ফেব্রুয়ারি বুধবার কনস্যুলেট ভবনে এবং নিউইয়র্ক কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরী'র সহযোগিতায় কুইন্স সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় "মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪" উদযাপন করে। নিউইয়র্ক স্টেটের সিনেটর ও এ্যাসেম্বলী মেম্বার, বিভিন্ন দেশের কনসাল জেনারেল ও বিদেশী কুটনীতিকগণ অংশগ্রহণ করেন। এসময় বিদেশী অতিথিদের পাশাপাশি বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, নতুন প্রজন্ম ও কমিউনিটি সদস্যসহ বিপুল সংখ্যক দেশী-বিদেশী অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম পর্বে কনস্যুলেটে দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষে একটি প্রামান্য চিত্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অমর একুশের কালজয়ী গানের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা "মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪" এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে ৫২'র সকল ভাষা শহিদ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্য, ৭১-এর সকল শহিদ, শহিদ বুদ্ধিজীবী এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বে কুইন্স সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, জ্যামাইকা'তে "মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪" উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

WE ACCEPT EBT
ADI'S
The Halal Supermarket
ADI'S SUPERMARKET
FOOD CERTIFIED
حلال
100% HALAL
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462
TEL: 718-684-2135
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (February 23 - 29, 2024) | Promo Code : PSP20
আমরা ইবিটি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT
EBT
CARDS
আমরা ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT
OTC
CARDS
FREE
PURCHASE OF $75 AND UP
1 BAG ONION FREE
ONIONS
NO CUT NO CLEAN
ZABIHA HALAL
SALE 99¢/LB
CHICKEN QUARTER LEG
SIZE 800-1000
SALE $14.99/EA
HILSHA
4 KG
SALE $3.49/LB
MRIGEL
SALE $3.99/LB
GOLDEN POMPANO
SALE 2/$5.99
250 GM
HORINA SHRIMP
SALE $5.49/EA
500 GM
SHAHJALAL LOTIA MIX
SALE 2/$6.99
250 GM
CROWN FARM MOLA BLOCK
SALE $6.99/EA
500 GM
HAOR BRAND LONG BAIM
SALE $4.99/EA
500 GM
HAOR BRAND CHIRING CLEAN
SALE 2/$5.00
250 GM
HAOR BRAND BAILA GURA
SALE $5.99/EA
TAPOSHI PACK
SALE $19.99/EA
20 LB
KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $7.99/EA
2 for 13.99
25 PCS
KAWAN PARATHA
SALE 2/$5.99
2 LB
LAXMI BESAN
SALE 2/$7.99
4 LB
LAXMI CHANA DAL, MASOOR DAL & KALA CHANA
SALE 2/$4.99
4 LB
LAXMI RICE FLOUR
SALE 2/$7.99
24 OZ
LAXMI GARLIC, GINGER & GARLIC GINGER PASTE
SALE 2/$4.99
850 GM
LAXMI KESAR MANGO PULP
SALE 3/$5.00
1 LTR
MEHARBAN MANGO JUICE
SALE $2.99/EA
26.5 OZ
ROOH AFZA
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

খলিল বিরিয়ানি এখন জ্যাকসন হাইটসে

74-10 Broadway Jackson Heights
NY 11373
929 328 0680

SARAH CARE USA

CDPAP & HOME CARE SERVICES

- *CDPAP/ PCA/ HHA*
- *No Certificate Required*
- *Highest pay With Benefit*

We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole

Dr.Gee Cee pat
Vice President

Dr.Shajadi Parvin
CEO/President

WITH Best income Up to $85.000 Annually

LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply

WORK AT HOME

NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949

আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি

FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP

Corporate Office: 37-18-73rd Street, Suit 301, Jackson Height, NY 11372

Jamaica Office: 170-05 Hillside Ave, NY 11432; 185-08, Hillside Ave, NY 11432

Brooklyn Office: 2033 Bath Ave, Brooklyn NY 11214

Bronx Office: 2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482

Buffalo Office: 3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215

We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country

cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

☑ BUSINESS INCOME TAX RETURN
☑ PERSONAL INCOME TAX RETURN

OTHER SERVICES

Bookkeeping, Formation of corporation LLC , Payroll Processing, Business Licenses, Notary Service, & Application of ITIN.

এখন আপনার ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন এবং ব্যবসায়িক আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময়। আমরা আপনাকে অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা প্রদান করতে পারি যেমন, (বুককিপিং, কর্পোরেশন এবং এলএলসি গঠন, বেতন প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবসায়িক লাইসেন্স, নোটারি পাবলিক সার্ভিস এবং আইটিআইএন অ্যাপ্লিকেশন)

OFFICE NAME: H&Y (HELMADECH & YOUNG)
Address: 456 Main St, Catskill, NY 12414,United States
website: www.bitaccounting.com
Phone: 518-943-2000

OFFICE NAME: Black Ink Tax & Accounting Services
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 877-220-5556

OFFICE NAME: GUARDIAN TAX
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 718-338-7654

OFFICE NAME: TAX CITY
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210.
Website: www.Taxcity.com
Phone: 718-859-4555

REHAN USMANI {EA,MBA}
OWNER

sunman express
global money transfer

টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ

DOWNLOAD
MOBILE APP

SUNMAN EXPRESS
MOBILE APP

sunmanexpress.com
718-505-2224

GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

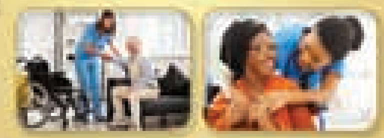

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় :
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার : বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মি পর্যন্ত।
শনিবার : বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মি পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

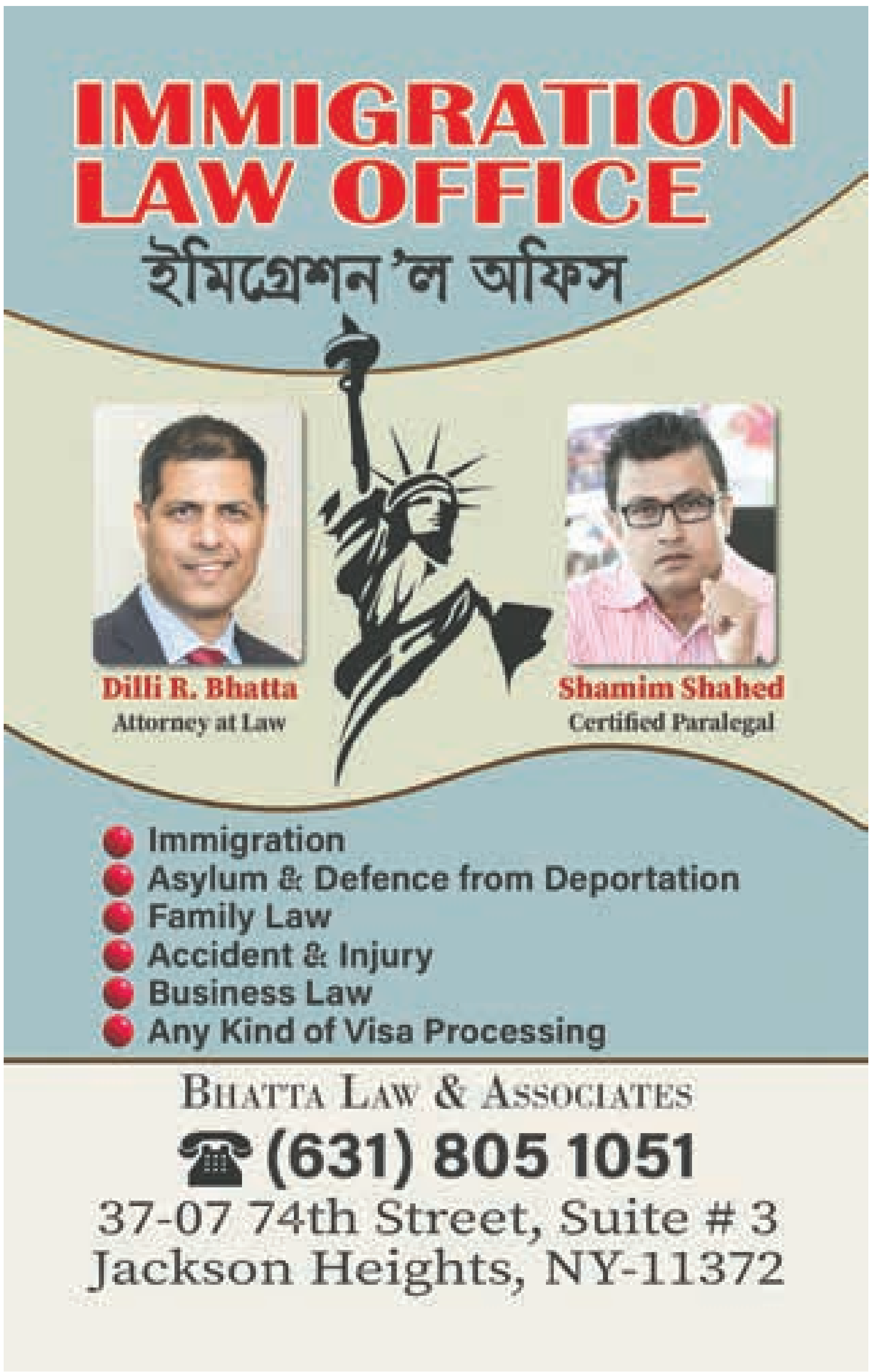
IMMIGRATION
LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন 'ল অফিস
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Immigration
Asylum & Defence from Deportation
Family Law
Accident & Injury
Business Law
Any Kind of Visa Processing
BHATTA LAW & ASSOCIATES
(631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL
MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES
ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মি থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও
মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ইংরেজি সাময়িকী 'দ্য বে ওয়েভ'র যাত্রা শুরু

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক থেকে যাত্রা শুরু করেছে নতুন ইংরেজি সাময়িকী 'দ্য বে ওয়েভ'। বিশিষ্ট রাজনীতিক, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমা-ার স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ পত্রিকাটি সম্পাদনা করছেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের রাজধানী আলবানী সিটি হলে নিউইয়র্ক এসোসিয়েশন অফ ব্লাক পোয়েত্রো রিকান, হিস্প্যানিক এ- এশিয়ান লেজিসলেটিভ ইনক্ এর ৫৩ তম সম্মেলনে ডায়াসপোরা ককাসের ঐতিহাসিক ক্ষণে পত্রিকাটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট কংক্রেসম্যান জামাল বোম্যান, নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক এডভোকেট জুমানে উইলিয়ামস, আলবানীর কাউন্সিলম্যান পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক ওসু আনানে, নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের কালচারাল অ্যাফেয়ার্সের কমিশনার লুরে কাম্বো, থাউজেন্টস শেডস অব উইমেন ইন্টারন্যাশনাল এর প্রধান নির্বাহী ও পত্রিকার ড. ডিওর ফলসহ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ।

সেসময় বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দসহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন শহরের সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক এসোসিয়েশন অফ ব্লাক পোয়েত্রো রিকান, হিস্প্যানিক এ- এশিয়ান লেজিসলেটিভ ইনক্ সম্মেলনের ৫৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম একটি ইংরেজি সাময়িকপত্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো।

অনুষ্ঠানে দ্য বে ওয়েভ এর সম্পাদক ও প্রকাশক স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমরা সবাই এক একজন 'বে ওয়েভ'। বঙ্গোপসাগর থেকে উৎসারিত ঢেউ। আমাদের সমাজ ও সংগ্রামের সকল কিছুই এই বে ওয়েভ। আমরা বঙ্গোপসাগরের ঢেউ এখন মিলিত হয়েছি আটলান্টিকের ঢেউয়ের সঙ্গে। দুই ঢেউয়ের সংযোগে এক অপরিসীম শক্তির উদ্ভব হয়েছে। এমরা এখানে সংখ্যালঘু নয়, আমরা আছি শক্তি ও ক্ষমতার উৎসের কাছাকাছি।

নার্গিস আহমেদের আয়োজনে বসন্ত বরণ অনুষ্ঠান

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে এখন শীতের তাণ্ডব। বাংলাদেশের ঋতু বিচিত্রে বসন্তের আহ্বান। গাছে গাছে মঞ্জুরিত ফুল। শিমুল পলাশের রং। দেশ ছাড়া বাংলাদেশিরা স্বদেশের বাসনটি উৎসবকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। নিউইয়র্ক সহ প্রবাসী বহুল নগরগুলোতে বসন্তের উৎসব হয়। এমন সব মনকাড়া উৎসবে আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তুলে ধরেন প্রবাসীরা।

উত্তর আমেরিকার নিউইয়র্কে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ বাংলাদেশি জনসমাজ। বহুজাতির সংমিশ্রণের দেশে আত্মপরিচয়ে গড়ে উঠা সংগঠিত বাংলাদেশি জনসমাজে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন নার্গিস আহমেদ। বাংলাদেশ সোসাইটি, ফোবানা , ড্রামা সার্কেলসহ বহু সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন এ নারী দক্ষতার সাথে। গত প্রায় চার দশকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কোলাহলের সব গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে বসন্ত উৎসব, টার্কি পার্টিসহ নানা উদ্যোগ আয়োজন করে আসছেন নার্গিস আহমেদ।

১৮ ফেব্রুয়ারি রোববার জামাইকার হিলসাইড এলাকায় নার্গিস আহমেদ ও

ফার্মাসিস্ট মোশতাক আহমেদ দম্পতির সুপরিসর বসতবাড়িতে বসন্ত উৎসবের আয়োজন ছিল। নারী পুরুষরা বসন্তের দেশজ সাজে উপস্থিত ছিলেন এ উৎসবে। 'বসন্ত এসেছে নেমে- আনন্দ আবেগে' শিরোনামের এ একান্ত আয়োজনে ছিল আড্ডা আলোচনা, গান, কবিতা, কৌতুকসহ দেশজ পিঠে পুলির সমাহার।

অনুষ্ঠানে নার্গিস আহমেদ অভ্যাগতদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, প্রাণের তাগিদ থেকেই প্রতি বছর তিনি এমন সব অনুষ্ঠান করে আসছেন। এসব অনুষ্ঠানে পরিবারের সমর্থন পেয়েছেন। তাঁর স্বামী পেশাজীবী মোস্তাক আহমেদকে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

পরিচয় সম্পাদক মাজমুল আহসান, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, গীতিকার মাহফুজ আহমেদ, কামাল আহমেদ, আসিফ চৌধুরী, কবি রুপা খানম, শেমু আফরোজা, রেজীনা চৌধুরী, জাকির হোসেইন, ডাঃ ফারুক আজম, আব্দুশ শহীদ, তাহমিনা শহীদ, ফেরদৌস খান যোগ দিয়েছিলেন এ বসন্ত উৎসবে।

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়
SAUDI (UMRAH) | UAE (DUBAI) | EUROPE | BANGLADESH
Old Club Man
(718) 724-9688
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
CANADA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | UK (LONDON) | BRAZIL | CHINA | THAILAND | INDIA

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812
টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

জর্জিয়ায় একুশের অনুষ্ঠানে অপ্রীতিকর ঘটনা

মনজিলুর রহমান

জর্জিয়ায় মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জিতক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালে ২০ ফেব্রয়ারি মঙ্গলবার রাতে অনুষ্ঠানস্থলে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় গ্লোবাল মলে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়া আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার জন্য পুলিশ ডাকা হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার না করে ফিরে যায়।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে আয়োজকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জনকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি মোস্তফা কামাল মাহমুদকেও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার জন্য মঞ্চে আহ্বান করা হয়। তিনি মঞ্চে উঠেই অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির সমালোচনা করতে শুরু করেন। তিনি প্রথমেই বলেন, রাত ১২ টা ১ মিনিটে শহীদদের বেদীতে পুস্পাস্তবক দিতে হবে কেন? এটা রাত ৯টায় দিলে ক্ষতি কী?

এক পর্যায়ে তিনি ইংরেজিতে বক্তব্য দেয়া শুরু করেন। অনুষ্ঠানস্থল থেকে সূধী মন্ডলীর কয়েক জন তাতে আপত্তি করেন। তারা বলেন, আজকের একুশের অনুষ্ঠান বাংলা ভাষার আত্নসম্মানের অনুষ্ঠান। আজকে এখানে বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় বক্তব্য দেয়া চলবে না। মোস্তফা কামাল মাহমুদ সূধী মন্ডলীর সে আপত্তিকে উপেক্ষা করে বক্তব্য অব্যাহত রাখেন। এক পর্যায়ে উপস্থিত সূধীমন্ডলীরা সমবেত কণ্ঠে তাকে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে বলেন। শেষ পর্যন্ত নেমে গেলে হল রুমের সামনের সারিতে বসা এক মিডিয়া কর্মী তাকে বলে্ন, রাত ১২ তা ১ মিনিটে শহীদদের বেদীতে পুস্পাস্তবক দেয়ার নিয়ম রয়েছে এবং সর্বদাই এই নিয়ম পালিত হয়ে আসছে। রাত ৯ টায় দেয়ার কোন প্রমাণ নেই। তাতে তিনি মিডিয়া কর্মির প্রতিও রুক্ষ আচরণ করেন। এক পর্যায়ে তার দিতে তেড়ে আসলে আসোসিয়েশনের এক সদস্য তাকে নিবৃত্ত করেন। এর পরপরই মোস্তফা কামাল মাহমুদ পিছনের দিকে গিয়েও আয়োজকদের প্রতি তার তীক্ষ মেজাজ দেখাতে থাকেন। তখনই শোনা যায় গালাগালি হাতাহাতির শব্দ। এ সময়ে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার সভাপতি মাহবুবুর রহমান ভুঁইয়া মঞ্চ ছেড়ে অকুস্থলে গিয়ে সবাইকে নিবৃত্ত করেন। অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখার জন্য উপস্থিত সূধীম্ন্ডলীর কে বা কারা মোস্তফা কামাল মাহমুদকে হল রুম থেকে করিডোরে বের করে দেন।

ঠিক সে মূহূর্তে মাহবুবুর রহমান ভুঁইয়া অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য পুলিশ করেন বলে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে জানান। তিনি আরো বলেন এমন একটা প্রীতিকর ঘটনার জন্য তিনি সত্যিই দূঃখিত। পুলিশ আসার আগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে চলে আসে। এর পরই পুলিশ সভাস্থল ত্যাগ করে।

পরে শোনা যায়, মোস্তাফা কামাল মাহমুদের উপর করিডোরে নাকি আক্রমণ হয়েছে? এ ব্যাপারে জানার জন্য প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পক্ষ থেকে মোস্তফা কামাল মাহমুদের মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করা হলে তিনি তা রিসিভ করেন নি। ম্যাসেস রাখলেও এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ম্যাসেসের কোন জবাবও পাওয়া যায়নি।

বিএনপির ভাবনায় দল পুনর্গঠন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেওয়া হয়। ত্যাগী নেতা-কর্মীদের মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রমজানে ইফতার অনুষ্ঠানের বাইরে প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী জনসম্পৃক্ত ইস্যুতে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থাকার কথাও বলা হয়। নেতারা বলেছেন, ইফতার মাহফিল হতাশ নেতা-কর্মীদের চাঙা করতে ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়া গ্রেপ্তার নেতাদের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করা নেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে তাঁদেরও মূল্যায়ন করা হবে।

ওই বৈঠকে অংশ নেন প্রায় সাড়ে তিন মাস পর কারামুক্ত বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস ও আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

জানতে চাইলে সেলিমা রহমান বলেন, কোনো কর্মসূচি ঠিক করা হয়নি। প্রয়োজন হলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বিএনপির আন্দোলন প্রসঙ্গে বুধবার সকালে আজিমপুর কবরস্থানে ভাষাশহীদদের শ্রদ্ধা জানানোর পর দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী সাংবাদিকদের বলেন, 'এক দফার আন্দোলন চলছে। আমাদের যে অভীষ্ট, সেটি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে।' আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের নেতা-কর্মীরা হতাশ নন, তাঁরা উজ্জীবিত।'

বিএনপির দাবি, গত বছরের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুলসহ সারা দেশে অন্তত ২৪ থেকে ২৫ হাজার নেতা-কর্মী ও সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়। ইতিমধ্যে বিএনপির মহাসচিব, স্থায়ী কমিটির দুই সদস্যসহ সামনের সারির অনেক নেতা-কর্মী মুক্তি পেয়েছেন। গতকাল মুক্তি পান বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। বিএনপির নেতারা বলছেন, নেতা-কর্মীরা মুক্ত হতে থাকায় দলে কিছুটা চাঙাভাব ফিরলেও স্বস্তি আসেনি। এখনো স্বাধীনভাবে কর্মকাণ্ড চালাতে দেওয়া হচ্ছে না। এই অবস্থায় শিগগির কঠোর অবস্থানে যাওয়ার সুযোগ নেই।

সম্প্রতি কারামুক্ত বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স গতকাল বলেন, 'আমরা এক দফার আন্দোলনেই আছি। এখন একটু দম নিচ্ছি। দল গোছানোর কাজ করছি। পাশাপাশি আন্দোলনও চলবে।'

সূত্র বলেছে, দলের দুঃসময়ে এবং বিগত দিনের আন্দোলনে ত্যাগ স্বীকার করা নেতা-কর্মীদের মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে সোমবার রাতের বৈঠকে। আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে এবারও ইফতার মাহফিল করার সিদ্ধান্ত হয়। এতিম, আলেম-ওলামা, কূটনীতিক, রাজনীতিক এবং পেশাজীবীদের সম্মানে কেন্দ্রীয়ভাবে ইফতারের আয়োজন করা হবে। সাংগঠনিক বিভাগ ও জেলাতেও ইফতারের আয়োজন থাকবে। বিএনপির অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনগুলোও ইফতারের আয়োজন করবে। ইফতার অনুষ্ঠানের সঙ্গে কারামুক্ত নেতা-কর্মীদের জন্য সংবর্ধনারও চিন্তা করছে বিএনপি। ১০টি সাংগঠনিক বিভাগে এর আয়োজন করা হবে। এসব অনুষ্ঠানে সিনিয়র নেতারা অংশ নেবেন। এর মধ্য দিয়ে নেতা-কর্মীদের মনোবল চাঙা হবে বলে মনে করছেন বিএনপির নীতিনির্ধারকেরা।

বাংলা শিল্প ও সাহিত্যকে ছড়িয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিজস্ব মাতৃভাষায় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানায়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে 'মুজিব শতবর্ষ যাদুঘর এবং আর্কাইভ'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় রচিত জাতির পিতার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', মাতৃভাষা পিডিয়া এবং মার্টি লিঙ্গুয়াল পকেট ডিকশনারির মোড়ক উন্মোচন করেন তিনি। অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আয়োজিত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কারও বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে ইউনেসকোর প্রতিনিধি ও অফিস প্রধান সুজান ভাইজ প্রধানমন্ত্রীর কাছে ইউনেসকো ক্যাটাগরি-২ চুক্তি নবায়ন নথিও উপস্থাপন করেন।

সরকারপ্রধান বলেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং বাংলা একাডেমি—এই দুটোকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাজ করতে হবে। আমরা যখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করি, তখন এটাই আমাদের মাথায় ছিল। এই দুটি প্রতিষ্ঠান যদি একসঙ্গে কাজ করে, তাহলে আমরা আরও অধিক পরিমাণে শিল্প, সাহিত্য, কলাসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারব।'

প্রধানমন্ত্রী প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাষাকে এগিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে ডিজিটাল ডিভাইসের সাহায্যে অনুবাদ করলেও তা যথাযথ সংশোধনের মাধ্যমে যথোপযোগী করে ব্যবহারের আহ্বানও জানান। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে আসেন; যে পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি নিজেও জাতিসংঘে (সাধারণ অধিবেশন) তাঁর প্রতিটি বক্তৃতা বাংলায় করেছেন, যেটা অনুবাদ করেই অন্যান্য ভাষায় দেওয়া হয়। তিনি বলেন, 'শুধু ভাষণের মধ্যেই নয়, বাঙালিকেও মানুষ জানুক, বিশ্ব আরও জানুক। আমরা যে বিজয়ী জাতি, আমাদের একটি ভাষা আছে, সংস্কৃতি আছে, সেটাও সারা বিশ্ব জানুক, সেটাই আমরা চাই।'

প্রধানমন্ত্রী বাংলা বলার আগে ইংরেজি বলার যে একটা ঝোঁক ছিল, তার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ইংরেজি বাচনভঙ্গিতে বাংলা বললে ভাষার মাধুর্য হারিয়ে যায়। তবে তিনি বলেন, 'মাতৃভাষার পাশাপাশি আর একটি-দুটি ভাষা যেন ছোটবেলা থেকে শিখতে পারে, সে জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলে প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেমন দ্বিধা-দ্বন্দ্বটা থাকবে না, তেমনি তারা আত্মবিশ্বাসী হয় উঠবে এবং সে শিক্ষা হবে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষা। সেভাবেই আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনাগুলো নেওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি।'

আমেরিকায় এবার একজন মহিলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমেরিকান-বাংলাদেশী ভোটাররা বাইডেন না ট্রাম্পের সমর্থক?

২০২০'র নির্বাচনে বাংলাদেশের হিন্দুরা অধিকাংশ ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছেন এবং বেশিরভাগ মুসলমান বাইডেনকে ভোট দিয়েছেন। এবার পরিস্থিতি একটু ভিন্ন, মুসলমানরা বিপাকে, কাকে ভোট দেবেন? ট্রাম্পকে 'এন্টি-মুসলমান' আখ্যায়িত করে ২০২০-তে মুসলমানরা বাইডেনের পক্ষে ছিলেন। এবার গাজায় যুদ্ধের কারণে মুসলমানরা বাইডেনের বিরুদ্ধে। তারা মনে করছেন, বাইডেন ইসরাইলের পক্ষে এবং যুদ্ধ থামাচ্ছেন না? চূড়ান্ত কথা বলার সময় অবশ্য এখনো আসেনি। তবে হিন্দুরা আগের মতোই ট্রাম্পের পক্ষে।

একজন কামাল হাসান মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে ভীষণ চিন্তাগ্রস্থ। গতবার তিনি বাইডেনকে ভোট দিয়েছেন। এবার তিনি ইতস্ততঃ, করছেন। ট্রাম্পকে ভোট দেয়া যায়না? আবার বাইডেনকে ভোট দিলে একজন ভারতীয় 'কমলা হ্যারিস' নিশ্চিত প্রেসিডেন্ট হবেন, তাই তাকেও ভোট দেয়া যায়না। ভারতীয় বংশোদ্ভূত কেউ মার্কিন প্রেসিডেন্ট হোক তা তিনি মেনে নিতে পারছেন না? একই কারণে নিকি হেলি তার বেজায় অ-পছন্দ। মাঝে-মধ্যে মিডিয়ায় জল্পনা হয় যে, ট্রাম্প তার রানিং-মেট হিসাবে বিবেক রামস্বামীকে নিচ্ছেন? এতে কামাল হাসানের মত বাংলাদেশী ভোটারদের অবস্থা কাহিল?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাংলাদেশী ভোটের তেমন গুরুত্ব নেই, তবু হিন্দু ও মুসলমানরা দুই শিবিরে বিভক্ত। ভারতীয়দের জন্যে সম্ভবত: এটি প্রযোজ্য নয়? এদেশে জন্ম নেয়া বাংলাদেশী তরুণ প্রজন্মের জন্যেও হয়তো এটি সত্য নয়? ইমিগ্র্যান্ট হয়ে আসা বাংলাদেশী ভোটার সবকিছু বাংলাদেশী এঙ্গেলে চিন্তা করে! হিন্দুরা ট্রাম্পকে সমর্থন করে যেহেতু মুসলমানরা বাইডেনকে সমর্থন করে? আমার ধারণা, হিন্দুদের চিন্তা হচ্ছে দেশে তাঁরা মুসলমান দ্বারা নির্যাতিত, যেহেতু ট্রাম্প কিছুটা মুসলমানের বিপক্ষে, তাই তাঁরা ট্রাম্পের সমর্থক।

মুসলমানরা সবকিছু ধর্মীয় এঙ্গেল থেকে ভাবে? বাইডেন বা ট্রাম্প যিনিই কিছুটা মুসলমানের পক্ষে তারা তাকেই ভোট দেবেন। আল-গোর তার রানিং-মেট নিয়েছিলেন একজন ইহুদি সিনেটর জোসেফ লিবারম্যানকে, মুসলমানরা তাকে ভোট দেয়নি। বুশ জিতেছিলেন। ওবামাকে মুসলমানরা ভোট দিয়েছিলেন, তার নামের মধ্যখানে 'হুসেইন' আছে বলে? হেকিম জেফরি এ মুহূর্তে কংগ্রেসে ডেমক্রেট দলের প্রধান। কংগ্রেসে একজন মুসলমান এতবড় পদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলাদেশী মুসলমানরা খুশি হয়! নিউইয়র্কে তার এক সভায় এজন্যে ঘোষণা দিতে হয় যে, তিনি খৃষ্টান, মুসলমান নন।

সুতরাং, নিকি হেলি বা কমলা হ্যারিস- বাংলাদেশী মুসলমানের ভোট আপনারা পাচ্ছেন না! এখানে বাংলাদেশী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটু মিল আছে, যদিও কারণ ভিন্ন, সেটি হচ্ছে, নিকি হেলি বা কমলা হ্যারিস হিন্দুদের ভোটও পাচ্ছেন না? কমলা হ্যারিস ভারতীয় হিন্দু হলেও রাজনীতিগত কারণে ইন্ডিয়ার পক্ষে নন? নিকি হেলি শিখ হলেও কতটা ইন্ডিয়ান বলা শক্ত। আসলে আমরা ওদের ভারতীয়, হিন্দু, শিখ ইত্যাদি ভাবলেও ওরা আগাগোড়া আমেরিকান। যেমন বৃটীশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। লন্ডন মেয়র সাদিক খান কতটা পাকিস্তানী বা কতটা মুসলমান? ওরা বৃটিশ।

তারা আমাকে জেলে পাঠাতে পারে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

'নিরবিচ্ছিন্ন হয়রানির বিষয়ে গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করেন।

কিন্তু শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে জানুয়ারিতে ড. ইউনূসকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। এখন যদিও তিনি জামিনে আছেন। তবে গত বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে ড. ইউনূস অভিযোগ করেন, তাদের আটটি প্রতিষ্ঠানকে জবরদখল করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতেই তিনি ডি সাইটকে ওই সাক্ষাৎকারটি দেন।

সাক্ষাৎকারে ইউনূস বলেন, পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক, খুবই দুঃখজনক। আমাদের অফিসগুলো অজ্ঞাত ব্যক্তিরা দখলে নিয়ে নিয়েছে। এক সপ্তাহ আগে আমাদের সামাজিক ব্যবসা সংস্থাগুলির সদর দফতর যে ভবনে সেখানে প্রায় ৩৫ জনের একটি দল প্রবেশ করে।

তারা নিরাপত্তারক্ষীদের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে আমাদের আটটি কোম্পানি দখলের ঘোষণা দেয়। রাত ৯টা পর্যন্ত আমাদের কর্মীদের বের হতে দেয়নি তারা। রাতে ভবন থেকে বের হওয়ার সময় তারা অফিসগুলোতে নিজেদের তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরের দিন সকালে তারা আবার ফিরে আসে এবং কোম্পানির কর্মীদের প্রবেশ করার জন্য তালা খুলে দেয়। প্রতিদিনের সাথে সাথে তারা আরো আগ্রাসী হয়ে উঠছে।

প্রফেসর ইউনূসের কাছে জানতে চাওয়া হয় এই মানুষেরা কারা? এর উত্তরে তিনি বলেন, আমি যে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম সেই ব্যাংকের পাঠানো লোক

> ডি সাইট প্রফেসর ইউনূসকে প্রশ্ন করে যে, যারা তাকে চাপ দিয়ে আসছে এতদিন তাদের সমালোচনা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন ইউনূস। তবে এখন কেনো প্রকাশ্যে এ নিয়ে কথা বলছেন তিনি? জবাবে ইউনূস বলেন, আমাদের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে।

হিসাবে তারা নিজেদের পরিচয় দেয়। আমাকে ২০১১ সালে ওই ব্যাংক থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। যারা ভবন দখল নিয়েছে তারা সরকারের লোক কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ইউনূস বলেন, আমি এমনটা বলতে পারি না। আমি যা জানি তা হলো, আমরা পুলিশে ফোন করেছিলাম কিন্তু আমরা কোনো সাহায্য পাইনি।

ডি সাইট প্রফেসর ইউনূসকে প্রশ্ন করে যে, যারা তাকে চাপ দিয়ে আসছে এতদিন তাদের সমালোচনা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন ইউনূস। তবে এখন কেনো প্রকাশ্যে এ নিয়ে কথা বলছেন তিনি? জবাবে ইউনূস বলেন, আমাদের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে। বাংলাদেশে সবাই জানে, এসব কীভাবে ঘটে। কারও নাম নিতে নেই; এটা অনেক খারাপ পরিণতি নিয়ে আসে।

গত ৭ই জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে প্রফেসর ইউনূস বলেন, এ নির্বাচনে কোনো বিরোধী দল ছিল না। প্রধান বিরোধী দলের নেতারা কারাগারে ছিলেন। ডি সাইট ইউনূসের কাছে জানতে চায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে তাকে 'গরীবের রক্তচোষা' বলে অভিহিত করেছিলেন, তা নিয়ে তার ভাবনা কি? ইউনূস বলেন, তিনি (শেখ হাসিনা) দাবি করেন যে আমি গরিব মানুষের রক্ত চুষতে ব্যাংক তৈরি করেছি, তাদেরকে অতিরিক্ত সুদে ঋণ দিয়েছি। কিন্তু সত্য হচ্ছে এর বিপরীতটি। এই ঋণের কারণেই দরিদ্র মানুষরা তাদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে এবং দারিদ্র্য থেকে বাঁচতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি এই ব্যাংকটির মালিকও গ্রামের ওই দরিদ্ররা। শেখ হাসিনা আরও দাবি করেন যে, দেশের দীর্ঘতম সেতু নির্মাণে বিশ্বব্যাংকের তহবিল আটকে দিতে আমি মার্কিন সরকারের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করেছি, যেটা আমি কখনো করিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'ইউনূসকে পদ্মা নদীতে চুবানি' দেয়া সংক্রান্ত মন্তব্য প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ড. ইউনূস বলেন, পদ্মা সেতুর উদ্বোধন একটি বিশাল অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি, রাষ্ট্রদূত এবং বিদেশি অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বেশিরভাগ কথাই ছিল আমাকে নিয়ে। আমি কীভাবে সেতুর বিরোধিতা করেছি এবং কীভাবে তিনি আমার বিরুদ্ধে জিতেছেন সে সম্পর্কে। তিনি নিশ্চিত করতে চান যে, মানুষ আমাকে ঘৃণা করুক। শেখ হাসিনা কেন এমন চান তা জানতে চাইলে ইউনূস বলেন, আমার কোনো ধারণা নেই। কেউ বলে এটা ব্যক্তিগত, কেউ বলে এটা রাজনৈতিক।

এ বছর মাত্র তিন শতাংশ লোকজন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইস্যু করতে পারবে মার্কিন অভিবাসন বিভাগ। বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, নিয়মিত অভিবাসী হিসেবে আবেদনকারীর ৯৭ শতাংশই এবছরে তাদের গ্রিন কার্ড হাতে পাবে না।

১৯২০ সালের পর থেকে মার্কিন ইমিগ্রেশন বিভাগ কৌটা নির্ধারণ করে অভিবাসনের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে আসছে। সময়ে সময়ে আমেরিকায় অভিবাসীদের চাহিদা বেড়েছে। সীমান্ত পরিস্থিতি পরিকল্পিত উপায়ে যায়নি। মহামারি সময় পেরিয়ে বিশ্ব পরিস্থিতিতে নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি হয়েছে। চেষ্টা করেও আমেরিকার স্থল সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। অভিবাসী প্রবাহ সামাল দেয়ার জন্য চলমান অভিবাসন আইন একটি বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন ইমিগ্রেশন নিয়ে কাজ করা লোকজন দীর্ঘদিন থেকে নানা পরামর্শ দিয়ে আসছেন। আবেদন করা গ্রিন কার্ডগুলোকে সরাসরি ইস্যু করে জট কমিয়ে আনার প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে। এসব নিয়ে কংগ্রেস উদ্যোগই হয়ে আইন প্রণয়ন না করা হলে কিছুই হবে না। অভিবাসন নিয়ে রাজনীতি করে একে অপরকে ঘায়েল করার অশুভ চক্র চলমান রয়েছে। যদিও এখন কংগ্রেসকে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেয়ার দাবী উঠেছে সব মহল থেকে।

আমেরিকার সবচেয়ে পরিচিত অভিবাসন পদ্ধতি হচ্ছে পারিবারিক অভিবাসন। পারিবারিক অভিবাসনে গ্রিন কার্ডের জন্য ৮৩ লাখ আবেদন পড়ে আছে। চলতি বছরে এর মাত্র ৮ শতাংশের হাতে গ্রিন কার্ড পৌঁছবে। বাকিগুলো পেন্ডিং আবেদনের স্তূপে জমা পড়ে বিলম্ব হতেই থাকবে। কোনো-কোনো আবেদনকারীর জীবন চলে যাবে গ্রিন কার্ড পাওয়ার আসায়। লাখ লাখ আবেদনকারী নিকটাত্মীয়ের জন্য আবেদন করে মারা যাবেন। আবেদনকারীর মৃত্যুর সাথে সাথে নিকটাত্মীয়ের জন্য অভিবাসন আবেদনেরও মৃত্যু ঘটবে।

পারিবারিক অভিবাসন প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে বছরে সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করা। এর মধ্যে গ্রিন কার্ডধারীদের স্পাউস এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ছাড়াও মার্কিন নাগরিকের প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও ভাইবোনের ক্যাটাগরি রয়েছে। দেশ অনুযায়ী এসব ভিসার সর্বমোট বার্ষিক ২ লাখ ২৬ হাজার ভিসা প্রদান করা হয়। পারিবারিক অভিবাসনের অন্য ভাগটি হচ্ছে কোন কৌটা ছাড়া। এ ভাগে রয়েছে মার্কিন নাগরিকের স্পাউস, মামা বাবা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানরা। মার্কিন অভিবাসন বিভাগ অভিবাসনের কৌটাহীন খাতের গ্রিন কার্ডও ইস্যু করতে সক্ষম হয় না। ৮৩ লাখ পারিবারিক অভিবাসন আবেদন পেন্ডিং থাকার ফলে কোণ কোন ক্যাটাগরিতে অপেক্ষার জন্য এখন আমৃত্যু অপেক্ষা করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

আমেরিকার অভিবাসন ব্যবস্থাকে খুবই উদার বলা হলেও বাস্তবে পরিস্থিতি ভিন্ন। পাশের দেশ কানাডার সাথে মিলিয়ে দেহলে দেখা যাবে অভিবাসী জনগোষ্টির গড় অনুপাতের মধ্যে অনেক ফাঁক রয়েছে। এখনো আমেরিকা পশ্চিমা বহু উন্নত দেশের সংখ্যা অনুপাতে অল্প লোকেরই অভিবাসন নিশ্চিত করতে পেরেছে। যদিও আমেরিকার আদি জনগোষ্টির মধ্যে সংখ্যা হ্রাস চলছে। আমেরিকার শরম বাজারে অভিবাসীদের চাহিদা এখন তীব্র। অর্থনীতি চালু রাখার জন্যই বাজারে শ্রমিকের যোগান আসছে অভিবাসীদের কাছ থেকেই।

একটি নিয়ন্ত্রণহীন অভিবাসন ব্যবস্থা শত বছর থেকে আমেরিকার সমাজে নানা অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। সারে তিন কোটি গ্রিন কার্ডের আবেদন সুরাহা করার উপায় এখন খুঁজতে হচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে এ কাজ সহজ বলে কোনো পক্ষই মনে করেন না। বিরাজমান মার্কিন অভিবাসন আইনও এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ দেখায় না। আমেরিকার সমাজ ও অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে, এমন অভিবাসীদের গ্রিন কার্ডের আবেদন ঝুলিয়ে না রেখে আগ্রাসী পদক্ষেপের মাধ্যমে মার্কিন অভিবাসন ব্যবস্থাকে গতিশীল করার জন্যই এখন আইন প্রণেতাদের উপর চাপ বাড়ছে।

মার্কিনের সাথে সম্পর্ক আবার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এদিকে , এক্সনমবিলের একটি দল গত মঙ্গলবার সচিবালয়ে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সাথে দেকা করে। সেই বৈঠকে সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে এক্সনকে তার প্রস্তাব অনুযায়ী কোন ব্লক দেয়া হবে না। তাদের আর্ন্তজাতিক দরপত্র অংশ নিয়ে প্রতিযোগিতা করে ব্লক নিতে হবে। অর্থাৎ সদুদ্রে ব্লক পাবে কিনা তা কেউ জানে না।

সমুদ্রে ব্লক বরাদ্দ দিতে মার্চের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে দরপত্র ঘোষণা করা হতে পারে। আর্ন্তজাতিক সব বিদেশি কোম্পানিকে এ দরপত্রে আগ্রহী করে তুলতে সরকার বিভিন্ন দেশে রোড শো করবে।

সরকারি এক শীর্ষ কর্মকর্তা জানান "সরকারের কাছে যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রোচ্যসহ তিনটি দেশে এ রোড শো করতে সুপারিশ করা হছিল। তাকে বলা হয়েছে তেল-গ্যাস আবিস্কারে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী মার্কিন কোম্পানিগুলো। এ জন্য সেখানে রোড শো করা দরকার। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এ রোড শো করতে নিষেধ করেছেন"।

তবে এক্সন মবিল এ প্রস্তাব নাকচ করলেও মার্কিন আরেক প্রবাবশালী তেল কোম্পানি শেভরন এ দরপত্রে অংশ নিবে।

জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের জানিয়েছেন, আগামী মার্চে সমুদ্রে ২৬টি ব্লকের জন্য আর্ন্তজাতিক টেন্ডার হবে। তাই এ মুহূর্তে এক্সনমবিলের প্রস্তাব গ্রহণ করা হচ্ছে না। তবে তারা (এক্সন মবিল) সেই টেন্ডারে অংশগ্রহণ করবে কিনা তা নিশ্চিত করেনি।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এক্সন পরে এ ব্যাপারে (দরপত্রে অংশ গ্রহণ বিষয়ে) তাদের মতামত জানাবে। আমলা আশা করছি তারা এ দরপত্রে অংশ নিবে। এক্সন মবিলের ম্যানেজার জোনাতন উইলসন কোন মন্তব্য করতে রাজী হননি। তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা পরে জানাবো।

বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে গতবছরের মার্চে প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করে এক্সন মবিল। সে সময় তারা গভীর সমুদ্রের ১৫টি ব্লক ইজারা চেয়েছিল। গত ১৬ জুলাই আরেকটি চিঠি দেয় মার্কিন কোম্পানিটি।সেই চিঠিতে ২৫ থেকে ৩০ বিলিয়ন ডলার গভীর সমুদ্রে বিনিয়োগের প্রস্তাবও দেয়া হয়েছে।বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা হয়েছে।

ইতোমধ্যে আরেক মার্কিন কোম্পানি শেভরন বাংলাদেশের গভীর সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে বড় অংকের টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে।এ জন্য শেভরন স্লাম বার্জার থেকে ডেটা ও কিনেছে। জার্মানির কোম্পানি স্লাম বার্জার বাংলাদেশের পক্ষে সমুদ্রে দ্বিমাত্রিক জরিপ করে বিদেশি কোম্পানির কাছে বিক্রি করছে।

সরকার আগামী মাসে অর্থাৎ মার্চে বঙ্গোপসাগরে ২৬টি ব্লক বরাদ্দ দিতে আর্ন্তজাতিক দরপত্র আহবান করবে পেট্রোবাংলা। এ জন্য মডেল উৎপাদন বন্টন চুক্তি(পিএসসি)সহ অন্যান্য কার্যক্রম অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।এ ২৬টি ব্লকের মধ্যে ১১টি অগভীর এবং বাকী ১৫টি গভীর সমুদ্রে ব্লক বরাদ্দ দেয়া হবে।

তবে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, সরকারের নীতি অনুযায়ী কাউকে এককভাবে টেন্ডার বিহীন কোন ব্লক দেয়া হবে না। টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করে সমুদ্রে ব্লক নিতে হবে।

এমনকি এক কোম্পানিকে দুই চারটির বেশি ব্লক দিতে চাইছে না সরকার।

এদিকে, সমুদ্রে ২৬টি ব্লক বরাদ্দ দিতে আর্ন্তজাতিক দরপত্র আহবানের সব কাজ শেষ করেছে পেট্রোবাংলা। সংস্থাটির চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকারের বলেছেন, আগামী মাসের মধ্যে দরপত্রটি ছাড়া হবে। সময় দেয়া হবে ছয় মাস।

গত এক দশকে মার্কিন কোম্পানি কনোকোফিলিপস এবং কোরিয়ান কোম্পানি দাইয়ু বঙ্গোপসাগরে অনুসন্ধান কাজ সমাপ্ত না করেই চলে গেছে। তাদের অভিযোগ গভীর সমুদ্রে প্রাপ্ত গ্যাসের যে দাম ধরা হয়েছে তা থেকে বিনিয়োগের টাকা উঠে আসবে না। এর মধ্যে একাধিকবার আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের উদ্যোগ নেওয়া হলেও আইওসির কাছ থেকে তেমন সাড়া মেলেনি।

এবারের মডেল পিএসসি অনেকটা ভিন্ন। ২০১৯ সালের মডেল পিএসসি অনুযায়ী, অগভীর ও গভীর সমুদ্রের প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাসের দাম যথাক্রমে ৫ দশমিক ৬ ও ৭ দশমিক ২৫ ডলার। সংশোধিত পিএসসিতে প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাসের দাম ধরা হয়েছে ব্রেন্ড ক্রুডের ১০ শতাংশ দরের সমান। অর্থাৎ বিশ্ববাজারে ক্রুডের দাম ১০০ ডলার হলে গ্যাসের দাম হবে ১০ ডলার। বর্তমান পিএসসি অনুসারে অগভীর সমুদ্রে পাওয়া গ্যাসে বাংলাদেশের হিস্যা ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ এবং গভীর সমুদ্রে ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ রয়েছে। সংশোধিত পিএসসির খসড়ায় বাংলাদেশের হিস্যার অংশ অগভীর সমুদ্রে ৪০ থেকে ৬৫ শতাংশ এবং গভীর সমুদ্রে ৩৫ থেকে ৬০ শতাংশের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পাশাপাশি রাখা হয়েছে গ্যাস রপ্তানির সুযোগ।

আলবানি থেকে এরিক অ্যাডামস্ কী দাবি করছেন

কমিউনিটি অপ-এড

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটি এমন একটি শহর যেখানে বসবাসকারীরা নিজেদের জীবনযাপন উন্নীতকরণে, নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন এবং সুন্দর নিরাপদ একটি পরিবার গঠনেও পার্থক্য তৈরি করতে পারেন। জননিরাপত্তা রক্ষা, অর্থনীতির পুনঃনির্মাণ এবং নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য শহরকে আরও বাসযোগ্য করে তোলার মাধ্যমে আমেরিকান স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে অ্যাডামস্ প্রশাসন। সেই দৃষ্টিকে আরও এগিয়ে নিতে সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ গত সপ্তাহে আলাবামাতে গিয়েছিলেন। সেখানে, শহরকে অবৈধ গাঁজা ব্যবসা বন্ধ করার ক্ষমতা প্রদান করা সহ, সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং শহরের পাবলিক স্কুলের মেয়োরাল দায়িত্ব চার বছরের জন্য বাড়িয়ে দিয়ে শ্রমিক-শ্রেণির পরিবারগুলিকে উন্নত করার একটি পরিকল্পনার রূপরেখা দিয়েছেন, মেয়র এরিক অ্যাডামস্। শহরটির মুখোমুখি আর্থিক অসুবিধাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। বিশেষ করে, রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য রাষ্ট্রের অর্থায়ন এবং নিউ ইয়র্ক সিটির ঋণের সীমা বাড়ানোর বিষয়গুলোও তোলে ধরেন।

মেয়োরাল দায়বদ্ধতার কারণে, নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলগুলি স্টেট এবং দেশ জুড়ে মান নির্ধারণ করছে। সোমবার ১৯ ফেব্রুয়ারি, কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, "আমরা 'নিউইয়র্ক সিটি রিডস্' প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছি। এটি দেশ-নেতৃত্বপূর্ণ স্বীকৃত একটি পাঠ্যক্রম যা আমাদের শিশুদের পড়ার ভিত্তি শেখায়। এটি পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন নয়, পড়ার ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব। অধিকন্তু, গভর্নর হোকুল ঘোষণা করেছেন যে তিনি আমাদের কৌশল গ্রহণ করছেন এবং স্টেটের সমস্ত স্কুল জেলায় এটি বাস্তবায়ন করছেন, যাতে কোনো শিশু পিছিয়ে না থাকে- যেমনটা আমি ছোটবেলা অজ্ঞাত ডিসলেক্সিক শিশু হিসাবে মোকাবেলা করেছিলাম। এছাড়া আমরা দেশের প্রথম শহর হয়েছি যেখানে প্রত্যেক শিশুকে ডিসলেক্সিয়ার জন্য স্ক্রিন করা হয়েছে।'

তিনি বলেন, "মেয়োরাল দায়বদ্ধতার কারণে আমরা অনেক সাফল্য অর্জন করেছি। এ দায়বদ্ধতায় রয়েছে প্রতিটি স্কুলে পূর্ণ-সময়ের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদার যুক্ত করা, প্রতিটি সম্প্রদায়ে

শহরে অনেক অবৈধ গাঁজার দোকান রয়েছে যারা ছোট বাচ্চাদের কাছে গাঁজা সরবরাহ করছে। নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দাদের এইসব অবৈধ দোকান সম্পর্কে উদ্বিগ্ন না হয়ে রাস্তায় নিরাপত্তা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে বলে মনে করেন অ্যাডামস্।

গিফ্টেড এন্ড টেলেন্টেড প্রোগ্রাম রাখা এবং জাতিগত বৈষম্য কমিয়ে গণিত এবং পড়ায় স্টেটকে সমৃদ্ধ করা। মেয়োরাল দায়বদ্ধতার আগে উচ্চ বিদ্যালয়ের স্নাতকের হার ৫০ শতাংশ ছিল; আজ, তারা ৮০ শতাংশের উপরে। যদি আলবানি মেয়রের দায়বদ্ধতা বাড়াতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আমরা পরীক্ষার স্কোর এবং স্নাতকের হার নিয়ে পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।"

শহরে অনেক অবৈধ গাঁজার দোকান রয়েছে যারা ছোট বাচ্চাদের কাছে গাঁজা সরবরাহ করছে। নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দাদের এইসব অবৈধ দোকান সম্পর্কে উদ্বিগ্ন না হয়ে রাস্তায় নিরাপত্তা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে, বলে মনে করেন অ্যাডামস্। তিনি বলেন, "যদিও আইনি গাঁজা এখনও আমাদের স্টেট এবং সম্প্রদায়ের জন্য বিকল্প কিছু, কিন্তু নিউ ইয়র্কবাসীরা এই অবৈধ ব্যবসা এবং তাদের অনৈতিক ব্যবসা কৌশলে ক্লান্ত।

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের আকর্ষনীয় এলাকায় এপার্টম্যান্ট বিক্রি হবে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি জনসমাজের কোলাহলের কেন্দ্রবিন্দু জ্যাকসন হাইটসে (35-35 75th St Unit 105, Jackson Heights, NY 11372) এপার্টম্যান্ট বিক্রি হবে। আগ্রহী ক্রেতা, মালিকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। ফোনঃ 917-257-3580

রুমভাড়া

উড হ্যাভেন এ ৮৫ স্টিট এবং ৮৫ রোড সংলগ্ন প্রাইভেট হাউজ ৩ তলায় ১রুম মহিলাকে ভারা দেওয়া হবে।J ট্রেন, bus-56,53, 52,11,21
347-264-9576

২ বেডরুমের সেমি বেজমেন্ট বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৮৮ স্ট্রিটে সম্পূর্ণ রেনুভেশন করা ২ বেডরুমের সেমি বেজমেন্ট বাসা মার্চ মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। ছোট ফ্যামিলি অগ্রগণ্য। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৬-৬৮৭৩

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

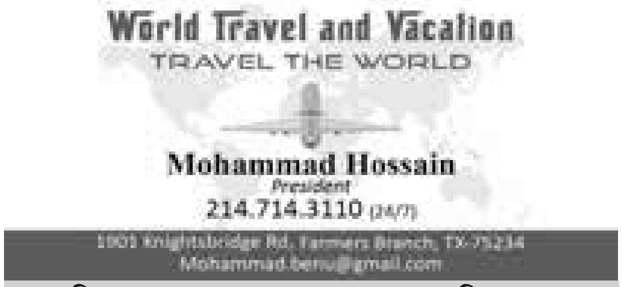

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বেইজমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে।৯২৯৩২৮৫০৪২

বাসা ভাড়া

সানিসাইডে ৪৬ স্ট্রিট ও ৫০ এভিনিউর ওয়াকিং বেইসমেন্টের ৩ বেডরুম বাসা অধুমপায়ি মুসলিম পরিবারের কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন বুলেভার্ড আট-লান্টিক এভিনিউ এর সাথে (৭৯৩০৮) এ এবং জে ট্রেন ৫ ব্লক এর দূরত্ব। ঘরের সামনে কিউ-১১, কিউ-২১,কিউ-৫৩ এবং কিউ-৫২ বাস আছে। ২ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন বাথরুম। যোগাযোগ: 347-248-0925

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইজে ১৬৯ সাবওয়ের খুব কাছে(মাঝারী)একরুম একজনকে সাবলেট দেয়া হবে। $৯০০ (মহিলা অগ্রাধিকার) টয়লেট,কিচেন শেয়ার।মোবাইল :৯৭০৮১৭৭৬৫৭

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৭ ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৯৭-২৭৯০।

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

বেইজমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৮৭ স্ট্রীট এবং ১০৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। বাস, মসজিদ, গ্রোসারি নিকটে। যোগাযোগ 917-651-7188, 917-651-9528

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি মোহাম্মদপুর চাঁন মিয়া হাউজিং এ ১২১৫ স্কয়ার ফিটের ফ্লাট ৩ বেড ৩ বাথ ২ বারন্দা আলাদা ড্রয়িং ডাইনিং লিভিং রুম ও পার্কিং সহ ৭ তলা বাড়ির ৬ তলায় লিফ্ট জেনারেটর সিসি ক্যামেরা, গ্যাস সংযোগ সহ যোগাযোগ What's App no +19174979508

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!

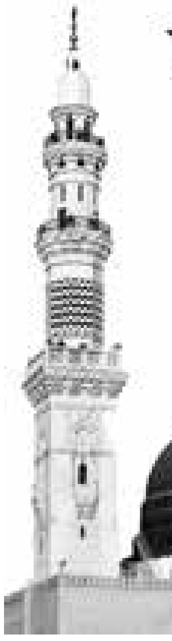

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন।

571-830-9213

Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ট্রাম্পের ৩৫ কোটি ডলার জরিমানা

ডেস্ক রিপোর্ট

নিজের সম্পদের মূল্য বাড়িয়ে দেখানোর অভিযোগে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ৩৫ কোটি ৪৯ লাখ ডলার জরিমানা করা হয়েছে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া দেওয়ানি মামলার শুনানি শেষে ১৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার নিউইয়র্কের এক বিচারপতি এ আদেশ দিয়েছেন। নিজের স্থাবর সম্পদের অতিরিক্ত মূ্ল্য দেখিয়ে জালিয়াতি করে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে তিনি ঋণ গ্রহণ করেছিলেন।

বিচারপতি আর্থার এনগোরন তিন বছরের জন্য ট্রাম্পকে নিউইয়র্ক করপোরেশনের কর্মকর্তা কিংবা পরিচালক পদেও নিষিদ্ধ করেছেন। নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলাটি দায়ের করেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, মোটা অঙ্কের ঋণ পেতে ট্রাম্প ব্যাংকারদের কাছে তাঁর নিজের ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদের মূল্য ফুলিয়ে–ফাঁপিয়ে দেখিয়েছেন। নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের একটি আদালতে তিন মাস ধরে বিচারকাজ চলার পর গতকাল বিচারপতি এনগোরন কোনো জুরি ছাড়াই রায় ঘোষণা করেন।

ট্রাম্প তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট নেতা জেমস রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে মামলাটি করেছেন।

এনগোরন এ মামলায় গত সেপ্টেম্বরে তাঁর দেওয়া রুলটি বাতিল করেছেন। ওই রুলে বলা হয়েছিল, যে কোম্পানিগুলো ট্রাম্পের আবাসন ব্যবসাসংক্রান্ত সাম্রাজ্যের স্তম্ভগুলো নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলো যেন ‘বিলুপ্ত’ করে দেওয়া হয়। তবে গতকাল এনগোরন বলেছেন, এর আর প্রয়োজন পড়বে না। কারণ, তিনি ট্রাম্পের ব্যবসার ওপর নজর রাখার জন্য একজন স্বাধীন পর্যবেক্ষককে নিয়োগ দিচ্ছেন। এনগোরন তাঁর রায়ে লিখেছেন, এ মামলায় ট্রাম্প ও অন্য বিবাদীরা নিজেদের ভুল স্বীকার করতে অক্ষম হয়েছেন। এর বদলে তাঁরা সত্য লুকাতে এমন অঙ্গভঙ্গি করেছেন যেন—

ট্রাম্পের জন্য মানবিক আর্থিক সাহায্যের উদ্যোগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

ডোনাল্ড ট্রাম্প

অসহায় মানুষজনকে মানবিক আর্থিক সাহায্যের জন্য 'গোফান্ডমি' অনলাইন ভিত্তিক একটি পরিচিত ব্যবস্থা। ব্যক্তি বা পরিবারের চরম বিপন্নতায় লোকজন অনলাইনে 'গোফান্ডমি' অ্যাকাউন্ট খুলে সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। এবারে আমেরিকার বিপন্ন মানুষ, ধনকুবের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য 'গোফান্ডমি' তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছেন এক নারী।

নিউইয়র্কে সিভিল মামলায় বিচারক আর্থার এনগরোন গত সপ্তাহে ট্রাম্পের নামে ৩৫৫ মিলিয়ন ডলারের জরিমানা পরিশোধের রায় দিয়েছেন। গোফান্ডমি তহবিলে সমপরিমাণ অর্থ সাহায্য হিসেবে উঠানোর লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতের মধ্যেই তহবিলে চার হাজার সাহায্যদাতা ১ লাখ ৮৫ হাজার ডলার এ তহবিলে জমা করেছেন বলে সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। নিউইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস সূত্রে বলা হয়েছে, সুদ সহ প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা পরিশোধ করতে হবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে।

ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারী গ্র্যান্ট কার্ডোনের স্ত্রী এলেনা কার্ডোন এ গোফান্ডমি তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছেন। 'গোফান্ডমি' পেজে দেয়া বিবৃতিতে এলেনা কার্ডোন এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষে অবিচল দাঁড়াচ্ছি, যখন দেখতে পারছি নিউইয়র্কে বিচার ব্যবস্থায় তাঁর প্রতি অন্যায্য আচরণ করা হয়েছে।বিবৃতিতে তিনি বলেন, নিউইয়র্কের বিচার ব্যবস্থার এ আক্রমণ শুধু ট্রাম্পের উপরই হচ্ছে এমন নয়। যা প্রতিটি আমেরিকানের অন্যায্য আচরণ এবং আইনের অযথা যত প্রক্রিয়ার শিকারের শামিল।

জেইন ক্যারল নামের এক নারীকে পীড়নের অভিযোগে নিউইয়র্কের আদালতে সাবেক প্রেসিডেন্টের নামে এ মামলা হয়েছিল। মামলায় মোটা অঙ্কের জরিমানা ট্রাম্পের মতো ধনকুবেরকেও কাবু করতে শুরু করেছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আইনজীবী বলেছেন, আদালতের রায় রাজনৈতিক প্রভাবে দুষ্ট। তারা মালাটি পুনর্বিবেচনার জন্য উচ্চ আদালতে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন।

জাতিসংঘের ত্রাণের ট্রাকেও হামলা করেছিল ইসরায়েল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুদ্ধপীড়িত গাজাবাসীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার সময় জাতিসংঘের একটি কনভয়ে হামলা চালিয়েছিল ইসরায়েলি সেনারা। গত ৫ ফেব্রুয়ারি সেন্ট্রাল গাজায় এ ঘটনা হয় বলে জাতিসংঘের বিভিন্ন নথিতে উঠে এসেছে বলে জানিয়েছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএন। কনভয়টি গাজার উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের মুখে থাকা ফিলিস্তিনিদের জন্য ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার সময় এটিকে আটকে দেওয়া হয়।

সিএনএনের বিশ্লেষণ বলছে, কনভয়টি এ পথ দিয়ে যাওয়ার বিষয়ে জাতিসংঘ এবং ইসরায়েলি সেনাবাহিনী একমত হয়েছিল। গাজায় জাতিসংঘের প্রধান ত্রাণ সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ–এর একটি প্রতিবেদন বলছে, সেই কনভয়ে থাকা ১০টি ট্রাকের মধ্যে একটিকে হামলার আগে আটকে রাখে ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী (আইডিএফ)। এ ঘটনায় কোনো প্রাণহানী হয়নি। তবে ট্রাকটিতে থাকা গমের আটার চালান ধ্বংস হয়ে যায়। গাজায় প্রায় ২০ লাখ মানুষকে মানবিক সহায়য়তা দিতে ত্রাণ সংস্থাগুলোকে যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে এ ঘটনা যেন তাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। ইসরায়েলের প্রায় ৫ মাসের টানা বোমা হামলায় এই মানুষগুলোর ৮৫ ভাগই বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

সেদিনের আকাশ ছিল বড়ই আপন!

এমরান হোসাইন

মাহপারা-মান্না জুটি। সত্তর দশকে ঘর থেকে পালিয়ে নিজের পছন্দের প্রেয়সী মান্নাকে বিয়ে করেছিলেন মাহপারা করিম। সে থেকে টানা পঞ্চাশ বছর প্রবাস জীবনে- দুজনে দুজনার। সবেমাত্র ঢাকার নটরডেম কলেজে ইন্টারে পড়ুয়া ছাত্র মাহপারা। পারিবারিক সম্মতি ছাড়া প্রেমের সফল পরিণতি প্রেমিকাকে নিয়ে সোজা আমেরিকায়।

৫০ বছর আগে বাঙালী তরুনীকে নিয়ে স্টুডেন্ট ভিসায় মাহপারা-মান্না যুক্তরাষ্ট্রের উচিটা শহরে পাড়ি জমান। সে থেকে আজ অবদি ভালবাসায় সিক্ত দুজনে-দুজনার। প্রতিবারই ভালবাসা দিবসে জীবনের সোনালী দিনগুলি নিয়ে পেছনে ফিরে তাকান আর ভাবেন-বিয়ের রাতে তারাভরা আকাশেকে খুব আপন করে নিয়েছিলেন দুজনই। তাই ৫০ বছরেও সে আকাশ সমান স্মৃতিকে ছবির ফ্রেমে আঁকড়ে ধরে আছেন। সম্প্রতি উচিটা শহরের মসজিদ কমপ্লেসে এ যুগল আয়োজন করেন ৫০বছরের পথচলা এক অনাম্বর অনুষ্টান। এতে শত-শত উচিটা শহরের দেশী-বিদেশী অতিথি অংশ নেন। অনুষ্টানের একফাঁকে মাহপারা জানান-ঢাকার পরিবাগ ওয়াপদা কলোনীতে তাঁর বেড়ে উঠা। বাবা ওয়াপদায় চাকুরী করতেন। ৫ ভাই, ৩ বোন। সেন্ট গ্রেগারীস হাই স্কুলে পড়া অবস্থায় একই কলোনীর মান্নার সাথে মাহপারার ভাব বিনিময় হয়। ১৯৬৯ সাল। তারুণ্যের ছুটিয়ে প্রেম কেউ দমিয়ে রাখতে পারেনি। তখন চিঠি- চালাচালির মিডিয়া হিসেবে মাহপারার এক বন্ধু বিসশ্বতার সাথে সম্পাদন করতো। কোকাকোলা খালি বোতলে চিঠি ভরে মান্নার ঘরের এককোণে রেখে আসতো মাহপারার বন্ধু। হঠাৎ শুরু হলো যুদ্ধের দামামা। ১৯৭১ সাল। যুদ্ধ না প্রেম। প্রেমকে বেছে নেন মাহপারা। ইতোমধ্যে মান্নার বাবা ট্রান্সাফার হয়ে কুমিল্লা ওয়াপদায় যোগ দেন। এভাবে চলে প্রেমের কাহিনী। ১৯৭৪সাল ১২ ফ্রেরুয়ারী। সকাল সাড়ে সাতটায় ঢাকা -কুমিল্লা ফ্লাইট। বিশ টাকা ভাড়ায় পনের মিনিটে কুমিল্লায় পৌঁছেন। ঘর থেকে পালিয়ে বেড়িয়ে যান মান্না। আগে থেকে ঠিক করে রাখা কাজি অফিসে গিয়ে বিয়ে পড়িয়ে সোজা বাসে করে ঐ রাতে ঢাকা ফিরে আসেন। বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে ১৩ ফ্রেরুয়ারী মাহপারা আমেরিকা চলে আসেন। ১৭ ফ্রেরুয়ারী মান্না আমেরিকা পৌঁছেন। ছাত্রজীবনে দুজনে যারপর নেই কষ্ট করেছেন। উচিটা স্টেট / নিউম্যান ইউনিভাসিটি ব্যাচেলর ডিগ্রী নেন। সে থেকে আজ কাজ এবং অধ্যবসায় একজন সুপ্রতিষ্টিত রিয়েলেটর হিসেবে নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন মাহপারা। তিনি দীর্ঘ প্রবাস জীবনে উচিটা বাংলাদেশ কমিউনিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৬ ডেমোক্রেট পাটির হয়ে জিমি কাটার নির্বাচনী কাম্পেইনে সরাসরি জড়িত ছিলেন। সেসময়ের উচিটা-৪ ডেন গ্লিক ম্যান ইউ এস কংগ্রেস ম্যান এর নির্বাচনীক্যাম্পেইন কো-অডিনেটর হিসেবে কাজ করেছিলেন।

৫০ বছরের প্রবাস জীবনে এক মুহুর্তের জন্য বাংলাকে ভূলতে পারেননি। দেশপ্রেমিক একজন বাংলাদেশী-বাঙালী মাহপারা। ৫২ বছর আগে পাড়ি দেয়া এ মানুষটি এখনো নিজের মাতৃভূমিকে আপন করে নেয়ার জলন্ত উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়-জার্মানর তৈরী পুরোনো মডেলের বলবো গাড়িটির সামনে শোভা পায়- ঢাকা মেট্রো-ক ১৯৬৯। লিখা রয়েছে ” কি আর বলবো “(আমি বলবো গাড়ি চালাই)। ক্যানসাস(ওয়ান টেগ স্টেট) রাজ্যের উচিটা শহর ঘুরে বেড়ান। তিনি বলেন- আমি আমার শেখর ভূলতে পারবোনা। যেখান থেকে আমার প্রেম-আমার শুরু। তাই বিয়ের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্টানে সেদিনের আকাশের বাঁধায় করা ছবি আনতে ভূলেননি। মাহপারা-মান্নার বিয়ের দিন আকাশ ছিল বড়ই আপন।

গিলমান চৌধুরীর মাতৃবিয়োগ

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউজার্সির প্যাটার্সন শহরের সাবেক কাউন্সিলম্যান, কমিউনিটি সংগঠক এবং সাবেক মার্কিন সেনা সদস্য গিলমান চৌধুরীর স্নেহময়ী মাতা সালেমা চৌধুরী(৬৩) ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজিউন। সিলেটের ভাদেশ্বর নিবাসী মরহুম মিনহাজ চৌধুরীর স্ত্রী ১৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার প্যাটার্সনের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মরহুমার নামাজে জানাজা ১৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় প্যাটার্সনের জালালাবাদ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোকজন যোগ দেন।

মৃত্যুকালে সালেমা চৌধুরী দুই পুত্র, তিন কন্যা সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী ও আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমার মৃতদেহ সমাহিত করার জন্য দেশে পাঠানো হচ্ছে। পারিবারিকভাবে জানানো হয়েছে শুক্রবারে আমিরাতের ফ্লাইটে মরদেহ দেশে যাবে। হবিগঞ্জের শায়স্তাগঞ্জে মরহুমা সালেমা চৌধুরীর পৈত্রিক পারিবারিক কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হবে বলে জানানো হয়েছে। সালেমা চৌধুরীর মৃত্যুতে নিউজার্সি ফ্রাংকলিন টাউনশিপের কাউন্সিল উওম্যান শেপা উদ্দিনসহ বিশিষ্ট জন শোক ও সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। গিলমান চৌধুরী এক বিবৃতিতে তাঁর মরহুম মা এবং বাবার জন্য সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

ইউক্রেনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত ৬০ রুশ সেনা নিহত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রাশিয়ার অধিকৃত ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের একটি প্রশিক্ষণ এলাকায় দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে অন্তত ৬০ রুশ সেনা নিহত হয়েছেন। দোনেৎস্ক অঞ্চলের ওই স্থানে এক জ্যেষ্ঠ কমান্ডারের আগমনের জন্য সেনারা জড়ো হলে সেখানে হামলা চালায় ইউক্রেন।

বিবিসির এক প্রতিবেদন অনুসারে, ওই ঘটনার এক ভিডিওতে বেশ কয়েকটি লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

রাশিয়ার এক কর্মকর্তা ইউক্রেনের হামলার ঘটনা নিশ্চিত করলেও এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনকে অতিরঞ্জিত বলে উল্লেখ করেছেন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগুর সঙ্গে বৈঠক করার কয়েক ঘণ্টা আগে এ হামলা চালানো হয় বলে জানা গেছে।

বৈঠকে শোইগু ফ্রন্ট লাইনের বেশ কয়েকটি এলাকায় রাশিয়ার সাফল্য দাবি করেন এবং সম্প্রতি আভদিভকা শহর দখলের কথা বলেন। তবে দোনেৎস্ক অঞ্চলের ঘটনার বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেননি।

খবরে বলা হয়েছে, সাইবেরিয়ার ট্রান্স বৈকাল অঞ্চলে অবস্থিত ৩৬তম মোটরাইজড রাইফেল ব্রিগেডের সদস্যরা ত্রুদোভস্কে গ্রামের কাছে একটি প্রশিক্ষণ এলাকায় পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক অঞ্চলের ২৯তম সেনাবাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনারেল ওলেগ মোইসেয়েভের আগমনের অপেক্ষা করছিলেন।

ঘটনার পর বেঁচে যাওয়া এক সেনা ঘটনার ভিডিও রেকর্ডিংয়ের সময় বলেন, ব্রিগেডের কমান্ডাররা তাঁদের একটি খোলা মাঠে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। তাঁদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি এইচআইএমএআরএস উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা থেকে ছোড়া দুটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে বলে জানা গেছে।

ঘটনার বেশ কয়েকটি ভিডিও ও ছবিতে একটি খোলা মাঠে বেশ কয়েকজন সেনাকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ধারণা করা হচ্ছে, এ ঘটনায় অন্তত ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ট্রান্স বৈকালের গভর্নর আলেক্সান্ডার ওসিপভ টেলিগ্রাম চ্যানেলে পরোক্ষভাবে হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে তিনি বলেন, এ-সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলো ‘সঠিক নয় এবং চূড়ান্তভাবে অতিরঞ্জিত’।

হতাহতের সংখ্যা না জানিয়ে তিনি বলেন, জড়িত সব সেনার পরিবারকে পূর্ণ ও সঠিক তথ্য দেওয়া হবে। সবাইকেই সাহায্য-সহযোগিতা করা হবে বলে জানান তিনি।

তবে ইউক্রেনের তরফ থেকে এ ঘটনায় এখনো কোনো মন্তব্য আসেনি।

UP TO 10% Discount
on Flight Booking

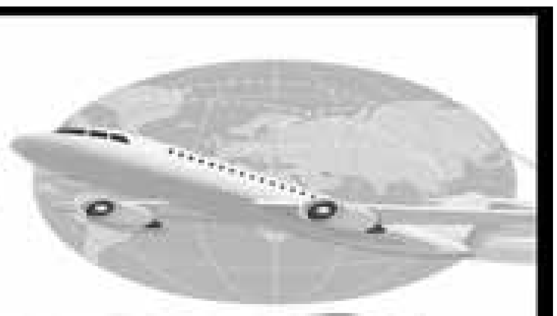

Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK

Emirates QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES

Book Online
www.globaltravelbd.com

- All domestic & international flights any country
- No extra charge for credit card
- No hidden charges
- 24/7 customer support

US: 718-406-9745
BD: 01810140650

World Tours & Travel

USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206,
Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000

24/7 Hotline: 718-406-9745

Save Yourself
This Tax Season

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider

Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

Tax Immigration Real Estate

- Income Tax and Accounting Services For: Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
- Sales and Payroll Tax
- Business Licenses and Setup
- FBAR and FATCA Filing
- Notary Public
- Immigration Form Fill-Up Services
- Credit Repair, Real State and much more...

Member of

NYSSEA
naea National Association of Enrolled Agents

184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

ইউনূস জাতিসংঘের কাছে খুব মর্যাদাবান ব্যক্তি: ডুজারিক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

স্টিফেন ডুজারিক

ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের কাছে খুব মর্যাদাবান একজন ব্যক্তি। তাঁর মতো একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে সঙ্গে বাংলাদেশে যে সব আচরণ করা হচ্ছে তা চরম উদ্বেগজনক।

১৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক এসব কথা বলেছেন। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ডুজারিক বলেন, আমি স্পষ্ট বলতে চাই, ড. ইউনূস জাতিসংঘের কাছে খুব মর্যাদাবান একজন ব্যক্তি। তিনি জাতিসংঘের একজন অংশীদার হিসেবে অনেক বছরজুড়ে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচিতে দূত হিসেবে অংশ নেন। মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসহ সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলোতে তিনি সহযোগিতা করে থাকেন। ড. ইউনূসকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটছে তা আমাদের চরমভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলছে।

বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে ড. ইউনূস বলেন, আমরা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে আছি। কারণ আমাদের আটটি প্রতিষ্ঠান জবরদখল হয়ে গেছে। গ্রামীণ ব্যাংক এখন নিজেদের মতো করে এসব প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে। ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে গ্রামীণ ব্যাংক ভবনে তালা মেরে

ফোবানার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে প্রাতরাশ ও আড্ডা

সুব্রত চৌধুরী

১১ ফেব্রুয়ারি রোববার ফোবানার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ প্রাতরাশ ও আড্ডায় মেতে উঠেন ফোবানার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সেমিনার কমিটির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট লেখক ও কবি সামছুদ্দীন মাহমুদের উডব্রিজ, ভার্জিনিয়ার বাসভবনে।

ওইদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত এই প্রাণবন্ত আড্ডা ও প্রাতরাশে অংশগ্রহন করেন ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান ডিউক খান(আটলান্টা), রবিউল করিম বেলাল (পেনসিলভেনিয়া), প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাহবুবুর রহিম(আরিজোনা), ২০২৫ সালের ফোবানার কনভেনর নাহিদুল খান সাহেল (আটলান্টা), ২০২৫ এর মেম্বার সেক্রেটারী মাহবুবুর রহমান ভুইয়া (আটলান্টা), বর্তমান কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান মাসুদ রব চৌধুরী(লস এঞ্জেলস), সেক্রেটারী আবীর আলমগীর(নিউইয়র্ক) ও মিসেস আবীর আলমগীর, জয়েন্ট সেক্রেটারী খালেদ রউফ (শিকাগো), আউটস্ট্যান্ডিং মেম্বার দিলু মাওলা (আটলান্টা), সাইয়েদ আহসান কোকা(শিকাগো) ও মিসেস কোকো, কার্যকরী পরিষদ সদস্য বাবুল হাই(ফ্লোরিডা), মহিন উদ্দিন দুলাল (আটলান্টা), কাজি নাহিদ (আটলান্টা) প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলার ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিফ, বিশিষ্ট সাংবাদিক সাবেত সাথী ও সাংবাদিক জুয়েল সাদাত প্রমুখ।

বিভিন্ন প্রকার শীতের পিঠা সহ হরেক পদের মুখরোচক খাবার দিয়ে সাজানো প্রাতরাশ খেয়ে অতিথিবৃন্দ তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে তুলতে আয়োজক স্যাম রিয়ার ভুয়সী প্রশংসা করেন।

দ্য নিউইয়র্ক এডিটোরিয়ালের শীতকালীন বিশেষ সংস্করণ এখন পাঠকের হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদক

দ্য নিউইয়র্ক এডিটোরিয়ালের শীতকালীন বিশেষ সংস্করণ এখন পাঠকের হাতে। বৈচিত্র্যময় লেখা, প্রতিবেদন ও নিবন্ধের সমাবেশ ঘটেছে এই সংস্করণে। এতে লিখেছেন, সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সুপরিচিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, চিকিৎসক, আইনজীবী, নীতি বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপকসহ অনেকেই।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত এই সাময়িকী নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে প্রতি মাসে। পাঠকের চাহিদা বুঝে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন, সাক্ষাৎকার, নিবন্ধ দিয়ে সাজানো হচ্ছে প্রতিটা সংস্করণ। বাংলাদেশি মালিকানাধীন আইজে ভেঞ্চার্স ইনকরপোরেট সাময়িকীটি প্রকাশ করছে। সাময়িকীর ডিজিটাল ভার্সন পড়া যাবে https://online.fliphtml5.com/xfccv/zjjo/#p=64 ঠিকানায়।

এবারের সংস্করণে প্রাধান্য পেয়েছে কোভিড–১৯ মহামারী পরবর্তী পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিনিদের মানসিক স্বাস্থ্য। এতে স্থান পেয়েছে আমেরিকান ফাউন্ডেশন ফর সুইসাইড প্রিভেনশনের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা ক্রিস্টিন ইউ মুটিয়ের, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটি হসপিটালের সাইকিয়াট্রি রেসিডেন্স ট্রেইনিংয়ের পরিচালক আনা কে কোস্টাকিস, ইউনিভার্সিটি অব নট্রেডেমের সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসোসিয়েট ক্লিনিক্যাল প্রফেসর জেনিফার হ্যামস, লুসেট সিইও শানা হফম্যানসহ সাতজন বিশেষজ্ঞের

অভিমত।

এই সংস্করণে অভিবাসী ইস্যু নিয়ে নিবন্ধ লিখেছেন আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিলের সিনিয়র ফেলো অ্যারন রিচলিন–মেলনিক। গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে নিউইয়র্কের অভিবাসী সংকট ইস্যুর হালনাগাদ পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন।

দ্য নিউইয়ক এডিটোরিয়ালের পরিচালক ও সহপ্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম বলেন, দ্য নিউইয়র্ক এডিটোরিয়ালের শীতকালীন বিশেষ এই সংস্করণকে সার্বিকভাবে পাঠক চাহিদার ভিত্তিতে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে নিউইয়র্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি এবং সামগ্রিকভাবে বৈশ্বিক পরিস্থিতি।

স্বাস্থ্যসেবায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা নিয়ে লিখেছেন ড. দীলিপ নাথ। হোমকেয়ার প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন স্যার ড.আবু জাফর মাহমুদ। রয়েছে প্রসিদ্ধ বাংলাদেশি–আমেরিকান অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীর সাক্ষাৎকার। সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী লায়ন শাহ নেওয়াজের সাক্ষাৎকারও রয়েছে এবারের সংস্করণে। এ ছাড়া রয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাসুদুল হাসানের সাক্ষাৎকারও।

দ্য নিউইয়ক এডিটোরিয়ালের পরিচালক ও সহপ্রতিষ্ঠাতা সালমা জাহান বলেন, এক ঝাঁক তরুণ কর্মীদের নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে দ্য নিউইয়র্ক এডিটোরিয়াল। এই সাময়িকী সবসময়ই পাঠক চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়। এবারের সংস্করণেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন পাঠকের জন্য স্থানীয় ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি আরও ভালোভাবে অনুধাবনে সহায়ক হবে। লোহিত সাগর সংকট কীভাবে বৈশ্বিক অর্থনীতিকে খাদের কিনারে নিয়ে যাচ্ছে, তা নিয়েও রয়েছে একটি প্রতিবেদন।

২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন হতে পারে, তারও ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই সংস্করণে। শ্রীলঙ্কা কীভাবে সংকট কাটিয়ে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে, তারও একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবারের সংস্করণে।

দ্য নিউইয়ক এডিটোরিয়ালের পরিচালক ও সহপ্রতিষ্ঠাতা কামরুল ইসলাম সনি বলেন, দ্য নিউইয়র্ক এডিটোরিয়াল নিউইয়র্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে। পাশাপাশি বৈশ্বিক পরিস্থিতিও তুলে ধরার চেষ্টা করে।

জ্যাকসন হাইটসে চালু হয়েছে বিখ্যাত খলিল বিরিয়ানি

শেষ পৃষ্ঠার পর

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশিদের সুস্বাদু, হালাল ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন করতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু ভালো একটি জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে ২১ ফেব্রুয়ারি তার দেখা মিলবে আনুষ্ঠানিকভাবে। তিনি আরও বলেন, এখানে বিরিয়ানি ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবারের পাশাপাশি থাকবে হালাল মম ও অন্যান্য বিদেশি খাবার। এজন্য ইতোমধ্যেই অভিজ্ঞ নেপালি শেফ নিয়োগ দিয়েছি। এখানে বৈচিত্র্যময় নানাবিধ হালাল খাবারের ব্যবস্থা থাকবে, যা থেকে গ্রাহকরা তাদের পছন্দের খাবারগুলো বেছে নিতে পারবেন।" তিনি বলেন, নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস, জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইটসের পর আমরা খুব শিগগির ওজন পার্কে আরো একটি শাখা খোলার প্রস্তুতি নেব। প্রবাসী বাংলাদেশিদের আরো বেশি করে সেবা দিতে চাই। এজন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি। রেস্টুরেন্টের নাম খলিল বিরিয়ানি হলেও দেশি মাছ, মাংস, সবজি, সমুচা, শিঙাড়া, কাবাবসহ বিভিন্ন ধরনের খাবার পাওয়া যায় এখানে।

মোনাজাত ও অভ্যাগতদের শুভেচ্ছা বক্তৃতা ও শুভকামনার মধ্য দিয়ে বুধবার খলিল বিরিয়ানির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জমজমাট হয়ে উঠেছিল।

শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে ধর্মসভা

আটলান্টিক সিটি

সুব্রত চৌধুরী

২১ ফেব্রুয়ারি, বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আটলান্টিক সিটির প্রবাসী হিন্দু সমপ্রদায় এর উদ্যোগে এই ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ঐদিন সন্ধ্যায় আটলান্টিক সিটির, ১৪১১ পেনরোজ এভিনিউর ভেনুতে অনুষ্ঠিত ধর্মসভার বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গীতা থেকে পাঠ, মালা জপ, সমবেত প্রার্থনা, ভজন, কীর্তন ইত্যাদি।

ধর্মসভায় আলোচকরা বলেন, ভগবানকে লাভ করতে হলে চাই আপন চিত্তশুদ্ধি। ভগবান ভজনেই চিত্তশুদ্ধি হয়ে থাকে। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কখনো ভগবৎ দর্শন হয় না।

আটলান্টিক সিটির পুলিশ কর্মকর্তা সুমন মজুমদার,প্রভীন ভিগ, তৃপ্তি সরকার,গংগা সাহা, মিনু নন্দী, সুনীল দাশ, সুমি মজুমদার, ধীমান পাল, দীপা দে, রানা দাশ, বিধান সাহা,পিকলু দাশ,সোমা বিশ্বাস,ক্ষমা সরকার, ঝুমুর বিশ্বাস, ইন্দিরা চৌধুরী, সেন্টু সরকার প্রমুখ ধর্মসভার বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

ভাষা শহীদদের প্রতি হবিগঞ্জ বাপার শ্রদ্ধা জানিয়ে

তোফাজ্জল সোহেল

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে হবিগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) হবিগঞ্জ শাখা।

২১ ফেব্রুয়ারি সকালে বাপা হবিগঞ্জ শাখার সভাপতি অধ্যাপক মো: ইকরামুল ওয়াদুদ এর নেতৃত্বে অংশ নেন বাপা হবিগঞ্জের সহসভাপতি তাহমিনা বেগম গিনি, সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য তোফাজ্জল সোহেল, হাওর রক্ষা আন্দোলনের সদস্য সচিব ও নির্বাহী সদস্য এডভোকেট বিজন বিহারী দাস, যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট শায়লা খান, নির্বাহী সদস্য আফরোজা সিদ্দিকা, লুনা আরা প্রমুখ।

এসময় ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশ হবিগঞ্জ জেলা শাখার কর্মীরা শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে আসা শিশুদের মুখে বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষর, শহীদ মিনার ,জাতীয় পতাকার ছবি আঁকেন।

শিশু তালহা ও তাওসিফ দুই ভাই ফুল নিয়ে এসেছে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে। ছোট্ট তাওসিফ এর মুখে আঁকা হয় বাংলা অক্ষর 'আ' 'ক' এবং শহীদ মিনার। হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাওহীদ হোসেন তালহা বলেন, শহীদ মিনারে এসে ভাষা শহীদদের আমরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। আমার গালে শহীদ মিনার এঁকেছি। চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাবাসসুম জাহান আরিদা বলেন, বাংলা ভাষার জন্য ১৯৫২ সালে সালাম, জব্বার, রফিক, বরকতসহ অনেক সূর্যসন্তান প্রাণ দিয়েছেন। তাদের জীবনের বিনিময়ে আমরা বাংলাকে মায়ের ভাষা হিসেবে পেয়েছি। ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ হবিগঞ্জ জেলা শাখার কর্মী স্বর্ণা, জুই, রোজিনা, সামিয়া, ইমন, তানিম ও নাহিদা ছবি আঁকেন।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতার সফলতা ভোগ করছি

ঢাকা অফিস

সালমান এফ রহমান

প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা ও ঢাকা-১ আসনের এমপি সালমান এফ রহমান বলেছেন, 'স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম অংশ ছিল ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালের আন্দোলনের পর জাতির পিতা লক্ষ্য করলেন আন্দোলন ছাড়া স্বাধীনতা সম্ভব নয়। তখন থেকে তিনি স্বাধীনতার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। '৭১ সালে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা সফলতা পেলাম। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল দেশটাকে সোনার বাংলা করার। আজকে তার সুযোগ্য কন্যার অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশ আন্তর্জাতিকভাবে উন্নয়নের রোল মডেল স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে আমরা দেশে স্বাধীনতার সফলতা ভোগ করছি।'

গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় ঢাকার নবাবগঞ্জ সরকারি পাইলট হাইস্কুল মাঠে ও একইদিন দুপুর ১টায় দোহারের জয়পাড়া বড় মাঠে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বীরত্বের জয়গান নামে চিত্রাঙ্কন ও হাতের লেখা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব বলেন। সালমান এফ রহমান বলেন, নতুন সরকার গঠনের পর এবার একনেক বৈঠকে ঢাকা জেলার রাস্তার উন্নয়নের জন্য ১ হাজার কোটি টাকা অনুমোদন হয়েছে। তার মধ্যে দোহার-নবাবগঞ্জের জন্য ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

আগামীতে এখানে কোন কাঁচা রাস্তা থাকবে না। উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে এলজিইডি কর্মকর্তা ও উপজেলা কর্মকর্তা এবং উপজেলা চেয়ারম্যানদের সঙ্গে বৈঠক করেছি।

নবাবগঞ্জে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন- উপজেলা চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন আহমেদ ঝিলু, আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সদস্য আব্দুল বাতেন মিয়া, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মিজানুর রহমান কিসমত, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুল হাসান সোহেল, দোহার সার্কেল এএসপি আশরাফুল আলম প্রমুখ। এছাড়া দোহারে বক্তব্য রাখেন- উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. আলমগীর হোসেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন- বেক্সিমকো গ্রুপের পরিচালক সায়ান এফ রহমান, মহিলা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ আনার কলি পুতুল, দোহার পৌর মেয়র মো. আলমাছ উদ্দিন, ফজলুর রহমান ফাউন্ডেশনের মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমা আক্তার লাবন্য, সাবেক ছাত্রনেতা সুরুজ আলম সুরুজ, দোহার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মামুন খান ও নবাবগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আঃ হালিম।

মেলায় মুখচ্ছবি আঁকেন তাঁরা

শেষ পৃষ্ঠার পর

বললেন, 'অনেকে সরাসরি চেহারা দেখিয়ে আঁকতে নিষেধ করে। তারা মোবাইলে ছবি তুলে দেয়। চেহারা আরেকটু ফরসা করার জন্য তাতে ফিল্টার বসিয়ে দেয়। পরে মোবাইলের ছবি দেখে যখন এঁকেছি, তখন আর তাকে চেনা যায় না।'

আঁকিয়েদের ভাষ্যমতে, ছোট ছবি ৫০০, মাঝারি ৮০০ এবং বড় ছবি আঁকতে খরচ পড়ে ১ হাজার টাকা। মোবাইলের এই যুগে যেখানে ফটাফট ছবি তোলার সুযোগ মেলে, সেখানে আঁকার চাহিদা কতটুকু? গালিব আহসান আঁকিয়ে নিচ্ছিলেন তাঁর বড় ভাইয়ের ছবি। উপহার দেবেন। বললেন, 'মোবাইলে সবাই ছবি তুলতে পারে। কিন্তু আঁকা ছবির মধ্যে একটা ভালোবাসা থাকে। এর মর্যাদা আলাদা।'

গতকাল একুশে ফেব্রুয়ারির আয়োজন থাকায় মেলা শুরু হয় সকাল ৮টায় এবং চলে রাত ৯টা পর্যন্ত। নতুন বই এসেছে ২৩৪টি। এ পর্যন্ত মোট বই এসেছে ২ হাজার ৩২৬টি। মেলায় আসা বইয়ের কয়েকটি হলো—র‍্যামন পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত আনিসুল হকের 'অমাবস্যার রাতে কে এসেছিল', দোয়েল পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত মৈত্রেয়ী দেবীর 'জন্মভূমি ও প্রিয়জন', অমর প্রকাশনী থেকে শ্যামল মিত্রের 'আমাকে পোড়াও ও অগ্নী' ও আহমেদ আল আমিনের 'খলনায়ক'।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের অংশ হিসেবে সকাল ৮টায় বইমেলার মূলমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর। কবি শামীম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই আসরে প্রায় ১৩৫ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। বিকেল ৪টায় বইমলার মূলমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় 'অমর একুশে বক্তৃতা-২০২৪'। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলা একাডেমির পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ড. সরকার আমিন। অমর একুশে বক্তৃতা দেন কথাসাহিত্যিকে আনোয়ারা সৈয়দ হক। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য দেন বাংলা একাডেমির সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. মো. হাসান কবীর। একুশের বক্তৃতা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলা একাডেমির পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ড. মা. শাহাদাৎ হোসেন।

লেখক বলছি অনুষ্ঠানে নিজেদের নতুন বই নিয়ে আলোচনা করেন কবি গোলাম কিবরিয়া পিনু, শিশুসাহিত্যিক ওয়াসিফ এ খোদা, কথাসাহিত্যিক মাসউদ আহমাদ এবং শিশুসাহিত্যিক ইমরান পরশ।

বই-সংলাপ ও রিকশাচিত্র প্রদর্শনী মঞ্চে ছিল 'প্রথম কবিতার বই: অনুভূতির দলিল' প্রতিপাদ্য নিয়ে গোলটেবিল আলোচনা। অংশগ্রহণ করেন অভিনেত্রী আশনা হাবিব ভাবনা, স্নিগ্ধা বাউল, সঞ্জয় ঘোষ, রিপন আহসান রিতু, মীর রবি, মাশরুরা লাকী ও মিনহাজুল হক। গোলটেবিল সঞ্চালনা করেন কবি ফারহান ইশরাক ও কথাসাহিত্যিক খালিদ মারুফ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, হাসানুজ্জামান কল্লোল, আমিনুর রহমান সুলতান, হাসনাত লোকমান, বদরুল হায়দার, ফারহানা রহমান, সঞ্জীব পুরোহিত, নূর-এ-জান্নাত প্রমুখ।

জাতিসংঘের সামনে আন্তর্জাতিক

শেষ পৃষ্ঠার পর

বলেন, বাংলাদেশের ভাষা শহীদদের আত্মদানের বিনিময়ে আজ পৃথিবীব্যাপী উদযাপিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তাই বাংলা ভাষা সহ পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা সংরক্ষণ এবং উত্তরণে আমাদের সর্বাগ্রে ভূমিকা রাখতে হবে । নুতন প্রজন্মকে নিয়ে গত ৩৩ বছর ধরে জাতিসংঘের সদর দফতরের সামনে একুশ উদযাপনের গৌরবময় অধ্যায়ের জন্য তিনি আয়োজকদের সাধুবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের কন্সাল জেনারেল এমডি নাজমুল হুদা বলেন, একুশ মানে মাথা নত না করা'- এটাই হচ্ছে একুশের চেতনা। এই একুশের পথ ধরেই এসেছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। তাই দিনটি বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীদের জন্য গৌরবোজ্জ্বলের।একুশে ফেব্রুয়ারি যুগে যুগে আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। বিশ্বের প্রতিটি জাতির মাতৃভাষার মর্যাদা, স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও মানুষের মতো বাঁচার দাবির সংগ্রামের দুর্জয় অনুপ্রেরণা সৃষ্টির চীর অনির্বাণ শিখার দীপ্তিতে দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছে এই একুশে ফেব্রুয়ারি।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এম ফজলুর রহমান। প্রজন্ম একাত্তরের সভাপতি শিবলী ছাদিক, এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের সহ-সাধারণ সম্পাদক তানভীর কায়সার।

সহআয়োজক সংগঠন বাঙালির চেতনা মঞ্চের সভাপতি আব্দুর রহিম বাদশার সঞ্চালনায় পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদ, এনআরবি ওয়াল্ড ওয়াইড, প্রজন্ম ৭১, জ্যাকসন হাইটস মহানগর আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ আওয়ামী যুব লীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখা, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ),যুক্তরাষ্ট্র শাখা, জগন্নাথ হল এলামনাই এসোসিয়েশন, গাইবান্ধা সোসাইটি ইনক, প্রবাসী মতলব সমিতিসহ অন্ততদুই শতাধিক বাংলা ভাষা প্রেমী অভিবাসী। দেশের গান গান পরিবেশন করেন নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন সংগঠনের শিলপীবৃন্দ।

স্বপ্ন পূরণে মেয়েরা যে কোন বয়সে ঘরে বসেই কাজ করতে পারেন: ডা. শারমিন

টক অব দ্যা উইক

সোহানা নাজনীন

একজন নারী উদ্যোক্তা হিসাবে ডঃ শারমিন তানিম আলো ছড়িয়েছেন। তিনি মনে করেন, বিয়ে মানেই সব কিছু শেষ নয়- এমন ধারণা ছড়িয়ে অনুপ্রাণিত করছেন বহু নারীদের। ভায়োলেটস্ নামে একটা গ্রুপ রয়েছে, যা অনলাইন ব্যবসা হিসাবে উৎসাহিত করছে অনেককে।

"অনেক মেয়ে দেশ থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে এখানে এসে পুরোদস্তুর গৃহিণী হয়ে গেছে। বাইরে যেতে পারছেন না, হেল্পিং হ্যান্ড ছাড়া বাচ্চা লালন-পালনে সময় পার করে ফেলেছেন। একটা মেয়ের জীবন থেকে যখন এমন অনেকটা সময় চলে যায় তখন তার স্বপ্ন পূরণের আর সুযোগ থাকে না। তবে তারা মেয়েরা ঘরে বসে থেকেও অনেক কিছু করতে পারেন। ঘরে থেকে অনলাইন ব্যবসার মাধ্যমে রান্না করা খাবার বিক্রি, প্রোডাক্ট বিক্রি ইত্যাদি করতে পারেন। আমি শুধু 'ভায়োলেটস'র জন্যে কাজ করি না, আমি নারীদেরকেও অনুপ্রেরণা দেই। প্রবাসে বরাবরই আমি স্বামীর থেকে কাজের ব্যাপারে উৎসাহ পেয়েছি"- এই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো ব্যক্ত করেন নারী উদ্যোক্তা ডঃ শারমিন তানিম।

ডঃ শারমিন তানিম, পেশায় একজন চিকিৎসক। দক্ষিণ পূর্ব মিশিগানের অ্যালার্জি ও অ্যাজমা ইন্সটিটিউটের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন। একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে প্রবাসে তার পদচারণা প্রশংসনীয়। শারমিন তানিমের শৈশব কেটেছে বাংলাদেশের সিলেটে। ঢাকার উত্তরা মহিলা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করেছেন তিনি। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। অনুষ্ঠানে ডঃ শারমিন তানিম কথা বলেছেন শিশুদের ফুড অ্যালার্জি নিয়ে এবং একজন নারী উদ্যোক্তা হিসাবে সমাজে উনার ভূমিকা নিয়ে।

পেশাগত জীবন এবং অ্যালার্জি-অ্যাজমা নিয়ে ডঃ শারমিন তানিম জানান, "ইন্টারনাল মেডিসিন নিয়ে আমি পড়েছি। অ্যালার্জি ও অ্যাজমা সম্পর্কে যা বুঝেছি তা হল, স্বাভাবিকভাবে আমাদের শরীর যা কিছু গ্রহণ করতে পারে না এবং পরবর্তীতে যে প্রতিক্রিয়া হয় সেটাই অ্যালার্জি। আমি সাধারণত ছোট বাচ্চাদের খাবার সংক্রান্ত অ্যালার্জি নিয়ে কাজ করছি। জন্মের পর অনেক বাচ্চার বাইরের দুধে অ্যালার্জি হয়, বাড়ন্ত বাচ্চাদের ডিমে অ্যালার্জি, পিনাট অ্যালার্জি হয়ে থাকে। আমরা এসব বাচ্চাদের শরীরকে ডিসেন্সেটাইজ করি। যাতে তাদের কিছু নির্দিষ্ট খাবারে অ্যালার্জি ও রিয়েকশনের বদলে সহ্য করার ক্ষমতা হয়। অ্যালার্জির সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা সম্ভব। বাচ্চার পাঁচ-ছয় মাস বয়সে শক্ত খাবার দেয়া শুরু হলে অনেকের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন গায়ে রেশ দেখা, বমি হওয়া, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ওইসব বাচ্চাদের রক্ত এবং চামড়া পরীক্ষার মাধ্যমে অ্যালার্জি নিশ্চিত করা হয়।"

অ্যালার্জি পরীক্ষাগুলো অ্যাজমাকে ভালোভাবে ম্যানেজ করতে সহায়তা করে—এই তথ্যের আলোকে ডঃ শারমিন তানিম বলেন, "আমি রিসার্চ সম্বলিত জায়গায় কাজ করি, সেখানে সব ধরনের রোগী আসে। তাদের উপসর্গ অনুযায়ী পরীক্ষা করে দেখা হয় অ্যালার্জিগুলি আবহাওয়া নাকি খাবার সম্পর্কিত। যেমন পোলেন অ্যালার্জি তে বয়স্করা আক্রান্ত হয় বেশি, যা মেডিসিন এবং শটের মাধ্যমে ঠিক করা হয়। কিন্তু খাবারের অ্যালার্জির সমাধান নিতে হয় সারা জীবনের জন্যে। বাচ্চাদেরকে আমরা ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত এই চিকিৎসা দিয়ে থাকি। তারপর থেকে ঐ বাচ্চাকে প্রতিদিন বাসায় ঐ পরিমাণ খাবার খেতে হবে অভ্যস্ত হওয়ার জন্যে। এখানে স্কুল শুরু হওয়ার সময় প্রতিটি স্টুডেন্ট কে অ্যালার্জির তথ্য জানিয়ে ফর্ম পূরণ করতে হয়।"

ডঃ শারমিন তানিম পেশাগত জীবনের বাইরেও শিল্প সংস্কৃতিতে বেশ জড়িত। তিনি একজন নৃত্যশিল্পীও বটে। নৃত্যের প্রতি আপনার ভালোবাসা কী করে হলো জানতে চাইলে তিনি বলেন, "ছোটবেলা থেকেই আমি সংস্কৃতিমনা পরিবারে বড় হয়েছি। ফুপু ছিলেন সিলেট বেতারের একজন সংবাদ পাঠিকা। বাসায় গান-নাচ-কবিতা'র চর্চা হতো। শিল্পকলা একাডেমি থেকে নাচ ও ছবি আঁকা শিখেছি, এই দুটোর উপর আমার দক্ষতা আছে। বর্তমানে এখনও আমি অনেক অনুষ্ঠানে নৃত্য প্রদর্শন করে থাকি। স্থানীয় একজন শিক্ষকের কাছে আমি ক্লাসিক্যাল ডান্স শিখছি।"

একজন নারী উদ্যোক্তা হিসাবে ডঃ শারমিন তানিম আলো ছড়িয়েছেন। তিনি মনে করেন, বিয়ে মানেই সব কিছু শেষ নয়- এমন ধারণা ছড়িয়ে অনুপ্রাণিত করছেন বহু নারীদের। ভায়োলেটস্ নামে একটা গ্রুপ রয়েছে, যা অনলাইন ব্যবসা হিসাবে উৎসাহিত করছে অনেককে। নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার এ ইচ্ছা সম্পর্কে ডঃ শারমিন তানিম জানান, "কোভিডের সময় আমাদের জীবনযাত্রা যখন থমকে গিয়েছিল তখন এই 'ভায়োলেটস' র যাত্রা শুরু করি। এটা একটা প্রাইভেট গ্রুপ, শুধু মেয়ে সদস্যদের জন্যে। সবার সাথে অনলাইনে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সবাই সাড়া দিয়েছিল, অনলাইনে গান-কবিতা-ছড়া নিয়ে প্রোগ্রাম শুরু করেছিলাম। শাড়ি পছন্দ করার কারণে, অনলাইনে রিভিউ দিতাম। মূলত আমার ভালো লাগাটা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছা ছিল। আমি মূলত দেশীয় পণ্য নিয়ে কাজ করি। জামদানি, দেশীয় টাঙ্গাইল শাড়ি, মনিপুরি শাড়ি, গামছা প্রিন্ট, মাটির গহনা, এগুলোই প্রাধান্য পায়। লোকাল মিশিগানে আমেরিকার সব নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে আমরাই প্রথম একটা মেলার আয়োজন করি। আমি মনে করি মুঠোফোন এখন শুধু কথা বলার জন্যে ব্যবহার হয় না। মুঠোফোন অনলাইন ভিত্তিক ব্যবসার জন্যে খুবই দরকারি।"

ঘর সামলানোর পাশাপাশি শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণায় সেরা ১০ নারীর হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট ও পুরস্কার তুলে দিয়েছেন ডঃ শারমিন তানিম। খুবই অনুপ্রেরণামূলক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, "আমার মনে হয়েছে যারা ভালো কাজ করেন তাদের স্বীকৃতি দেয়া উচিত। আমাদের নারীরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাজ করছেন, কিন্তু ভালো কাজের জন্যে প্রশংসনীয় কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। আমরা এখন অনেক নারী উদ্যোক্তা পাচ্ছি, সবাই স্বাবলম্বী হতে চাচ্ছে। কিন্তু সঠিক জ্ঞানের অভাব কিংবা অভিজ্ঞতার অভাব মার্কেট ভ্যালু নষ্ট করে দেয়। অল্পও কিছু পুঁজি নিয়েই তারা অনলাইন ব্যবসা শুরু করতে পারেন। অনলাইনসহ প্রতিটি ব্যবসায় পণ্যের সঠিক মূল্যায়ন করা, বাজার যাচাই করা জরুরি। অনলাইনে নারী উদ্যোক্তাদের একটা ইউনিয়ন থাকতে হবে, যেখানে উদ্যোক্তারা রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে সচেতন হবেন। অনলাইন থেকে কোন ক্রেতা ঠকে গেলে পরের বার তারা অনলাইনে কেনাকাটায় আগ্রহ হারাবে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে বলবো, আপনারা যারা পণ্য নিয়ে কাজ করছেন তারা যেন পণ্য সম্পর্কে জানেন, কি বিক্রয় করছেন, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, বাজার যাচাই করে ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার সাথে মিল রেখে নির্ধারণ করতে হবে। হুট-হাট করে ব্যবসা না খুলে এল,এল,সি,র মাধ্যমে ব্যবসা খুলতে হবে। আমেরিকায় থাকার কারণে আমাদের ব্যবসাটা বৈধ হতে হবে এবং ট্যাক্স প্রদান করতে হবে, নতুবা পরবর্তীতে তারা ঝামেলায় পড়বে।"

এতসব উদ্যোগ, সাফল্যের পিছনে পরিবারের সবার ভূমিকা আছে বলে জানান ডঃ শারমিন তানিম। তিনি বলেন, "এজন্যে আমি পরিবারের সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো। বড় পরিবারে বড় হয়ে উঠেছিলাম আমি, সুতরাং একেকজনের কাছ থেকে একেকটা শিখেছি। বাবা-মা তো আছেই যারা আমাকে সাহস ও স্বাধীনতা দিয়েছিলেন আমাকে এই অবস্থানে পৌঁছানোর জন্যে।"

দর্শকদের থেকে প্রশ্ন রাখা হয়, পেশাগত কাজে এতো ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও সামাজিক কাজগুলো করে যাচ্ছেন কীভাবে?

ডঃ শারমিন তানিম এর উত্তরে বলেন, "আমি সপ্তাহে চারদিন অফিসে যাই। সকাল থেকে বিকাল ছয়টা পর্যন্ত আমরা রোগী নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তারপর আমাদের রেস্টুরেন্টে যাই। এই রেস্টুরেন্ট আমরা বাংলাদেশকে মাথায় রেখে সাজিয়েছি। আমাদের জাতীয় পাখি, ফুল, ফল, প্রাণী, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, পদ্মা সেতু, আহসান মঞ্জিল, সংসদ ভবন, নৌকা ইত্যাদির ছবি একটি ওয়াল জুড়ে প্রদর্শিত আছে। এখানে নতুন প্রজন্মের বাচ্চারা তাদের বাবা-মা'র সাথে এসে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যায়।"

এভাবেই ডঃ শারমিন তানিম অ্যালার্জি-অ্যাজমা সম্পর্কিত এবং নারী উন্নয়নের ব্যাপারগুলো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দর্শকদের সামনে উপস্থিত করেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন রোকেয়া দীপা এবং কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার 'টক অফ দ্য উইক' প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক লাইভে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

২৪ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় মিট এন্ড গ্রীট

শেষ পৃষ্ঠার পর

সংগঠন সিআরপি (সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইজড)-এর পরিকল্পক ও প্রতিষ্ঠাতা ভেলরী এন টেইলার কে হস্তান্তর করবেন। সেখানে ফোবানার নেতৃবৃন্দরা থাকবেন।

ফোবানার নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান এটর্নী মোহাম্মদ আলমগীর ও নির্বাহী কমিটির মেম্বার সেক্রেটারী আবীর আলমগীর জানান, ফোবানা নানা রকম সামাজিক ও দাতব্য কাজে প্রশংসনীয় কাজ করছে। ফোবানা তার কাজের পরিধি অনেক বাড়িয়েছে। নতুন প্রজন্মকে ফোবানায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যা ফোবানার ভবিষৎ কে উজ্জ্বল করেছে।

হোস্ট কমিটির কনভেনর রুখশানা পারভীন জানান, বাংলাদেশের মিট এন্ট গ্রীটের পর নিউইয়র্কে সংবাদ সম্মেলন হবে ও হোস্ট কমিটি ফোবানার নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে নানা শহরে মত বিনিময় ও ফান্ড রাইজিং করবেন।

হোস্ট কমিটির মেম্বার সেক্রেটারী আবু রুমি জানান, সামগ্রিক ভাবে উত্তর আমেরিকার সব গুলো সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করছি, ১ মার্চ থেকে আমরা আমাদের পুরো কর্ম পরিকল্পনা দাঁড় করাবো।

৩৮ তম ফোবানার কীক অব গালা সম্প্রতি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

১০ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকাল ১১ টায় ওয়াশিংটনের ভার্জিনিয়ায় আগত ১৪ টি শহরের ফোবানা নেতৃবৃন্দরা ফোবানার মুল ভেন্যু পরিদর্শন করেন। ডিসি এয়ারপোর্ট থেকে ১ মাইলের মধ্যেই আর্লিংটনের ক্রিষ্টাল গেইটওয়ে ম্যারিয়েট ভার্জিনিয়ার একটি ভাল মানের হোটেল, সেখানে ফোবানার সকল অতিথি সহ পুরো ইভেন্ট সম্পন্ম হবে আগস্ট এর ৩০, ৩১ ও ১ সেপ্টেম্বর।

ভৌগলিক কারনে ভার্জিনিয়া, মেরীল্যান্ড, বাল্টিমোর ও ওয়াশিংটন খুব কাছাকাছি এবং অনেকগুলো সংগঠন কাজ করে ওয়াশিংটন টেরীটরিতে এবং ফোবানার একটি শক্ত অবস্থান রয়েছে ওয়াশিংটনে।

১০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় কীক অব গালায় ফোবানার নির্বাহী কমিটির সেক্রেটারী আবীর আলমগীর ফোবানা নির্বাহী কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন। নির্বাহী সংসদের পক্ষ থেকে বক্তব্যে রাখেন সহ সভাপতি মাসুদ রব (লস এনজেলস) , জয়েন্ট সেক্রেটারী খালেদ রউফ (শিকাগো) ও ট্রেজারার ডক্টর প্রিয়লাল কর্মকার (ভার্জিনিয়া) ।

সাবেক চেয়াম্যানদের পক্ষ থেকে বক্তব্যে রাখেন ফোবানার নির্বাচন কমিশনার মাহবুব রেজা ও ডিউক খান, রেহান রেজা,রবিউল করিম বেলাল ও ডা: জয়নুল আবেদীন।

দ্বীতিয় পর্বে ফোবানার নির্বাহী চেয়ারম্যান এটর্নী আলমগীর উপস্থিত সুধিজনদের শুভেচ্ছা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করেন,

বিশিষ্টজনদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ও ফোবানাকে সহযোগীতা করার প্রত্যয় ব্যাক্ত করেন পারভীন পাটোয়ারী, মাজহারুল ইসলাম, রোকেয়া হায়দার, ইন্জিনিয়ার আবু হানিফ, এটর্নী জন কাপুর, সরকার কবির উদ্দিন, হীরন চৌধুরী,মাহমুদুন নবী বাকি, তাপস মজুমদার, লায়লা হাসান, ডা: আনোয়ারুল করিম,বুলবুল ইসলাম ও জনাব মাহবুব লস্কর। ৩৮ তম ফোবানার সব তথ্য Fobana2024.ORG পাওয়া যাবে।

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন

রোমেনা রোজী

'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে- এই বাংলায়, হয়তো মানুষ নয়- হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে'

অনবদ্য এই পঙক্তি বিংশ শতাব্দির অন্যতম পরাবাস্তব আর উত্তর আধুনিক ধারার বাঙ্গালি কবি জীবনানন্দ দাশ-এর। তিনি স্কুল জীবনেই বাংলা ও ইংরেজিতে লেখালেখি শুরু করেন। বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃৎদের মধ্যে জীবনানন্দ অগ্রগণ্য। তিনি প্রধানত কবি হলেও বেশ কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেছেন।

'শরীর রয়েছে, তবু মরে গেছে আমাদের মন' অথবা 'কোথায় সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ, বহুদিন থেকে শান্তি নেই' জীবনানন্দ দাশের এ উক্তিগুলো এ সময়ে পৃথিবীর সব মানুষেরই মনের কথা। সবার সঙ্গে আমাকেও মেনে নিতে হয় অকপটে।

কি গভীর উপলব্ধি তাঁর, কী তাঁর দূরদৃষ্টি। আর এসব কারণেই তিনি আমাদের প্রিয় কবি।

১৭ ফেব্রুয়ারি বোধ বিনির্মাণের এ কবির ১২৬তম জন্মদিন।

বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী কবি ও লেখকের জীবন কেটেছে চরম দরিদ্রতার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার প্রধান কবি হিসাবে তিনি সর্বসাধারণ্যে স্বীকৃত। তাঁকে বাংলা ভাষার শুদ্ধতম কবি অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি কিংবদন্তি এই কবির জন্মদিন।

দখিনের বরিশাল ছিল তৎকালীন পূর্ববাংলার একটি মহকুমা শহর। কীর্তনখোলা নদীর তীরে ছিমছাম মফস্বল শহরে বাস করতেন বরিশাল কালেক্টরেটের কর্মচারী সর্বানন্দ দাশ। পদ্মার (কীর্তিনাশা) ভাঙনে তাঁদের ভিটেমাটি বিলীন হলে মুন্সীগঞ্জের গাউপাড়া গ্রাম থেকে বরিশালে এসে বসবাস শুরু করেন। শিক্ষাবিস্তার ও সামাজিক কর্মকান্ডে সর্বানন্দ এতটাই খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন যে, বরিশাল মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে তিনি খোদ অশ্বিনীকুমার দত্তকেও পরাজিত করেন। বরিশাল শহরে সর্বানন্দ ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

বরিশাল শহরের যে বাড়িতে সর্বানন্দ থাকতেন, সেটি ছিল অশ্বিনীকুমার দত্তের বাড়ির উল্টোদিকেই। এখন অশ্বিনীকুমার দত্তের বাড়িটি বরিশাল কলেজ। ১৮৯৪ সালে বিয়ে হয় সত্যানন্দ দাশও কুসুমকুমারী দাশের। বিয়ের ৫ বছর পরে ১৮৯৯ সালের এই বাড়িতেই জন্ম নেন তাঁদের প্রথম সন্তান জীবনানন্দ দাশ। সর্বানন্দ এই বাড়িতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। তবে সর্বানন্দের পুত্ররা বাড়িটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর পরগনা নিবাসী। তাঁর মা কবি কুসুম কুমারী দাশ ও পিতা সত্যনানন্দ দাশ। তাঁর পিতামহ সর্বানন্দ দাশগুপ্ত (১৮৩৮-৮৫) বিক্রমপুর থেকে বরিশালে নিবাস স্থানান্তরিত করেন। সর্বানন্দ দাশগুপ্ত জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন; পরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। তিনি বরিশালে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর মানবহিতৈষী কাজের জন্যে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হন।

এরপর তাঁরা আলেকান্দা এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে কিছুদিন থাকেন। সর্বানন্দর বন্ধু জগচ্চন্দ্র দাশের পত্নী মুক্তকেশী গুপ্তার বসতবাড়ির একাংশে অনুমতিসূত্রে জীবনানন্দের বাবা সত্যানন্দ দাশ, কাকা হরিচরণ দাশসহ অন্য কাকারা মিলে একটি ঘর নির্মাণ করেন। তবে মালিকানা বদল নিয়ে সে বাড়িটি নিয়েও বিপত্তি বাঁধে। ফলে সম্পূর্ণ নিজ মালিকানাধীন একটি বাড়ির জন্য হরিচরণ ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। মূলত তারই একাগ্র অন্বেষণ ও উৎসাহে অন্য ভাইদের সহায়তায় শহরের বগুড়া রোডে ১৯০৭ সালে একটি ঘর নির্মাণ করা হয় এবং তাদের পিতা সর্বানন্দের নামানুসারে বাড়িটির নাম রাখা হয় 'সর্বানন্দ ভবন'।

১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি (বঙ্গাব্দ ৬ ফাল্গুন ১৩০৫) শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন জীবনানন্দ দাশগুপ্ত (পরবর্তীকালে গুপ্ত উপাধি ছেড়ে শুধুই দাশ)। তারিখটি ১৭ নাকি ১৮ ফেব্রুয়ারি তা নিয়ে একসময় বিভ্রান্তি ছিল। কিন্তু সেদিন যে শুক্রবার ছিল, সে বিষয়ে কবি, তাঁর স্বজন এবং পরবর্তীকালে গবেষকরাও একমত হয়েছেন। ১৮৯৯ সালের ক্যালেন্ডারে দেখা যাচ্ছে, ১৭ ফেব্রুয়ারি ছিল শুক্রবার। সুতরাং জীবনানন্দের জন্ম যে ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি, এ নিয়ে আর কোনো সংশয় থাকার কথা নয়। জীবনানন্দের জীবনীকার প্রভাতকুমার দাসও নানাভাবে এই তারিখটির বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন।

জীবনান্দ দাশ এর পড়াশোনা ম্যাট্রিক ও আই এ বরিশালে। অনার্সসহ বি এ ও এম এ কলকাতায়। ১৯২২ সালে কলকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে চাকরি জীবন শুরু। বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে শিক্ষকতা করেন। দিল্লির রামযশ কলেজেও শিক্ষকতা করেন। ১৯৩০ সালে আবার দেশে ফেরেন। ১৯৩৫ সালে বরিশালের বিএম কলেজে যোগদান করেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের কিছু আগে তিনি সপরিবারে কলকাতা চলে যান।

স্কুলজীবনেই কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলা ও ইংরেজিতে লেখালেখি শুরু করেন। জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় প্রকৃতির যে বর্ণনা করে গেছেন তা যে কারোর মনেই ভিন্ন দ্যোতনার সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দের কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' আখ্যা দিয়েছিলেন। আসলে চিত্রময়তায় এমন অনুভূতির প্রকাশ অন্য কারো কবিতায় চোখে পড়ে না।

১৯৫৪ সালে অকাল মৃত্যুর আগে তিনি নিভৃতে ২১টি উপন্যাস এবং ১০৮টি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন যার একটিও তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শেষ ধাপে তিনি জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেন। 'শ্রী কাল পুরুষ' তাঁর ছদ্মনাম।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে- ঝরা পালক (প্রকাশের কাল ১৯২৭) ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন-(১৯৪২)। বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের কবিতা সমূহ পরবর্তীতে কবিতা গ্রন্থ মহাপৃথিবী (১৯৪৪) এ প্রকাশিত হয়। জীবনানন্দের জীবদ্দশায় সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮)। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর কিছু আগে প্রকাশিত হয় জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

কবির মৃত্যু পরবর্তী প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হলো- প্রকাশিত রূপসী বাংলা (১৯৫৭) এবং ১৯৬১ তে প্রকাশিত হয় বেলা অবেল কালবেলা। তাঁর অগ্রন্থিত কবিতাবলী নিয়ে প্রকাশিত কবিতা সংকলনগুলো হলো- সুদর্শনা (১৯৭৩), আলো পৃথিবী (১৯৮১), মনোবিহঙ্গম, হে প্রেম তোমার কথা ভেবে (১৯৯৮) অপ্রকাশিত একান্ন (১৯৯৯) এবং আবছায়া (২০০৪)।

ইংরেজি ছাড়াও ফরাসিসহ কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত হয় অজস্র গল্প ও উপন্যাস। এগুলোর প্রথম সংকলন জীবনানন্দ দাশের গল্প (১৯৭২)। বেশ কিছুকাল পর প্রকাশিত হয় জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৮৯)। পরবর্তীকালে আবদুল মান্নান সৈয়দ জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী প্রকাশ করেন ১৯৮৬ সালে। ১০১টি চিঠির সংকলন জীবনানন্দ দাশের চিঠিপত্র প্রকাশিত হয় ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে।

লিখেছিলেন-

'পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন

তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;

সব পাখি ঘরে আসে-সব নদী-ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন;

থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

জীবনানন্দ দাশ ১৯৫৫ সালে ভারত সরকারের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। এর আগে, ১৯৫২ সালে নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন পরিবর্ধিত সিগনেট সংস্করণ বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থটি বাংলা ১৩৫৯-এর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বিবেচনায় পুরস্কৃত করা হয়। বিশ্ব কাব্যসাহিত্যের অসাধারণ মেধাবী এই বাঙালি কবি কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

শহীদুল্লা কায়সার: আজও যার শূন্যতা বয়ে বেড়াচ্ছে স্বদেশ

ইমরান ইমন

১৬ ফেব্রুয়ারি সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সারের জন্মদিন। ১৯২৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের মজুপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লা। শহীদুল্লা কায়সার নামে লেখালেখি করতেই বলেই এ নামে তিনি সমধিক পরিচিত। তার পিতার নাম মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ এবং মাতার নাম সৈয়দা সুফিয়া খাতুন।

শিক্ষাজীবনের শুরুতে শহীদুল্লা কায়সার সরকারি মডেল স্কুলে এবং পরে মাদরাসা-ই-আলিয়ার অ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪২ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯৪৬ সালে তিনি এখান থেকে অর্থনীতিতে অনার্সসহ বিএ পাস করেন এবং অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর পড়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু শেষ করেননি।

একই সাথে তিনি রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজ) আইন বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তার বাবা ঢাকায় চলে আসেন এবং শহীদুল্লা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তরে ভর্তি হন। তবে এ ডিগ্রি লাভ করার আগেই লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটান।

শহীদুল্লা কায়সার একাধারে ছিলেন রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। মাত্র ১৪ বছরে বয়সে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তবে রাজনীতিতে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করেন ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের মধ্য দিয়ে। এরপর ৪ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, ১৯৫১ সালে পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন এবং পরবর্তীতে পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

শহীদুল্লা কায়সার সাংবাদিকতার প্রবেশ করেন মাত্র ২২ বছর বয়সে ১৯৪৯ সালে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সম্পাদিত সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকার মধ্য দিয়ে। তখন ইত্তেফাক সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে বের হতো, যার প্রতিষ্ঠা সভাপতি ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। শহীদুল্লা কায়সার 'দেশপ্রেমিক' ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক পরিক্রমা' ও 'বিশ্বকর্মা' ছদ্মনামে 'বিচিত্রা কথা' শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয় কলাম লিখতেন। তার আপসহীন এসব লেখায় ফুটে উঠতো শোষিত ও নিপীড়িত বাঙালির অধিকারের কথা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। ভাষা আন্দোলনে রাজনৈতিক ভূমিকার কারণে ১৯৫২ সালের ৩ জুন তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বিচারে তাকে সাড়ে ৩ বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছুদের মধ্যেই তিনি আবার গ্রেফতার হন।

১৯৫৮ সালে কারাগার থেকে আবার মুক্তি মিললে শহীদুল্লা কায়সার দৈনিক সংবাদ-এর সম্পাদকীয় বিভাগে সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু ওই বছরের ৭ অক্টোবর সামরিক আইন জারি হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ১৪ অক্টোবর তাকে জননিরাপত্তা আইনে আবার গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায় তৎকালীন আইয়ুব সরকার। এরপর তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন প্রায় ৪ বছর পরে ১৯৬২ সালের অক্টোবরে। ১৯৬২ সালে মুক্তি পেয়ে পুনরায় দৈনিক সংবাদ-এ যোগদান করেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অন্তর্ধান পর্যন্ত এখানেই যুক্ত ছিলেন।

শহীদুল্লা কায়সারের জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কেটেছে কারাগারের প্রকোষ্ঠে। তিনি সেখানেও সময় ও জীবনকে সৃজনশীলতায় ব্যয় করেছেন। কারাগারে থাকাকালীন সবসময়ই তার কাছে ডায়েরি থাকতো। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকাকালীন তিনি রাতভর লেখালেখি করতেন। জেলখানায় বসেই লিখে ফেলেছিলেন তার বিখ্যাত উপন্যাস 'সারেং বউ'। কারাগার থেকে মুক্তিলাভের এক মাস পরেই ১৯৬২ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত হলো তার বিখ্যাত উপন্যাস 'সারেং বউ'। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'আইয়ুব আমাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন, আর আমি হয়ে উঠেছি সাহিত্যিক। 'সারেং বউ' ছাড়াও তার অন্য দুটি বিখ্যাত উপন্যাস 'সংশপ্তক' ও 'রাজবন্দীর রোজনামচা'ও তিনি জেলখানায় বসেই লিখেছিলেন।

১৯৭১ সালের ভয়াল ২৫ শে মার্চ অপারেশন সার্চ লাইটের নামে যখন পাকহানাদার বাহিনী বাঙালি হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিল তখন তৎকালীন অনেক কবি, সাহিত্যিক, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী দেশ ছেড়ে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু শহীদুল্লা কায়সার দেশ ছাড়েননি। রুটিন মাফিক কাজ করে যাচ্ছিলেন দৈনিক সংবাদ-এর অফিসে। ২৫ শে মার্চ রাতে পাকহানাদার বাহিনী দৈনিক সংবাদ-এর অফিস পুড়িয়ে দিলো। এসময় অনেকেই শহীদুল্লা কায়সারকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন। অনেকে বললেন, এই মুহূর্তে দেশে থাকা আপনার উচিত নয়। আপনি ভারতে চলে যান। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার ফিরে আসবেন। ওরা কাউকেই রাখবে না। তিনি নিজেও শুনেছিলেন ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বুদ্ধিজীবী হত্যার ঘটনা। কমরেড মনি সিংহ তাকে বলেছিলেন, এই মুহূর্তে তোমার থাকা আর ঠিক না। ভারত থেকেও কাজ করা যাবে। জবাবে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, 'সবাই যদি চলে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করবে কে? আর এই তথ্যগুলো আমার উপন্যাসের কাজে লাগবে।'

১৯৭১ সালের ভয়াল ২৫ শে মার্চ অপারেশন সার্চ লাইটের নামে যখন পাকহানাদার বাহিনী বাঙালি হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিল তখন তৎকালীন অনেক কবি, সাহিত্যিক, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী দেশ ছেড়ে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

শেষমেশ তিনি দেশেই রয়ে গেলেন। শহীদুল্লা কায়সারের সহধর্মিণী পান্না কায়সারের লেখা 'একাত্তরের শহীদ: শহীদুল্লা কায়সার' গ্রন্থ ও হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রের (৮ম খণ্ড) তথ্যসূত্রে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের মধ্যে যখন তিনি ঢাকার বাইরে থাকতেন তখন রেশনকার্ড দিয়ে যেতেন কবি সুফিয়া কামালের কাছে। কবি সুফিয়া কামাল রেশন কার্ড দিয়ে জিনিসপত্র তুলে আনতেন আর শহীদুল্লা কায়সার ঢাকায় ফিরে সেই জিনিসপত্র মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিলিবন্টন করতেন। কেবল তাই নয়, তার বাসাও ছিলো মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল। এখান থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার দেওয়া হতো।

১০ ডিসেম্বর থেকে যখন পরিকল্পিত বুদ্ধিজীবী নিধন পূর্ণ মাত্রায় শুরু হয়ে গেল তখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন তার পরিবার। বিশেষ করে ১০ ডিসেম্বর ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেনকে উঠিয়ে নিয়ে গেল আলবদর বাহিনী। ঠিক এক ঘণ্টা পরেই পিপিআইর প্রধান প্রতিবেদক ও কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের প্রতিবেদক সৈয়দ নাজমুল হককে পুরানা পল্টনের বাসা থেকে ও ভোর ছয়টার দিকে দৈনিক পূর্বদেশের প্রধান প্রতিবেদক এএনএম গোলাম মুস্তাফাকে গোপীবাগের বাসা থেকে ধরে নিয়ে গেল। ১২ ডিসেম্বর আলবদরের বেশ কয়েকজন তরুণ পিপিআইর জেনারেল ম্যানেজার ও বিবিসির প্রতিবেদক নিজামউদ্দিন আহমেদকে পুরান ঢাকার কলতাবাজারের তার বাসা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর ১৩ ডিসেম্বর শহীদুল্লা কায়সার পরিবারের চাপে নিরাপত্তার জন্য বাসা ছাড়তে বাধ্য হলেন। তিনি ভাবলেন ঢাকাতেই কোথাও আত্মগোপনে থাকবেন। কিন্তু বাসা ছাড়ার আধঘন্টা পর তিনি ফিরে এলেন। স্ত্রী পান্না কায়সারকে বললেন, 'আমি একা থাকবো না। তোমাদের নিয়ে একসাথে থাকবো!'

এদিন রাতে খাওয়ার পর স্ত্রীকে একটি চিঠি লিখলেন শহীদুল্লা কায়সার। চিঠির ভাষাটা এমন 'প্রিয়তমা সুপান্না কায়সার, আমার ছেলে-মেয়েগুলোকে তুমি যত্নে রেখো। আমি জানি, তুমি পারবে। তুমি ভালো থেকো। আমি কখনো কোথাও তোমার কাছ থেকে হারিয়ে যাবো না।'

১৪ ডিসেম্বর। সন্ধ্যা গড়িয়ে আসছে। পুরান ঢাকার কায়েতটুলির বাসায় শহীদুল্লা কায়সার মোমবাতি জ্বালিয়ে বিবিসি শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন। তখন তার স্ত্রী পান্না কায়সার শিশু কন্যা শমী কায়সারকে ফিডারে দুধ খাওয়াচ্ছেন। ঠিক এমন সময় দরজায় ঠক ঠক করে কড়া নাড়ার শব্দ হলো। শহীদুল্লা কায়সারের ছোট ভাই ওবায়দুল্লা এসে শহীদুল্লাহ কায়সারকে বললেন, 'বড়দা দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে খুলে দেব?'

শহীদুল্লা কায়সার ভাবলেন কোনো মুক্তিযোদ্ধা হবে। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই মুক্তিযোদ্ধারা হবে। জলদি দরজা খুলে দে।' তিনি নিজেও আলমারি খুলে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংগৃহীত অর্থ গুণতে লাগলেন। কিন্তু না। কালো কাপড়ে মুখ জড়ানো চার পাঁচ জন তরুণ এসে বললো, 'শহীদুল্লা কায়সার কে?' জবাবে শহীদুল্লা কায়সার বললেন, 'আমিই শহীদুল্লা কায়সার। কী দরকার বলুন?'

তখন একজন বলল, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে একটু' বলে তাকে ধরলো। এর মধ্যে শহীদুল্লা কায়সারের বোন ও স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? জবাবে তরুণরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললো, ' তাকে কিছুক্ষণ পর আমরা ছেড়ে দেবো।'

কিন্তু সেই যে গেলেন আর ফিরে এলেন না শহীদুল্লা কায়সার। যাওয়ার আগে শুধু একবার হালকা গলায় বললেন 'ভালো থেকো।' বাইরে তখন কারফিউ চলছে, গভীর অন্ধকারে ধীরে ধীরে তাকে বহনকারী গাড়িটি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আর ফেরা হলো না শহীদুল্লা কায়সারের। ঢাকার রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের অনেকের লাশ চিহ্নিত করা গেলেও আজও পাওয়া যায়নি শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সারের লাশ। বড়ভাইকে খুঁজতে গিয়ে এভাবে আর ফিরে আসেননি বাংলাদেশের আরেক উজ্জ্বল নক্ষত্র জহির রায়হান। এই দুই সহোদরের লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি লাল-সবুজের স্বাধীন বাংলাদেশে। এক শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হানকে হারিয়ে আমরা অনেকে পিছিয়ে গেছি। যে ক্ষতি আজও বয়ে বেড়াচ্ছে স্বদেশ।

১৯৬৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এক সোনালী বিকেলে শহীদুল্লা কায়সার ও পান্না কায়সার যুগলবন্দী হন। শমী কায়সার ও অমিতাভ কায়সার নামে তাদের দুই সন্তান রয়েছে। পান্না কায়সার একজন শিক্ষাবিদ ও লেখিকা, শমী কায়সার খ্যাতিমান অভিনেত্রী। শহীদুল্লাহ কায়সার তার বর্ণিল জীবনের জন্য উল্লেখযোগ্য পুরস্কারে ভূষিত হন। এগুলো হলো- আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬২), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), একুশে পদক (১৯৮৩) ও স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৮)।

শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে ছিলেন সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক। রাজনীতি, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার কোথাও শহীদুল্লা কায়সার আপস করেননি। তার আপসহীন বর্ণাঢ্য জীবন প্রজন্মের জন্য প্রেরণা। আজ তার জন্মদিন। জন্মদিনে জানাই শ্রদ্ধার্ঘ্য।

একটি লং ডিসট্যান্স কথোপকথন

মাহবুবুর রহমান

বৃহস্পতিবার, ২৭ এপ্রিল '২৩। দুই প্রান্তে দু'জন, নিউইয়র্কে আমি (মাহবুবুর রহমান), ওপারে মালিক ভাই (আব্দুল মালিক চৌধুরী, ইত্তেফাকের সাবেক সিলেট বুরো প্রধান)। পয়ত্রিশ বছর পর ফোনালাপ। ব্যবস্থাটা লোকমানের (জাসদ নেতা লোকমান আহমদ)। আগের দিন জানিয়ে রেখেছিলেন। আমি আনন্দে উদ্বেলিত।

কতক্ষণ কথা হয়েছিলো? দু'ঘন্টা? তারও বেশী। কথা আর শেষ হয় না। আমার ক্লান্তি ধরা পড়ে মালিক ভাইর কাছে। বললেন, মাহবুব সাহেব অসুস্থ, আজ এ পর্যন্ত থাক। সিলেটে মধ্যরাত, নিউইয়র্কে তখন দুপুর। মালিক ভাইর পাশে লোকমান আহমদ আর আমার পাশে আব্দুল ওয়াহিদ টুপন (মদিনার আলো সম্পাদক, আমাকে দেখতে এসেছেন এক ঝুড়ি ফলমূল নিয়ে।) তারাও উপভোগ করলেন আমাদের উচ্ছ্বাস।

ইব্রাহিম চৌধুরী এক ধাপ এগিয়ে। ফোনালাপের স্ন্যাপ শট আমার ম্যাসেঞ্জারে পাই ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে। শ্মশ্রুমন্ডিত নিজের ছবি দেখে অবাক হই।

সত্তর-আশির দশক। নয়নাভিরাম পৌর পাঠাগার ছিল সাংবাদিকদের আড্ডার প্রিয় স্থান। এর প্রধান কারণ লোকেশন। সামনে সুরমা নদী, পাশে ঐতিহাসিক কীনব্রীজ, চাঁদনী ঘাট, আলী আমজদের ঘড়ি, সারদা হল। আগে এটা ছিল লোকনাথ টাউন হল। আসাম টাইপের সুন্দর বাড়ী। সামনের প্রশস্থ প্রাঙ্গণে সুশোভিত ফুল। নদীতে বয়ে যায় নানা রঙের, নানা সাইজের নৌকা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদস্পর্শে ধন্য এ হল। সিলেট সফরকালে এখানে নাগরিক সংবর্ধনায় যোগ দিয়েছিলেন।

সাংবাদিকদের আকর্ষণের আরেক বড় কারণ, মালিক ভাই। সে সময় প্রেসক্লাব ছিল, ঘর ছিল না। আড্ডার সীমিত কয়েক স্থানের মধ্যে যুগভেরী, জেলা তথ্য অফিস আর পৌর পাঠাগার। মধ্য সত্তরে ঢাকার দৈনিক ও সংবাদ সংস্থায় সিলেটে যারা কাজ করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন তবারক হোসেইন, মাহবুবুর রহমান, আব্দুল মালিক চৌধুরী,বোরহান উদ্দিন খান, অজয় পাল, আব্দুল ওয়াহেদ খান, সুধীন্দ্র বিজয় দাস সলুদা, রফিকুর রহমান লজু, ডাঃ দিলওয়ার রানা, এম এ রব, বাবরুল হোসেন বাবুল, মুকুল আশরাফ, ইকবাল কবির, বুদ্ধদেব চৌধুরী, শামসুল হক চৌধুরী প্রমূখ। বিপিআই সংবাদ সংস্থায় কাজ করতেন এক তরুণ, নাম মনে আসছে না।(কারো নাম বাদ পড়লে তা একান্ত অনিচ্ছাকৃত)। সন্ধ্যায় আমরা ব্যস্ত থাকতাম ঢাকায় খবর পৌছাতে। প্রায়ই ঢু মারতাম পাঠাগারে। ওখানে অন্যরাও আসতেন। সাংবাদিক সমিতির সভাও মাঝে মধ্যে হতো। মালিক ভাই ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক। প্রেসক্লাবের বেশীরভাগ সভা হতো 'জ্যোতি মঞ্জিলে'। সভাপতি ছিলেন আমীনূর রশীদ চৌধুরী। বাড়তি আকর্ষণ ছিল জ্যোতিমঞ্জিলের আতিথেয়তা।

পৌর পাঠাগারের হলরুম বেশ বড়। পরিবেশ শান্ত, নির্মল। কোন কোলাহল নেই। পাঠকরা সবাই পাঠে মগ্ন। পূর্ব পাশে গ্রন্থাগারিকের রুম। এ রুমটিও বেশ বড়। রুমের অর্ধেক অংশে আরামদায়ক সোফা বসানো। আমরা ওখানটায় আড্ডা দিতাম, কাউকে ডিস্টার্ব না করে। মালিকভাই কাজের ফাকে ফাকে সঙ্গ দিতেন। প্রেসক্লাবের স্বাদ খানিকটা এ ভাবেই মিটতো।

মালিক ভাইর সাথে কথা হয়নি দেশ ছাড়ার পর । কত বছর? পয়ত্রিশ বছর। জমা কত কথা, কোনটা রেখে কোনটা বলি। আমার কথা শেষ করি এক কথায়, এখন গৃহবাসী। মালিক ভাই বললেন তাঁর কথা। এক মেয়ে, এক ছেলে। দু'জনই শিক্ষিত। মেয়ে ডাক্তার। ওসমানী মেডিক্যাল কলেজের পাশে এক টুকরো জমি কিনে বাড়ী করেছেন। সম্ভব হয়েছে কুলাউড়ায় পৈতৃক জমি বিক্রয় ও ব্যাংক লোন। ইত্তেফাকের সিলেট বুরো প্রধান ও প্রেসক্লাবের সভাপতি ছিলেন।

তাঁকে বললাম, ২০১৮ সালে প্রেসক্লাবে গিয়েছিলাম। সুদৃশ্য ভবন। এক ঝাক তরুণ মুখ। ভালো লেগেছে। সভাপতি ইকরামুল কবির, কিশোর বয়সে দোখেছি যুগভেরীতে। সময় টিভির সাংবাদিক। সাধারণ সম্পাদক ইকবাল মাহমুদ। একাত্তর টিভির সাংবাদিক। ইকবাল বললেন, আপনার রুম দেখবেন না?

আমার রুম! কিছুটা অবাক হলাম।

ইকবাল নিয়ে গেলেন সাধারণ সম্পাদকের কক্ষে। বললেন, আপনিতো সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

এবার বুঝলাম। রুমে যতক্ষণ ছিলাম, সুন্দর এক অনুভূতি আমাকে সিক্ত করলো।

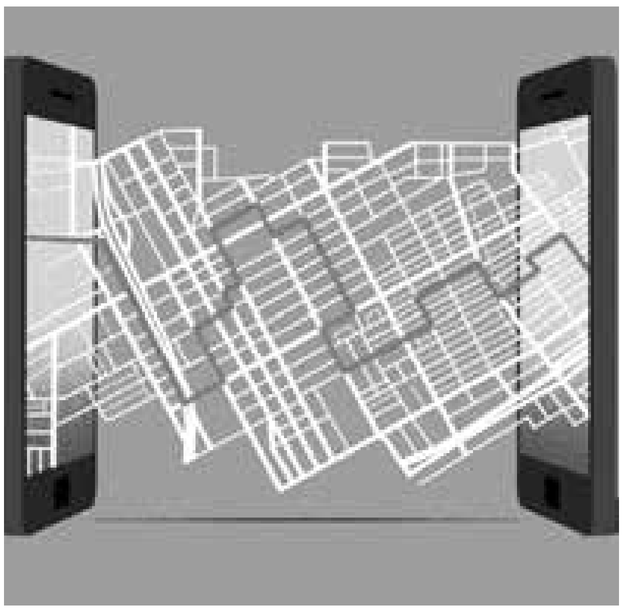

মালিক ভাইকে বললাম, আপনার উপর যে বইখানি প্রেসক্লাব প্রকাশ করেছে, ইকবাল তা আমাকে দেখিয়েছেন। সুন্দর ছাপা, অঙ্গসজ্জা। পুরোটা পড়া হয়নি। খুশী হয়েছি প্রেসক্লাবের এমন কাজে। ইকবাল মাহমুদ তখন তার এক অভিজ্ঞতা উল্লেখ করলেন। মালিক ভাইর সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে বার বার তিনি 'মাহবুব সাহেব' নামটি উচ্চারণ করছিলেন। তখনই আমার আগ্রহ জন্মে, কে এই মাহবুব সাহেব, তাঁকে জানা দরকার। আজ সে ইচ্ছা পূরণ হলো।

পাঠাগারের আড্ডায় আলোচনা হতো প্রেসক্লাব নিয়ে। এখনো ক্লাবের ঘর হলো না। নির্বাচনেরও খবর নেই। একই কমিটি দেখছি অর্ধযুগ ধরে। সাধারণ সম্পাদক কেন নির্বাচন দিচ্ছেন না?

সিলেট প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আমীনূর রশীদ চৌধুরী। '৭৩ সালে যুগভেরীতে যোগদানের পর তবারক ভাই (সাধারণ সম্পাদক) আমাকে বললেন, প্রেসক্লাবের কমিটিতে আমাকে নেয়া হয়েছে। জ্যোতি মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত ক্লাবের সভায়ও উপস্থিত থেকেছি। সে সব সভায় জনশক্তি সম্পাদক নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী ও দেশবার্তা সম্পাদক হিমাংশু শেখর ধরও অংশ নিয়েছেন। অনেক পরে আমীনূর রশীদ চৌধুরী প্রেসক্লাবের কার্যক্রম থেকে কিছু দিনের জন্য নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এর কারণ পরে জানতে পেরেছি। এক রাজনৈতিক দলের জঙ্গী কর্মী (হবিগঞ্জ বাড়ী) সাংবাদিকের পরিচয়ে ক্লাবের আঙ্গিনায় প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। তার অভদ্রোচিত আচরণে সদস্যরা বিরক্তি প্রকাশ করতেন। ক্লাবের এমন পরিবেশে থাকতে চাননি জনাব চৌধুরী। পরে সাংবাদিকরা ওই জঙ্গী কর্মীকে বহিষ্কার করে ক্লাবের পরিবেশ রক্ষা করেন।

মনে পড়ে, '৭৩ সাল থেকে সিলেটে নতুন ডিসি অথবা মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী কেউ এলে তবারক ভাইর নেতৃত্বে আমরা দেখা করে প্রেসক্লাবের জন্য জমি বা ঘরের আবেদন করতাম। এ ভাবেই চলেছে বছরের পর বছর। এমনকি তবারক ভাইর নেতৃত্বে জিন্দাবাজারের অফিসে গিয়ে দেওয়ান ফরিদ গাজীর কাছে বাকশালে যোগদান করেছি। সবাই আশ্বাস দিয়েছেন ঘর-জমির, তবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে '৭৮ পর্যন্ত। উল্লেখ্য, আমীনূর রশীদ চৌধুরী বাকশালে যোগদান করেন নি।

'৭৮ সাল। পাঠাগারের আড্ডার হালকা আলোচনা দিনে দিনে ভারী হতে থাকলো। ক্লাবের জমি-ঘর হয়নি, ঠিক আছে, নির্বাচন করতে বাঁধা কোথায়? অর্ধযুগের উপরে একই কমিটি! সাধারণ সম্পাদকের উচিত নির্বাচন আয়োজন করা। এ সব আড্ডায় আরো আসতেন ক্লাব সদস্য ফজলুল করিম চৌধুরী অপু, এহিয়া রেজা চৌধুরী, খালিসুর রহমান, এটিএম হায়দার, আলী আশরাফ চৌধুরী খালেদ প্রমুখ। এক পর্যায়ে বিষয়টি আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ কার্যকরী কমিটির সভা ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদ আসে । চূড়ান্ত পর্যায়ে কার্যকরী কমিটির সভায় নতুন একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়–যার সভাপতি বোরহান উদ্দিন খান ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান। দু'জন ছাড়া কমিটির সকল সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। সে দু'জন হচ্ছেন তবারক হোসেইন ও অজয় পাল। বোরহান উদ্দিন খান থাকতেন গ্রামের বাড়ী বালাগঞ্জে। দৈনিক আজাদের প্রতিনিধি ছিলেন। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি শহরে চলে আসেন।

এরপর ঘটে নাটকীয় ঘটনা। যে দিন আমরা নতুন কমিটি করি সে দিন বা পরদিন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ফয়েজউল্লা শহরের সুবিদবাজারে প্রেসক্লাবের জন্য এক খন্ড জমি বরাদ্দ করেন এবং বরাদ্দপত্র তবারক ভাইর কাছে হস্তান্তর করেন। এ খবর সত্যি আনন্দের। আমরা সুবিদবাজারে সরজমিনে দেখে জমির দখল সমঝে নিলাম। জেলা প্রশাসক ভবন নির্মাণের জন্য ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দ দিলেন (সে সময় এটা অনেক টাকা)। ক্লাবের নির্মাণযজ্ঞ শুরু হলো। ইট,পাথর, বালি, সিমেন্ট, রড আনতে হবে। আমি পড়লাম বিপদে। দু'টি পত্রিকায় (যুগভোরী ও সংবাদ) চাকুরী করি, ফুলটাইম। বাংলাদেশ বেতারে কথিকা ও স্ক্রিপ্টও লিখি। এতসব করে ক্লাবের ভবন নির্মাণের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব কি ভাবে করবো। এতে কোন কাজই হবে না। সিদ্ধান্ত নিলাম সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে সরে দাঁড়াবো। কার্যকরী কমিটি তখন এহিয়া রেজা চৌধুরীকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিল। তাঁর এ সব কাজে অভিজ্ঞতা ও সময় দু'টোই আছে। এহিয়া রেজা চৌধুরীর তত্বাবধানে ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হলো। প্রেসক্লাব তখন এক বাস্তবতা।

মালিক ভাই স্মরণ করলেন, নতুন কমিটি গঠনের পরদিন তবারক ভাই সলুদাকে সঙ্গে নিয়ে পাঠাগারে আসেন এবং ক্লাবের জমির জেলা প্রশাসকের বরাদ্দ পত্রটি তার কাছে হস্তান্তর করেন।

ভাবলাম, একদিন আগে এটা এলে প্রেসক্লাবের ইতিহাস কিঞ্চিত পরিবর্তন হতো। আজকে যেমনটা লিখছি, তেমনটি না।

আমাদের কথোপকথন দীর্ঘ হচ্ছে। বাংলাদেশে মধ্যরাত গড়িয়েছে। বুঝতে পারি, ইদানীং আমার ফোনালাপ দীর্ঘ হচ্ছে। আগে ছিল তার উল্টো। এইতো ক'দিন আগে, লোকমানের ফোন ছাড়ি না। শেষ রাত। লোকমান তাহাজ্জুদ নামাজের কথা বলায় ইতি টানলাম। আজকেও দৃশ্যপটে লোকমান। তবে কাউকে কিছু বলতে হয়নি। ভিডিওতে আমার ক্লান্তি দেখে মালিক ভাই বললেন, মাহবুব সাহেবের শরীরটা ভালো দেখাচ্ছে না। আজ থাক এ পর্যন্তই।

সমাপ্তি টানার আগে তবারক ভাই ও আমার সম্পর্ক বিষয়ে কিছু বলা দরকার। আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম, এখনো আছি। দু'জন ছিলাম ঢাকার দু'টি দৈনিকের স্টাফ রিপোর্টার, বেতনভুক্ত সাংবাদিক। এক সাথে খবর সংগ্রহ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, লেখালেখিতে সম্পৃক্ত ছিলাম। তাঁর ধারণা হতে পারে, সম্পাদক হওয়ার জন্য আমি নতুন কমিটি গঠনে উদ্যোগী ছিলাম। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আসলে এটা ছিল, ক্লাব সদস্যদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খার বিপরীতে অবস্থানের পরিণতি। (প্রসঙ্গ নির্বাচন)। প্রেসক্লাবের জমি লাভের পিছনে তাঁর অবদান ক্লাব অবশ্যই স্মরণ করবে। আমার মনে পড়ে, সম্ভবত আব্দুল ওয়াহেদ খানের কাছে শুনেছিলাম, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ বলেছিলেন, কি ব্যাপার, প্রেসক্লাবের জমি বরাদ্দের পত্র তবারক হোসেইনকে আজ দিলাম, এখন শুনি আপনারা তাঁকে সরিয়ে দিয়েছেন।

এটা ছোট্ট এক ট্র্যাজেডী। আগেই বলেছি, একদিন আগে এ চিঠি এলে গল্পটিকে অন্যভাবে সাজাতে হতো।

প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লেখার জন্য মাঝেমধ্যে অনুরোধ আসে। লেখা হয় না। আজো ইতিহাস লিখছি না। মালিক ভাইর সাথে আলাপে পুরনো দিনের খানিকটা স্মৃতিচারণ করেছি। আমার সহকর্মী গিয়াস উদ্দিন আউয়াল ইতিহাস লিখেছেন। আজকের তথ্যগুলো তাঁর কাজে লাগবে কিনা জানি না।

বৃহস্পতিবার, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

শিল্পঘর

বিয়ে বা বিবাহ! শব্দটাই একটা মধুর অনুভূতি প্রদান করে। বিয়ে মানেই একটি সংসারের শুরু যেখানে থাকবে প্রেম ভালোবাসা, বিশ্বাস, সম্মান ও অনেকগুলো দায়িত্ব-কর্তব্য। বিয়ে-একটি ভবিষ্যতের পরিকল্পনার সূচনা। বিয়ে যদিও কিছুটা সীমারেখার মধ্যে নিয়ে আসে মানুষকে, তবু বিয়ে মানেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, নৈতিকতার পরিবর্তন। বিয়ে মানুষের জীবনে শৃঙ্খলাও নিয়ে আসে যেখানে সে নিজেকে সাজাতে পারে নতুন রূপে। 'শিল্পঘর' এর যাত্রা শুরু হল আজ আমাদের নতুন প্রজন্মের বিয়ে ভাবনা ও কিছু নতুন দম্পত্তির প্রাণবন্ত ছবি দিয়ে। 'শিল্পঘর' প্রতি মাসে এক পাতা নিয়ে তার যাত্রা অব্যাহত রাখবে। আশা করি আপনারা পাশে থাকবেন।—রোকেয়া দীপা।

বিয়ে একটি সামাজিক বন্ধন। বিয়ে একটি বৈধ চুক্তি যার মাধ্যমে দু'জন মানুষ দাম্পত্য সম্পর্কে জড়িত হয়। বিভিন্ন দেশে ধর্ম ও সংস্কৃতিভেদে বিয়ের সংজ্ঞার তারতম্য রয়েছে। তবে সার্বিক অর্থে বিয়ে হল সে ব্যবস্থা যার মাধ্যমে দু'জন মানুষ ঘনিষ্ঠ ও শারীরিক সম্পর্ক গড়ে, সন্তান জন্ম ও পরিবার গঠনে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে।

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মানে মানসিক সমর্থন, সাহচর্য এবং আত্মীয়তার অনুভূতি, প্রেমময় এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সম্পর্কে থাকা যা একজনের মনে সুখ আনে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা প্রদান করে। বিয়ে, সন্তান লালন-পালনের একটি উপযুক্ত প্রেক্ষাপট যেখানে বাবা-মা সন্তানের দায়িত্ব ভাগ করে নেয় এবং শিশুদের বেড়ে ওঠার জন্য একটি স্থিতিশীল, প্রেমময় ও নিরাপদ পরিবেশ প্রদান করে। বিয়ে, শারীরিক এবং মানসিক ঘনিষ্ঠতার জন্য একটি সুযোগ প্রদান করে, যা একটি পরিপূর্ণ এবং সুস্থ সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দিক হতে পারে। বিয়ে, পরিবার, আত্মীয় ও সমাজে একটি শক্তিশালী সমর্থন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। বিয়েকে প্রায়শই প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে গৃহীত এবং প্রত্যাশিত দিক হিসাবে দেখা হয় যা একজনের পরিচয় এবং নিজের অনুভূতি প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে। বিয়ে প্রায়ই আইনি অধিকার এবং সুবিধার সাথে আসে যেমন শেয়ার্ড সম্পত্তির অধিকার, উত্তরাধিকার অধিকার। বিয়ে ব্যক্তিগত বৃদ্ধি এবং বিকাশের একটি সুযোগ কারণ ব্যক্তিরা একত্রে বাস করে চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে শিখে, কার্যকরভাবে আপোস করতে এবং যোগাযোগ করতে শেখে। বিয়ে হল অন্য ব্যক্তির প্রতি প্রতিশ্রুতি এবং একজনের জীবনের দায়িত্ব ও উদ্দেশ্যের অনুভূতি প্রদান করা। গবেষণায় দেখা গেছে যে বিবাহিত ব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং যারা অবিবাহিত তাদের তুলনায় দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। বিয়ে হতে পারে পরিবার এবং বন্ধুদের একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় গড়ে তোলার একটি সুযোগ। যাইহোক, এটা মনে রাখা জরুরি যে বিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান নয় এবং এটি সবার জন্য সেরা পছন্দ নাও হতে পারে। বিয়ে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের মূল্যবোধ, লক্ষ্য এবং ব্যক্তিগত পরিস্থিতি বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

ফাহিমা আনজুম নেহা ও অর্ণব আবসার

একটা সময় ছিল যখন আমাদের নিজস্ব কিছু বিশ্বাস নিয়েই আমরা বাস করতাম। এক শহরের লোকেরা অন্য শহরের কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো না। এক ধর্ম সংস্কৃতি বা জাত গোত্রের লোকেরা তাদের সীমানা বা বৃত্তের বাইরে অন্য কাউকে জীবনসঙ্গী হিসাবে বাছাই করতো না। তবে সময়ের সাথে আমাদের চিন্তা ভাবনার প্রসার বিস্তৃত হয়েছে, হচ্ছে। পশ্চিমা দেশে ও পরিবেশে বেড়ে ওঠা আমাদের নতুন প্রজন্মের বর্তমান জীবন ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। তাদের চিন্তা, আদর্শ, জীবনধারণ ও সংস্কৃতি সহ আমুল পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। এই পরিবর্তনে জ্যানারেশন গ্যাপ খুব স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। ইমাম কাজী কাইয়ুম যেমন বলেছেন, "প্রকৃত অর্থে জেনারেশন গ্যাপ হলো এক প্রজন্মের শিক্ষা, আদর্শ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ আরেক প্রজন্মের মধ্যে প্রজন্মান্তর না হওয়া। জেনারেশন গ্যাপ সৃষ্টির সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল ভাষার পরিবর্তন, যা আমাদের অনিচ্ছা ও অজান্তেই হয়ে যায়। হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিকও বটে। ভাষার মাধ্যমে ভাব ও মূল্যবোধ প্রবাহিত হয়। ভাষা পরিবর্তিত হলে পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্মের মূল্যবোধ গ্রহণ করতে পারে না। ফলে জেনারেশন গ্যাপ তৈরি হয়। পশ্চিমা সমাজে বেড়ে ওঠা মুসলমান প্রজন্মের কাছে মুসলিম সংস্কৃতি গত আরবি ফারসি ভাষার ব্যাপক প্রচলন না থাকায় ১১০০ বছরের সঞ্চিত মূল্যবোধ প্রজন্মান্তর হওয়ার ক্ষেত্রে তৈরি হয়ে প্রতিবন্ধকতা।"

১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করাদের বলা হয় Z জেনারেশন। তাই ২০২৩ সালের হিসাবে, জেনারেশন Z এর বয়সের পরিসীমা ১১ থেকে ২৬ পর্যন্ত। জেনারেশন Z-এর চিন্তা ভাবনা, আদর্শ অনেকটাই ভিন্ন। তারা আসলে কি চায়, জীবনকে কোন দৃষ্টিতে দেখে, তা বোঝা অনেক অভিভাবকের জন্য অনেক সময় মুশকিল হয়ে পড়ে। বিয়ের ব্যাপারটা নিয়েও তাদের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মতামত। কেউ বিয়ে করতেই চায় না, কেউ পারিবারিক রীতিনীতিতে বিয়েকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে। কেউ জাত, ধর্ম, সংস্কৃতি, বিশ্বাসের বাইরে গিয়ে নিজ পছন্দকে বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করে। এ নিয়ে কেবল অভিভাবকরা নন, মনোবিজ্ঞানও মাথা ঘামান। হুইটিয়ার কলেজের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক চার্লস টি. হিল (পিএইচডি) যেমন বলেছেন, "প্রতিটি প্রজন্মের যুবক-যুবতীকে অবশ্যই তাদের জীবনের লক্ষ্য আবিষ্কার করতে হবে। বিয়ে করা এবং একটি পরিবার শুরু করাকে প্রায়শই লোকেদের তাদের পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করার, তাদের নিজস্ব চাহিদা পূরণ করার এবং তাদের প্রাপ্তবয়স্ক এবং যৌন পরিচয় যাচাই করার একটি উপায় হিসাবে দেখা হয়। প্রত্যেককে খুঁজে বের করতে হবে তারা কে এবং তারা কে হতে চায়।"

নুসরাত ও ফিলিপ

যাই হোক, জেনারেশন গ্যাপ মোকাবেলা করেই আমাদের আজ বাইরের দেশে বেড়ে উঠা প্রজন্মদের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে ভাবতে হয়। তারা মুক্তমনা প্রজন্ম। তাদের তুলনায় আমরা একধাপ পিছিয়ে। যেমনটা আমাদের বাবা-মা আমাদের চিন্তাভাবনা, আদর্শ থেকে পিছিয়ে। তাই সমঝোতা, বিবেচনা, আলোচনা সর্বোপরি তাদের সাথে তাল মিলিয়েই অনেক সময় আমাদের সামনে পা বাড়াতে হয়। আজ আমরা দেখছি অনেকেই নিজ নির্দিষ্ট সংস্কৃতি ও ধর্মের বাইরে বাইরে গিয়ে ভিন্ন সংস্কৃতির ভিন্ন ধর্মের জীবনসঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন। দুই পক্ষ থেকেই নিয়মরীতি পালনের মাধ্যমে বিয়ের কাজটি সম্পন্ন করছে। অনেক অভিভাবকরা এটা মানতে পারেন না। আবার অনেক অভিভাবকরা বিষয়টিকে দেখছেন সন্তানের দৃষ্টিভঙ্গিতে। অনেক অভিভাবক মনে করেন, জীবনসঙ্গী বাছাই করা একদিনের যাত্রা নয়। যে যার সাথে সারাটা জীবন কাটাবে, তাকেই নিজের উপযুক্ত মন মননে মানানসই জীবনসঙ্গীটিকে বাছাই করে নেয়া দরকার।

এই প্রজন্মও বিশ্বাস করে, মনের মিল, বোঝাপড়া, সম্মান ও বিশ্বাসই হল জীবনসঙ্গী বাছাই করার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই তারা আজ নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে বের হচ্ছে। বাইরের দেশেও মুসলমানদের বিয়ের নিয়মরীতি অনুযায়ী ঘটা করে সম্পন্ন হচ্ছে বিয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি। আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে ঘর বা মসজিদ, পার্টিহলে সম্পন্ন হচ্ছে বিয়ের কাজটি। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির লোকেরাও উপভোগ করছে আমাদের বিয়ে করার পদ্ধতি, নিয়মে থাকা আয়োজন। আমরা দেখছি, ভিন্ন সংস্কৃতির লেকেরাও আমাদের বিয়ের আয়োজনে কোট-টাই ছেড়ে শাড়ি গহনা, ছেলেদের সাজে দারুণ উপভোগ করছেন।

যে যেভাবেই পরিবার গঠন করুক, একটি আস্থার ও নিরাপদ পরিবার হতে পারে আমাদের শিশুদের জন্য সার্বিক দিক থেকে উপকারী যেখানে থাকবে নিজ ধর্মকর্ম, শিক্ষা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, আদর্শ, মানবিকতা ও সামাজী-কিকরণের সকল ইতিবাচক উপকরণ।

বিয়ে প্রতিটি মানুষের জীবনের বিশেষ একটি দিন। এই বিশেষ দিনের সাজ ও পোশাকে সকলেই চায় আভিজাত্য আর সৌন্দর্যের ছোঁয়া। বিয়ের শাড়িতে কিংবা পোশাক সম্ভারে লাল, সোনালি, কমলা, গোলাপি- এই ধাঁচের রঙগুলোর উপস্থিতি দেখা যায় বেশি। গত কয়েক দশকে বিয়ের সাজ ও পোশাকে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন এসেছে। বিয়েতে চিরায়ত শাড়ির রঙের ব্যবহার এখনো আগের মতই রয়ে গেলেও কনেরা এখন এই ধারণা ভেঙে সব ধরনের রঙেই শাড়ি বা অন্য পোশাকে অভিনত্ব আনছে বিয়ের সাজে। অনেকেই এখন পোশাকে গাউন কিংবা লেহেঙ্গা, ঘাগরা পরছে। সাদা থেকে শুরু করে সব রঙের ব্যবহার লক্ষণীয় এমন পোশাকে। শুধু পোশাকেই নয়, কনের বিয়ের পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে সাজসজ্জা, গয়না, হাতের পার্স, জুতা পর্যন্ত সবকিছুতেই রঙের পরিবর্তন। বরের বিয়ের পোশাক শেরওয়ানি হলেও এর সঙ্গে প্রিন্সকোট, ব্লেজার বা কটিসহ পাঞ্জাবি পরতে দেখা যাচ্ছে অনেক বরকে। অনেক বর কনের সঙ্গে মিলিয়ে পোশাকের রং নির্বাচন করছেন।

সদ্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া রায়ানের মা সোহানা নাজনীন। তিনি বলেন, "আমেরিকায় থাকা বাঙালি প্রবাসীর সন্তানের সাথে ভিন্ন সংস্কৃতির সন্তানদের বিয়ে বর্তমান সময়ে খুব সাধারণ একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে যে সমস্ত বাঙ্গালি আমেরিকায় এসেছিলেন তাদের সন্তানেরা বেশির ভাগই এদেশের জন্মগতভাবে নাগরিক। পড়াশোনা শেষ করে মূলধারার সাথে কাজ করছে। তাদের অনেকেই বাঙালি ছাড়াও ভিন্ন দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের সন্তান বিয়ে করছে। জীবনসঙ্গী বাছাইয়ের ব্যাপারে এরা হাইস্কুলের সুইটহার্টকেই বেছে নেয়। আমি নিউইয়র্কে বসবাস করছি প্রায় পঁচিশ বছর যাবত। আমার জানা মতে বাঙ্গালি বাচ্চারা অনেকেই ভারতীয় কিংবা পাকিস্তানি বংশোদ্ভুত ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে করছে। এই ব্যাপারে তাদের বাবা-মা'রা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই রাজি হয়ে যাচ্ছে সেইসব প্রস্তাবে। অনেক্ষেত্রে ওরিয়েন্টাল, স্প্যানিশ, মিডল ইস্টার্ন মুসলিমদের প্রতিও তাদের পছন্দ লক্ষ্য করা যায়। দুই ভিন্ন সংস্কৃতির বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো ভীষণ জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে থাকে।

আমার বড় ছেলে রায়ানের বিয়ে হয়েছে মারিয়ামের সাথে, মারিয়ামের বাবা-মা প্রায় আটত্রিশ বছর আগে পাকিস্তান থেকে আমেরিকায় এসেছিলেন। রায়ান এবং মারিয়াম একসাথে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় পরিচিত হয়েছে। সেখান থেকে তারা বিয়েতে গড়িয়েছে গত বছরের ডিসেম্বরে। দুটি ভিন্ন দেশের ভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন হয়। বৌভাত অনুষ্ঠানের দিন মারিয়ামের পরিবারের সব মেয়েরা শাড়ি পরেছিল। বাঙ্গালি পরিবারের প্রতি সম্মান জানিয়েই তারা এমন সুন্দর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মারিয়াম নিজেও লাল টুকটুকে বেনারসি পরেছিল। বৌভাতের খাবারের মেনুতে ছিল বিশেষ বাঙ্গালিয়ানার স্বাদের ছোঁয়া। বিয়ের পর মারিয়াম অল্পসল্প বাংলা শিখতে শুরু করেছে। দুই পরিবারের এই রীতি নীতি-ভাষা-পোশাক পরিচ্ছদ-খাবার ইত্যাদির আদান প্রদান বেশ আনন্দের সাথে আমরা উপভোগ করছি।"

আমরা আজ দেখতে পাই যে, বাঙালি ছেলে মেয়েরা ভিন্ন ধর্ম বা সংস্কৃতির জীবনসঙ্গী বেঁছে নিলেও অনেকেই বিয়ের পর বাংলা ভাষা আয়ত্ত করতে আগ্রহী হচ্ছে। অনেকে ধর্ম বদল করছে। অনেকে বাংলা সংস্কৃতিকে ধারণ করার চেষ্টা করছে। আবার অনেকে দুই পক্ষের ধর্ম সংস্কৃতি বজায় রেখে একে অপরের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসায় গড়ছেন সুন্দর শৃঙ্খল একটি পরিবার। যে যেভাবেই পরিবার গঠন করুক, একটি আস্থার ও নিরাপদ পরিবার হতে পারে আমাদের শিশুদের জন্য সার্বিক দিক থেকে উপকারী যেখানে থাকবে নিজ ধর্মকর্ম, শিক্ষা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, আদর্শ, মানবিকতা ও সামাজীকিকরণের সকল ইতিবাচক উপকরণ।

মূলত, সব ধর্মেই বিয়ের প্রধান চুক্তিগুলি হল-দুইজন(পুরুষ ও নারী) ব্যক্তির চূড়ান্ত জীবনব্যাপী সম্মিলন, যেখানে তারা একে অন্যের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভরসা রাখবে। নিজ ধর্ম, দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করবে, অধিকার ও দাম্পত্য প্রেম, কাম বাসনা, বংশবৃদ্ধি সহ একটি সুন্দর সুশৃঙ্খল পরিবার গঠন করবে। এভাবেই দুই ব্যক্তির মিলন, ঐক্য ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত হয়।

আজ এমনই কিছু বর-কনের বিয়ের ছবি আমরা নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। শুভ কামনা সকল বর কনেকে।

রায়ান ও মারিয়াম

পার্কার ও প্রিয়তা

পৃষ্ঠার বাইরে

এইচ বি রিতা'র মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে রচিত একটি অসাধারণ গল্পের বই

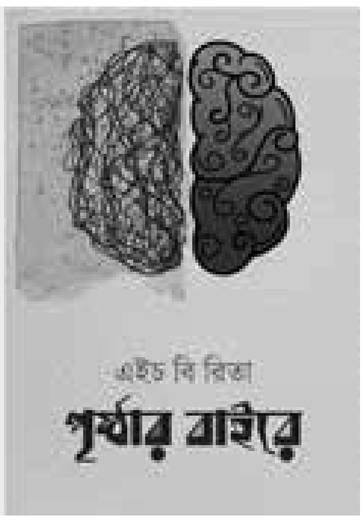

সোহানা নাজনীন

জীবনের সব গল্প শুধু পৃষ্ঠার ভিতরে সংকলন করা সম্ভব নয়। কিছু গল্পের কাহিনী বুঝতে হলে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে পৃষ্ঠার বাইরে। আর এইরকম চৌদ্দটি ছোটগল্পে রচিত এইচ বি রিতা'র নতুন বই 'পৃষ্ঠার বাইরে।' প্রকাশ হয়েছে ঘাসফুল প্রকাশনী থেকে ২০২৩-এর শেষের দিকে। প্রচ্ছদ করেছেন শামীম আরেফীন। বইটি এখন বাওয়া যাচ্ছে অমর একুশে বইমেলায় স্টল নম্বর ১৪৭/১৪৮। বইটি হাতে পাওয়ার সাথে সাথে পড়ার আগ্রহ জাগল। তড়িৎ আগ্রহের কারণ হল বইটির শিরোনাম এবং প্রচ্ছদ। বিভক্ত মস্তিষ্কের প্রচ্ছদটিই মূলত পাঠকদেরকে বইটি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিবে বলে আমার মনে হয়েছে। সম্পূর্ণ বইটি পড়ার পর মনে হল, বইটি নিয়ে দু'কথা লেখা দরকার।

এইচ বি রিতা'র বইটির প্রতিটা গল্প মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে রচিত, তাঁর সুনিপুণ শৈলী দক্ষতায় রচিত ছোটগল্প গুলো নিঃসন্দেহে পাঠকদেরকে গল্পের চরিত্রের অভ্যন্তরীণ সংগ্রামে নিমজ্জিত করবে। গল্পগুলো সাধারণ প্রেক্ষাপট স্থাপনের মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং ধীরে ধীরে গল্পগুলোর চরিত্র, ঘটনা, দ্বন্দ্ব একে একে প্লটটিকে আরো গভীরতায় উন্মোচন করতে শুরু করে। পড়তে পড়তে লক্ষ্য করি, গল্পের মনস্তাত্ত্বিক উত্তেজনার সূক্ষ্ম লক্ষণগুলি একে একে আবির্ভূত হতে শুরু করেছে যা আমাকে একজন পাঠক হিসাবে আরও গভীরে ঢুকতে সুযোগ করে দেয়। মনে হচ্ছিল যেন, কোনো না কোনো চরিত্রের একটির সাথে বুঝি আমি নিজেই নিজেকে আবিস্কার করছিলাম। আবার কিছু চরিত্র যেন মিলে যাচ্ছে আমার খুব পরিচিতর সাথে।

'পৃষ্ঠার বাইরে' বইটির শুরুটা হয় "মেয়েটাকে বাঁচাও-সে পুড়ে যাচ্ছে"-গল্পটি দিয়ে। গল্পে দুটো চরিত্র খুঁজে পাই, সালমা বেগম এবং তার মেয়ে মারিয়া। মিথ্যা গল্প বলতে পছন্দ করে মারিয়া যা নিয়ে চিন্তিত তার মা সালমা বেগম। তিনি নিজেও হতাশায় পড়েন এ নিয়ে। মনোবিজ্ঞানী ডঃ রেজা নূরের শরণাপন্ন হোন সালমা বেগম। ডাক্তার শেষে বাড়ি ফেরার পথে মারিয়া বার বার মাকে টেক্স করে, ফোন করে বলতে চেষ্টা করে যে তাদের বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছে। কিন্তু মারিয়ার এমন বহু মিথ্যা গল্প সাজানোর কারণে হতাশ বিক্ষুব্ধ সালমা বেগম তার ফোনের মেসেজ না দেখে ফোনটি কাছ থেকে সরিয়ে রাখেন। একসময় টের পান, বিল্ডিংয়ে সত্যিই আগুল জ্বলছে দাউ দাউ করে এবং তার মেয়ে সে আগুলে আঁটকে আছে। গল্পটিতে একটি শিক্ষণীয় বার্তা পেলাম, মজা করেও কখনো মিথ্যা বলতে নেই।

'মিলেনা ফেইস মগ'-গল্পটিতে স্কিৎজোফ্রেনিয়ার চিত্র রাখা হয়েছে বলে মনে হল। কারণ মূল চরিত্র সোফিয়া প্রায়শই তার মৃত প্রেমিক রজতের সাথে কথা বলে। সোফিয়া দেখে রজত তার পাশের চেয়ারে বসে কফির কাপ হাতে তার সাথে কথা বলে, যে কাপটির নাম-মিলেনা ফেইস মগ। এই কাপটিতেই তারা দু'জন শেষ চুমুক দিয়েছিল। ট্রেনের নিচে পড়ে মারা যায় রজত। সে রজত বার বার ফিরে আসে সোফিয়ার সামনে। সোফিয়া রজতের মৃত্যুতে নিজেকে দায়ী করে। কী ঘটেছিল সেদিন ট্রেন স্টেশনে? মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্ধে পতিত সোফিয়াই কী তবে রজতের মৃত্যুর জন্য দায়ী? গল্পটি পড়লেই পাঠক এর রহস্য উৎঘাটন করতে পারবেন।

'কী হবে' এবং 'ইটস্ অভার' গল্প দুটোতে দৈনন্দিন জীবনের চলমান কিছু মানসিক সঙ্কটের চিত্র দেখতে পেলাম। ভয়, হতাশা, উদ্বেগ এসবই আমাদের জীবনের সাথে জড়িত, তবে সেগুলো থেকে বেরিযে আসতে আমাদেরকে পরিবার বা চিকিৎসকের সাহায্য দরকার হয়। প্রচণ্ড ভয় নিয়ে বাস করা সামিরা 'কী হবে', গল্পের মূল চরিত্র। ক্ষণে ক্ষণে তার মনে ভয় জাগ্রত হয়, আত্মবিশ্বাস কমে যায়। সামিরার কলেজের গ্যালারিতে তার দুর্দান্ত একটি চিত্র প্রদর্শিত হবে। কিন্তু সে অস্থির হচ্ছে,উত্তেজনা, ভয় তাকে ঘিরে ফেলছে। বার বার বাবাকে জিজ্ঞেস করছে, "যদি চিত্রটি উপস্থাপন করতে না পারি তবে কী হবে?" আজকাল সামিরা ডোর বেল বাজলেও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ নিয়ে তার পিতা আবদুল লতিফ মর্মপীড়নে পড়েন। রঙতুলির আঁচড়ে মেয়েকে ভয় থেকে বের করে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যান। 'কী হবে' গল্পের খণ্ডচিত্র, "জানালার পাশে বসে বৃষ্টি-সন্ধ্যার এমন মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে হঠাৎ সেই ঝড়টি আবারো টের পেল সামিরা। সত্তার গভীরে বয়ে যাওয়া এ এক ঝড় যা ক্ষীণ গর্জনে ফিরে ফিরে আসে। একটি অস্বস্তি কখনো ধীরে কখনো জোরে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর তখনই হৃদয়টি দৌড়তে শুরু করে, যেন বুকের সীমানা থেকে পালানোর চেষ্টা করছে। শ্বাস তখন অনিয়মিত হয়ে ওঠে। ঝড় আসতেই দুশ্চিন্তা টেনে ধরে তাকে, মনের চারপাশ বরফে আবৃত হয়, ভয় আর সন্দেহের মেঘ জমা হয় মনে। আর মন তখন ঘোড়াদৌড়ের মতো দুচিন্তার ঘূর্ণিতে পরিণত হতে হতে ভয়ের উত্থাল পাতালে ভাবতে থাকে, কী হবে! কী হবে!"

কী সেই 'ঝড়' যা সামিরার জীবনে ফিরে ফিরে আসে? লেখক এইচ বি রিতা সেই ভয়ের কারণই খুব দক্ষতার সাথে চিত্রিত করেছেন গল্পে যা আমরা কখনো খুব স্বাভাবিক বলে ধরে নেই। অন্যদিকে অদিতি তার কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী দ্বারা মানসিকভাবে নির্যাতিত, যাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করছিল সাইক্রিয়াটিস্ট মিস্টার হেলমেন।

দুটো গল্পেই রয়েছে মূল চরিত্রের অভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বির দ্বন্ধ যা তাদেরকে সামনে বাড়তে বাধাগ্রস্ত করছিল। এ সময় তাদের পাশে সহায়ক হিসাবে থাকা আবদুল লতিফ এবং মিস্টার হেলমেন কী ভূমিকা পালন করেছিলেন? অবশেষে অদিতি কেন বলেছিল "ইটস্ অভার?" তবে কী অদিতি হেরে গিয়েছিল মনের দ্বন্ধের সাথে নাকি বেরিয়ে আসতে পেরেছিল কঠিন এ লড়াই থেকে?

"তার আজ বিরতি দরকার" এবং "অচিন্ত্য ঘুমিয়ে পড়েছে"-গল্প দুটো আমাদের জীবনের প্রেম, বিরহ, ভাঙ্গনের উত্থান পতনকে চিত্রিত করে। সম্পর্কের মধ্যদিয়ে যেতে যেতে যখন কেউ হুট করেই বিরতি চায় এবং একসময় আপনি বুঝতে পারবেন যে এ বিরতি কেবল বিরতি নয় বরং সম্পর্ক শেষ করার এক অজুহাত, তখন আপনার মনের অবস্থা বিপাকে পড়বে। আপনি হতাশায় নিমজ্জিত হতে হতে কখনো হেসে যাবেন কিংবা কখনো সাহস নিয়ে উঠে দাঁড়াবেন, জীবনকে নতুনভাবে দেখতে শিখবেন। "তার আজ বিরতি দরকার"-গল্পটি এমনই একটি গল্প যেখানে রিয়া গল্পটির মূল চরিত্র। হতাশায় ডুবে যেতে যেতে একসময় রিয়া নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে, "কী আছে তার মাঝে? কেন এতো অবজ্ঞার পরও তাকে মনে রাখতে হয়?"এক সময় রিয়া সাইক্রিয়াট্রিস্টের অফিসে ভ্যান গো'র 'দ্য স্ট্রারি নাইট' তেল রঙের ছবিটি দেখে চিত্রাঙ্কনে আকৃষ্ট হয়। ব্রাশের প্রতিটি স্ট্রোক হয়ে উঠে তার শিল্পের অব্যক্ত ভাষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

হতাশা থেকে উত্তরণের খুব নিপুন একটি চিত্র তুলে ধরেছেন গল্পটিতে এইচ বি রিতা যা আমাদের প্রতিটা মানুষদের জীবনে উপকারে আসতে পারে।

"অচিন্ত্য ঘুমিয়ে পড়েছে"-গল্পটি অসাধারন একটি গল্প যেখানে আমাদের মনোভাবনা ও মনের অস্থির অবস্থাকে তুলে ধরেছেন লেখক। সব থেকেও আমরা শূন্য হই কখনো এবং পাশের বালিশে থাকা মানুষটিকে ছেড়ে আমাদের মনে জটলা পাকায় ভিন্ন কেউ যে আমাদের বুঝতে পারে কিংবা আমরা নিজের সম্পূর্ণটা প্রকাশ করতে পারি। অচিন্ত্যের মৃত্যু দিয়ে গল্পটা শেষ হয়। কে সেই অচিন্ত্য, কেন তার মন স্ত্রীকে রেখে বিষাদে খুঁজে চলছিল অন্য কাউকে? গল্পটা পড়লেই পাঠক বুঝতে পারবেন।

"আই এ্যাম লুজিং ইট" এবং "র্যাভেনউড ম্যানারে একদিন"-গল্প দুটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট, দ্বন্ধ এবং ভৌতিক রহস্যময় পরিবাশে তৈরি করা হয়েছে। গা শিউরে উঠা গল্প।

"আই এ্যাম লুজিং ইট" গল্পের মূল চরিত্রের নাম নেই, গল্পের চরিত্র নিজেই বর্ণনা করছেন তার ঘরের ভয়ানক একটি পরিবেশের কথা যেখানে একদল মৃত মানুষ শ্বাসের কষ্টে অক্সিজেন সিলিন্ডার হাতে গল্পের নায়কের কাছে সাহায্য চাইছেন। মৃত কেউ তাকে তার বাবার কাছে শেষ বার্তা পৌঁছে দিতে বলছে, কেউ বলছে, সে মরতে চায়নি ঘরে তার শিশু রযেছে, তারা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সাদা শার্ট পরা একজন মৃত ব্যক্তি বলছে, "আমি সেই গার্বেজট্রাকে দুই সপ্তাহ পড়ে থাকা বৃদ্ধ। আপনি আমাকে আমার ছেলের কাছে পৌঁছে দিন! আমার দাফন হয়নি। আমার গোসল হয়নি।" ভয়ানক রকমের মানসিক পীড়নে থাকা একটি চরিত্র দিয়ে গল্পটি রচিত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এমন গল্প একজন এইচ বি রিতা'র পক্ষেই সাজানো সম্ভব।

"র্যাভেনউড ম্যানারে একদিন"-ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রাসাদ র্যাভেনউড ম্যানরে ভৌতিক এক পরিবেশে চিত্রায়িত করা হয়েছে গল্পটি। ভয়ানক রহস্যময় এক ভৌতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে গল্পটিতে যেখানে গল্পের মূল চরিত্র ইরা আঁটকে আছে সেই প্রাসাদে। "খালি করিডোরের মধ্যে কিছু একটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, একটি অজানা শব্দ। দরজা-জানালাগুলি রহস্যজনকভাবে খুলছে আবার বন্ধ হচ্ছে। ফিসফিস করে কার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি? কোথা থেকে আসছে দুর্বোধ্য কথাগুলো? হঠাৎ বাতাস যেন বাইরে চিৎকার করতে শুরু করলো। সাথে পেঁচার চিৎকার একটি ভয়ঙ্কর সুর তৈরি করছে। লক্ষ্য করছি ওয়ালপেপারের মধ্যে গাঢ় দাগ, যেন দেয়ালগুলিকে রক্তপাত করছে। আয়নাগুলিতে ভয়ংকর বিকৃত কিছু চিত্র দৃশ্যমান হচ্ছে, যেন আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে লুকিয়ে থাকা অদ্ভুত কিছু জেগে উঠতে শুরু করেছে। উত্তেজিত আত্মারা এখন লবিতে ঘুরপাক খাচ্ছে, তারা তাদের মর্মান্তিক গল্পগুলি আমাকে জানাতে চাচ্ছে। আমি লুকানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু কোনো গোপন কক্ষ খুঁজে পাচ্ছি না। বের হতে চাচ্ছি, কিন্তু দরজাগুলো সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একে একে।"

গল্পের শেষটা অবশেষে ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। "ইরা! ইরা! মা কী হয়েছে? এই যে আমি এই যে আমি! আবারো সেই দুঃস্বপ্ন? ভুলে যাও মা। এসব মনে রাখতে নেই।" ইরা এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। ভয়ানক এক স্বপ্ন। কী ঘটেছিল ইরার সাথে যা মনের মধ্যে বার বার ফিরে এসে তৈরি করছে এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন?

"মুড সুইং যখন হ্যাপি গুড নাইট"-একজন বয়স্ক মায়ের বয়সজনিক মানসিক সঙ্কট মোকাবেলা করার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। এটাকেও আমি একটি শিক্ষণীয় গল্প বলতে পারি। "ক্ষত" গল্পটিতে খুঁজে পেলাম একজন নার্সিসিস্ট চরিত্র মুহীনকে। মুহীনের স্ত্রী রাবেয়া জানে তার অদ্ভূত অযাচিত আচরণের পিছনের কারণ আর তাই মুহীনের প্রতি রাবেয়ার একটা আলাদা দরদ জেগে উঠে। শত অন্যায় এমনকি শারীরিক আঘাতের পরও ঘুমন্ত স্বামীর শরীরে কাঁথা টেনে দেয় রাবেয়া আর তার মুখটি দেখে মন খারাপ করে। সে ভাবে, "মুখটায় কেমন যেন অযত্ন অবহেলার ছাপ। মানুষটা বছরের পর বছর আদর স্নেহ পায়নি।"

লেখক এইচ বি রিতা এখানে কেবল মুহীনের মাধ্যমে একটি অগ্রহণযোগ্য চরিত্রই তোলে ধরেননি বরং সহমর্মিতা ও বিবেচনায় এর পিছনের কারণকে টেনে বের করেছেন, যা আমাদেরকে শেখায় যে, কাউকে বিচার করার আগে তার ব্যর্থতা, অক্ষমতা ও অসহায়ত্বকে মূল্যায়ন করা দরকার।

শিশুদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেন বলেই হয়তো একটি সাত বছরের শিশুর মনের ভাবনা ও দ্বন্ধকে অতি নিঁখুতভাবে তোলে ধরতে পেরেছেন এইচ বি রিতা তার "বিস্ফোরণ" গল্পটিতে। ছোট রাতুল তার মায়ের পাশে অন্য কোনো পুরুষকে দেখতে চায় না। সে মৃত বাবাকেই খোঁজে। পেটে ভাত যোগাতে না পারা মনিরার আজ যে সত্যিই কাউকে দরকার। কী করবে মনিরা? সে কী বুঝতে পারছে শিশু সন্তানের মনের অবস্থা? যদি বোঝেও, তবে মনিরার কী-ই বা করার আছে? পেট চালাবে নাকি সন্তানের মন? এমন দ্বন্ধ নিয়েই চলতে হয় মনিরার মতো কতশত মায়েদের আর হতাশা-অনিরাপত্তা নিয়ে বেড়ে উঠে শতশত রাতুল আমাদের সমাজে। মন ভারাক্রান্ত একটি গল্প।

যে তিনটি গল্প আমাকে ভীষণভাবে আহত করেছে, বলা যায় হৃদয় নিংড়ানো এক কষ্টের অনুভূতি তৈরি করেছে, তা হল-শেষ বিদায়কালে একজন মায়ের তার সন্তানকে লেখা 'শেষ ডায়েরি', ফিলিসাইড নিয়ে তৈরি 'আমি তাদের মুক্তি দিতে চেয়েছি' এবং অ্যালজাইমা নিয়ে তৈরি 'ক্ষয়ে যাওয়া স্মৃতিতে আব্দুল মুতালিব।' গল্প তিনটি পড়ে যে কোনো পাঠকের চোখ ভিজে উঠবে।

নিজ হাতে ছোট্ট দুই সন্তানকে কলা কেটে হত্যা করে রেবেকা থানায় গিয়ে বলেন, "স্যার আমি তাদের হত্যা করেছি। এই স্বীকারুক্তিতে তার মধ্যে কোনো অনুভূতি নেই, সে নির্বিকার চেয়ে আছে ঘরের ঘুরন্ত সিলিং ফ্যানটির দিকে। চারপাশে কি হচ্ছে, তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই তার। লেখক বর্ণনা করেন, "রেবেকার চোখ দুটোতে এই মুহূর্তে কোন বিস্ময় নেই, বরং আশ্চর্য রকমের সুন্দর দেখাচ্ছে; অনেকটা ব্যাঙের চেরি রেড-আই এর মতো!" পরক্ষণেই আবার লেখক রেবেকার মনের অবস্থা বর্ণনা করেন যেভাবে, "রেবেকার চোখদুটো এখন মৃত সরীসৃপের মতো দেখাচ্ছে। একদম শান্ত, প্রাণহীণ তাকানো-যেন কালো বৃত্তাকার চোখের মণি দুটো স্থির হয়ে আছে। মুখে মৃদু একটা হাসি টানার চেষ্টা করছে রেবেকা, কিন্তু সে হাসি তার চোখে পৌঁছাচ্ছে না। চোখ দুটো প্রাণহীন কিন্তু একটি আগুনের কুণ্ডুলী যেন কালো পালকের উপর জ্বলছে।"

মানসিক ভারসাম্যহীনতা, এর পিছনের কারণ এবং পরিণতি নিয়েই গল্পটি।

"ক্ষয়ে যাওয়া স্মৃতিতে আব্দুল মুতালিব"-বয়সজনিত মানসিক সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে রচিত। অ্যালজাইমার নিয়ে বাস করা রাহেলা বেগম বৃষ্টিতে ভিজে হাসপাতালে জটিল অবস্থায় শুযে আছেন। বাঁচেন কিনা সন্দেহ। তিনি তার একমাত্র মেয়ে রানুকে বলছেন, "আমি যদি মরে যাই, আব্দুল মুতালিবরে তুমি দেইখো মা। আমি ছাড়া হের কেউ নাই। বাপ ছিল না। মামার বাড়িতে বড় হইসি দুই ভাই বইন লাথি উষ্ঠা খাইয়া। আমার কপাল ভালা ছিল, রূপ ছিল, তাই তোমার আব্বা আমারে সুন্দর একটা জীবন দিসিল। কিন্তু মুতালিবের কপাল পোড়া। হের আমি ছাড়া কেউ নাই মা। তোমার কাছে আমার দাবী, তুমি হেরে ফালাই দিও না।"

আব্দুল মুতালিব রাহেলা বেগমের ছোট ভাই, গত হয়েছেন ইতোমধ্যেই। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন মুতালিব বেঁচে আছে। যে মানুষটি খেয়েও ভুলে যান খাওয়ার কথা, বৃষ্টিতে ভিজতে গিয়ে ভুলে যান ঘরে ফিরার কথা এবং এরজন্য অহেতুক দোষ দেন নাতনীকে, কখনো কাজের মেয়েকে মিথ্যা চুরির অপবাদ দেন, যিনি রান্নাঘরে গিয়ে মনে করতে পারেন না তার শোবার ঘর কোনটা, যিনি অবহেলায় ছেড়ে যাওয়া সন্তান রাহুলকেও মনে করেন না, সেই তিনিই মনে রেখেছেন একমাত্র ভাই আব্দুল মুতালিবকে যে আর বেঁচে নেই।

মাঝেমাঝে তার মেয়ে রানু লক্ষ্য করে, রাতের বেলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রাহেলা বেগম গুনগুন করে গানে সুর তোলেন। চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন আকাশের গোলাকার, কাস্তের বাঁকা চাঁদটির দিকে। রানুর ভীষণ মন খারাপ হয়।

হৃদয়স্পর্শী একটি গল্প "ক্ষয়ে যাওয়া স্মৃতিতে আব্দুল মুতালিব।" বাস্তবতার নিরিখে তৈরি করা আমাদের জীবনের একটি গল্প যা অনেক পাঠকের হৃদয়কে আন্দোলিত করবে।

পৃষ্ঠার বাইরে-বইটির সমাপ্তি ঘটেছে 'শেষ ডায়েরি' গল্পে। গল্পটি পড়ে আমার মনে হয়েছে, এর থেকে বেদনাদায়ক গল্প আর কী হতে পারে? কোনো সন্তানের হাতে যদি সত্যিই কোনো মায়ের পক্ষ থেকে এমন একটি চিঠি পৌঁছায়, তবে সেই সন্তান নিশ্চিত কেঁদে বুক ভাসাবে। একজন মা তার সবটুকু দিয়ে শিশু সন্তানটিকে বড়ো করেছেন, সন্তানের কোনো অভিযোগ নেই তবু সেই মা ক্ষণে ক্ষণে ব্যাথিত হোন সন্তানকে একটি পরিপূর্ণ পরিবার দিতে মা পারায় যেখানে তার সন্তানের বাবার হাত ধরে পার্কে হাঁটার কথা ছিল। শেষ বিদায়ে সেই মা সন্তানের কাছে নিজেকে অপরাধী করে তোলেন। তিনি বলেন, "যখন কোনো পিতা তার সন্তানের হাত ধরে পার্কে হেঁটে বেড়াতো, তুমি তখন আমার হাতটি শক্ত করে ধরে রাখতে। সেই হাতের চাপ আমাকে জানান দিত, তোমার শূন্যতার কথা। আমি পুড়ে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতাম। তোমাকে কখনোই বলা হয়নি, তোমার এই অপূর্ণতার জন্য আমি দায়ী।"

গল্পের শেষটায় মা তার সন্তানকে লিখেন, "জীবনের শেষ ট্রেনটির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, হুইসেল বাজিয়ে যে কোনো সময় ট্রেনটি চলে আসবে। তারপর আমি নতুন যাত্রাপথে এগুবো তোমাকে পিছনে ফেলে। আমি থাকি কিংবা না থাকি, মনে রেখো, জীবন সবসময় মসৃণ নাও হতে পারে, এবং এমনও সময় আসবে যখন তুমি বার বার হোঁচট খাবে। কন্টকময় পথ ও আবহাওয়া তোমার নির্দেশনা, গন্তব্য বদলে দিতে চাইবে। তুমি কখনই ভুলে যাবে না যে, তোমার পথে আসা যে কোনও বাধা অতিক্রম করার শক্তি ও ক্ষমতা তোমার রয়েছে। ভালবাসা, দয়া এবং এই বিশ্বের সমস্ত সুখের যোগ্য তুমি। নিজ যোগ্যতা নিয়ে কখনও সন্দিহান হবে না, কারণ তুমি একটি অসাধারণ বাচ্চা! আমার বাচ্চা।"

পৃষ্ঠার বাইরে বইটি নিয়ে বলতে গেলে, এটি অসাধারণ একটি ব্যতিক্রমী মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্পের বই। বইটির প্রতিটি গল্পে থরে থরে সাজানো হয়েছে প্লট, চরিত্র, মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট-দ্বন্ধ, উত্তরণ বা পতন এবং এর পিছনের কারণ এবং ব্যক্তি ও জীবনের উপর এর প্রভাব। একজন দক্ষ লেখক এ বিষয় নিয়ে কতটা নিপুন শৈলীর পারদর্শীতা দেখাতে পারবেন, তা আমার জানা নেই। তবে আমার মনে হয়েছে এ কাজটা সফলভাবে করার পিছনে এইচ বি রিতা'র মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে অধ্যয়ন বড়ো একটা ভূমিকা রেখেছে। গল্পগুলোতে লেখক দক্ষতার সাথে চরিত্রের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করেছেন, চিন্তা, ভয় বা চাপা আবেগের স্তরগুলি উন্মোচন করেছেন। লেখকের প্রাণবন্ত বর্ণনা এবং অন্তর্মুখী মুহূর্তগুলির মাধ্যমে, পাঠক চরিত্রের মানসিকতার জটিলতার অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে। কিছু গল্পে অভ্যন্তরীণ উপলব্ধির মাধ্যমে গল্পের চরিত্রগুলো তাদের মনস্তাত্ত্বিক দানবদের মোকাবেলা করতে সামনে এগোয়। অবশেষে, লেখকের ভাবনা ও অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাবো যে, চরিত্রের রূপান্তর বা তাদের মনস্তাত্ত্বিক সংগ্রামের সমাধানের একটি অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে গল্পগুলোতে। ছোট গল্পগুলো পাঠকদের মানব মনোবিজ্ঞান এবং স্ব-আবিষ্কারের সর্বজনীন বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে শেখাবে বলে মনে করি।

সার্বিকভাবে এইচ বি রিতার লেখালিখি নিয়ে বলতে গেলে আমি বলবো, এইচ বি রিতা মানুষের মনের ভেতর ঢুকে তাদের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারের সুক্ষ্ম অলি-গলি গুলো খুব ভালো ভাবে বুঝতে পারেন। আর বুঝতে পারেন বলেই মনোবৈজ্ঞানিক বিশেষণের মাধ্যমে গল্পগুলোকে কিছু চরিত্র দাড় করাতে সক্ষম হয়েছেন, যে চরিত্রগুলো আমাদের মাঝেই প্রতিনিয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। মূলত তিনি খুব দক্ষতার সাথে আমাদের দৃশ্যত স্বাভাবিক জীবনের অস্বাভাবিক জটিলতায় আবদ্ধ চরিত্রগুলোই তুলে ধরেছেন ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে। আশা করছি ফেব্রুয়ারি মাসের বইমেলাকে ঘিরে, একঝাঁক নতুন বইয়ের ঘ্রাণে সবাই খুঁজে পাবেন এইচ বি রিতা'র সময়োপযোগী "পৃষ্ঠার বাইরে" বইটি।

পৃষ্ঠার বাইরে বইটি নিয়ে বলতে গেলে, এটি অসাধারণ একটি ব্যতিক্রমী মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্পের বই। বইটির প্রতিটি গল্পে থরে থরে সাজানো হয়েছে প্লট, চরিত্র, মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট-দ্বন্ধ, উত্তরণ বা পতন এবং এর পিছনের কারণ এবং ব্যক্তি ও জীবনের উপর এর প্রভাব। একজন দক্ষ লেখক এ বিষয় নিয়ে কতটা নিপুন শৈলীর পারদর্শীতা দেখাতে পারবেন, তা আমার জানা নেই। তবে আমার মনে হয়েছে এ কাজটা সফলভাবে করার পিছনে এইচ বি রিতা'র মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে অধ্যয়ন বড়ো একটা ভূমিকা রেখেছে।

বিজ্ঞান চর্চার জনমুখী-অভিমুখ

আফতাব চৌধুরী

বিজ্ঞান, অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় বাংলাদেশের অবদানের কথা সারা পৃথিবীর মানুষ স্বীকার করে। কিন্তু এই গৌরবগাথায় আমাদের দেশের অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা- এইডস রোগীকে না-ছোঁয়ার জন্য সাবধানবাণী, রোগ প্রতিষেধক টিকা না-নেওয়া, সাপে কাটা রোগীকে ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া, পুত্রসন্তান না-হওয়া পর্যন্ত কিশোরী বধূটির বার বার মা হওয়ার মতো অবৈজ্ঞানিক কাজকর্ম বন্ধ হয়নি। সত্যি বলতে কি, বিজ্ঞান হল একটা দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের একটা প্রয়াস। রোজকার জীবনে নামিয়ে না-আনলে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। এই দু'টি ক্ষেত্রে ক্রমেই পিছু হঠছি আমরা। এর সঙ্গে অবশ্য দেশে-বিদেশে বিজ্ঞানে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় সাফল্য কিংবা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে তাক লাগানো বেতনের চাকরির কোনো সম্পর্ক নেই। এসব কিছু বাদ দিয়ে ব্যবহারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানচর্চার দিকে তাকালে বিজ্ঞানচর্চায় বাংলাদেশের ছবিটি কেমন?

কয়েকটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতিমান বেশ ক'জন নজরকাড়া বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। আরও একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনায় ব্যবহারিক প্রয়োগ সেই প্রাচীনকালেই আমাদের সভ্যতাকে কতটা সমৃদ্ধ করেছিল তা নিয়ে এই নব্য বিজ্ঞানবিলাসীরা একেবারে নীরব। প্রাচীন বদল এ অঞ্চলের নগর পরিকল্পনা, বাস্তুশাস্ত্র ও স্থাপত্য ভাবনা, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এবং যেসব নিয়ে এসব দেশি বা লৌকিক জ্ঞান এখনও দেশের

বিভিন্ন প্রান্তে টিকে আছে, স্ব-স্ব ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞরা যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগানোর কথা বারবার বলছেন তা নিয়ে কিন্তু এরা খুব একটা কিছু বলেন না। পানির ব্যবহারের কথাই ধরা যাক, বাঁধ-সেচ, কৃষিতে পানির ব্যবহারের ক্ষেত্রে। প্রাচীন বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনার অভিনবত্বের তারিফ সারা পৃথিবী বারবার করেছে। কিন্তু কোনও সরকারই সেই ভাবনাগুলে নতুন ভাবে পেশ করতে তেমন কোনও উদ্যোগ নেয়নি। কারণ এই পদ্ধতিগুলো ততটা ঠিকাদার বা কর্পোরেটবান্ধব নয়।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে আমাদের দেশের পানিশোধন ব্যবস্থার এই চমৎকার নমুনাটি হল, আদতে জোয়ারে আসা বিভিন্ন নদীর আলাদা জায়গায় ধরে, ধাপে ধাপে সেই পানির পলি ছেঁকে নিয়ে শোধন করে তাকে পানীয় জলে পরিণত করার ব্যবস্থা। কোম্পানির আমলে বিখ্যাত ব্রিটিশ জলসেচ বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম উইলকক্স সেই ১৯২০ সালেই প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন, বন্যা রোধে বাংলার প্রাচীন ব্যবস্থাই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি।

বহু আগে কৌটিল্যের মতো মানুষও ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে চমৎকার বিজ্ঞান মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অর্থশাস্ত্রে তিনিই পৈশ করেছেন খাল ও পুকুর কীভাবে কাটতে হবে তার বিস্তৃত বিবরণ। খাল, পুকুর সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি।

আমার এই অস্ত্র আছে, আমার এই বোমা আছে, আমার নজরদারির শক্তির কাছে তোমার গোপনীয়তা তুচ্ছ- এসব পেশিশক্তি ও ক্ষমতার দাপটের কথাই যেন আজকের বিজ্ঞান বেশি বেশি করে বলতে চায়। বাংলাদেশ বিজ্ঞানচর্চার সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা নিয়ে নানা ব্যক্তির নানা মত থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রাজনীতির নামে বিজ্ঞানকে ভাগ করা যায় না। দেশের বিজ্ঞানচর্চার অভিমুখটা হতে হবে অবশ্যই জনমুখী।

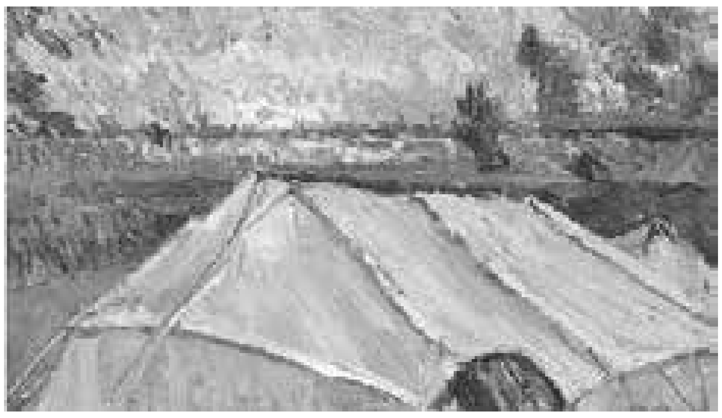

মধ্যবিত্তের মানিব্যাগ

সীমান্ত সরকার

মধ্যবিত্তের মানিব্যাগ হেঁটে চলেছে—
সামনে বাজার থেকে সিন্ডিকেট ক্রয় করে
সিন্ডিকেটের ব্যাগে মাছ, মাংস, ডিম, সবজি ভরে।
গন্তব্য দূরে নয়, বাচ্চার খেলনা গাড়ি পর্যন্ত;
সে হেঁটে চলেছে।

গিয়ে সভ্যতার আয়নায় মানিব্যাগ মুখ দেখেছে,
বাজেটে টান; তবে গাড়ি কেনা অবকাশে যাক।
সে যদি হাঁটতে পারতো দশ বছর আগে;
যেখানে বৈভবের বাজারে শৈশব খেলা করে
মধ্যবিত্তের মানিব্যাগে উচ্চবিত্তরা রইতো
জীবিকা ও আর্থিক ভারসাম্যে।
এখন চা খাবে কি?
না থাক, আগামী মাসে খোকার খেলনা কেনা যাবে।
গন্তব্য দূরে নয়; অভাবের বৃত্তের মাঝে
মধ্যবিত্তের মানিব্যাগ হেঁটে চলে।

আহ্বান

কোমল দাস

আমি ভুল, বিভ্রান্তির বন্ধনে ঝঞ্ঝাটের তিরস্কারে
দুঃস্বপ্নের গরিমায় ডুবে যাওয়া
কলঙ্কের বেদিতে আঁকা ভুল।

দূরদূর করে তাড়িয়ে বেড়ায় নির্ভুলের বেড়াজাল
ওদের যাতাকলে পিষ্টে আমি লাঞ্ছিত
দূর্বাসার গ্লানিতে অকথ্য শোণিত প্রপাতে
নিমজ্জিত বিক্ষিপ্ত সত্তায় ঘূর্ণিত নির্ভুলের দুর্বৃত্তের মুখে
শাশ্বত বিতৃষ্ণার রথে ব্যঞ্জনার তরঙ্গে বয়ে চলা
কলঙ্কের সম্পৃক্তা নিয়ে,ভুলের মাসুলে এগিয়ে চলা
সহস্র ঘৃণিত প্রপাতের অপবাদের গ্লানিতে ঝরে পড়া।

সেই ভুল আমি তিমির কুচক্র ঘনিভূত এই মনে
বিষাক্ত হৃদয় আমার প্রজ্ঞাহীন কুৎসিত বিভীষিকায় ভরা
বেবিচারের অন্তিম অঙ্গার তলে হয়তোবা
কুচক্রি অসভ্য উদ্ধত মনের টানে,
যতসব রিপুর ক্ষুধাতুর হায়নার কবলে
আমি আজ বড্ড অসহায়।

আমার ব্যাকুল মনের আকুল আহ্বান
আমায় করোনো তিরস্কার
আমি ভুল আছি বলেই তুমি নির্ভুলের এত সমাদর।

এই শহর আমার নয়

গোলাম সরোয়ার

এই শহর আমার নয়
শত ব্যস্ততার ভীড়ে
লাল নীল ধোঁয়াশার চাঁদরে ডাকা থাকে
রাতের নীল আকাশ
এক মুহুর্তের জন্য ছুটি নেই।

ছুটছে গাড়ি ছুটছে মানুষ
ঘোড়দৌড়ের মত এদিক সেদিক
যান্ত্রিক জীবনের এক টুকরো সুখ মনের সাম্পানে
আঁটকে আছে
নিষ্ঠুরতায় জঞ্জাল এ শহরের পথে প্রান্তরে বিরাজমান।

তাইতো আমি,
গৌধূলি পিচঢালা পথে একাকী
হেঁটে চলি নতুন কোন ঠিকানায়
এক টুকরো শান্তি ও সুখের মা ও মাটির সন্ধানে।

ফিরে আসি

মুসান্না হাবিব

কুয়াশায় ভিজতে ভিজতে
শীত ঋতুর ওমে আর ঘামে
বাইফোকাল চশমা দিয়ে
দেখতে পাই তোমাকে।

স্মৃতিরা আড়মোড়া ভেঙে
রোদ তাতিয়ে হয়ে যায় বিস্মৃত।

চোখের জুলুম আর কাব্যের আয়াতে
ভাষার ফুল হয়ে যায় বকুল
ফুটে থাকে কবিতার খাতাজুড়ে।

জীবনের ইতিউতি সেরে
তুকতাক মন নিয়ে
ফিরে ফিরে আসি তোমার শহরে।

একটি ভাষার তরে

কাইয়ুম পারভেজ

একটি ভাষার তরে দিতে পারে প্রাণ
বুলেট বুকে নিতে সে করে নাকো ভয়
বাঙালি জাতি ছাড়া কি আছে এ প্রমাণ
এমন জাতির কেমনে হবে না বিজয়?

মায়ের ভাষা যখন কেড়ে নিতে চায়
বিজাতীয় ভাষা দিয়ে মুখেতে চাপিয়ে
মায়ের ছেলে কি করে মেনে নিবে হায়
মিছিল স্লোগানে দেয় রাজপথ কাঁপিয়ে।

অত্যাচারী পিছু হটে মেনে পরাজয়
হেরে গিয়ে শাসকেরা আঁটছে কুমন্ত্র
দামালেরা লড়ে গিয়ে আনে সে বিজয়
সময় নিয়ে লুঠেরা করে ষড়যন্ত্র।

একুশ দুই বায়ান্ন ফেব্রুয়ারি মাসে
চূড়ান্ত ত্যাগে বিজয় আসে অবশেষে।

বিবর্ণ ফুল

সাইদ মুহাম্মাদ ওলিউল্লাহ

বাক্যের দেয়ালে লেখা: ভালোবাসি তোমাকে ভীষণ
রাতের কার্নিশে পা নাড়াচ্ছে, বিষণ্নতা ও গীতিকা।
জেগে দেখি, আত্মহত্যা করে পড়ে আছে মৃত ঘুম
সবুজ সকাল উদিত হয়নি, মাটি চাপা গোরে।

সমস্ত কাঠামো ঘুণে ধরা— শুধু বিদঘুটে গন্ধ
এপিটাফ হয়ে গেছে রচিত যাবতীয় কবিতা।
শব্দদের বিয়োগান্ত, ছেড়ে গেছে একা ফেলে
ফুরিয়ে গেছে জীবন, প্রিয় মৃত্যুর আত্মহত্যায়!

তন্দ্রার কৌমার্য শুষে নেয়, অনর্থক কাপলেট
মসনভি, রুবাইয়্যাত, কবিতিকা, লিমেরিক কাব্য
কবির কবরে তারাদের বৃষ্টি হবে, ছুঁয়ে যাবে—
মিঠে হাওয়ার সুগন্ধি, অন্য কোনো পৃথিবীর খোঁজে।

ভেঙে যাওয়া ফুলদানী, বিবর্ণ ফুলের চিৎকার—
চুরমার করে ফেলে, শাদা গোলাপের সিক্ত রঙ।

স্বপ্নভূক

শম্পা ঘোষ

ভালোবাসার ইঙ্গিতে নিপীড়িত মন
ভলোনি প্রে-তে সব যন্ত্রণা উধাও
পৃথিবীর সব সমস্যা আমন ধানের চারার মত সৃষ্টিশীল
অপরিহার্য; ব্যাকগ্রাউন্ডের মুদ্রাদোষ অছিলায় ব্যস্ত আমি
জেগে উঠতে গিয়েও নীরবতা দেখি,
ছায়াপথে অশ্লীল ফোকাসে স্বপ্নভূক উন্নয়ন।
চাবির গোছা ছেড়ে দুয়ারে এসে দাঁড়ানো মরীচিকার
বালিয়াড়ির সূর্যাস্ত যেন-
সম্পূর্ণতাকে জানা হয়নি, চোখে হেমন্তের প্রলেপ
বসন্তের ঔদাসীন্য অতি বড় বাস্তব আমার কাছে
মাঝেমাঝে শিলাবৃষ্টি উপরি পাওনা
দিগন্তের ওপার থেকে দাগা দেওয়া প্রেম তবু ক্ষণিকের
সন্ধি, যন্ত্রণার আনন্দে সুখ বিলাসী যে আমি।

ব্যবচ্ছেদ

রেশম লতা

সূর্যের নড়ে উঠাকে কোনো ব্যবচ্ছেদ
আড়াল করতে পারে না!
সীমান্ত যখন আকাশ ছুঁয়, তখন একদলা মেঘ চাঁদপাথরের
ঠাঁই খুঁজে, আমাদের অকর্ষিত জীবন ধুম্রজালে আটকে
পড়ে; মধ্যপন্থায় পাহাড় কিনে আবাসস্থল গড়ার পরিকল্পনা
ঝিঝিরা করে-
যদি কোনো সংকোচপূর্ণ নিঃসরণ ঘটে_তবে কি
জোনাকির হালকা গান সবাই শুনে?
হালকা লড়াই বিপ্লব হতে হতে রক্ত বমি করে?
বিদঘুটে প্রেমে হালকা ছোঁয়ায় কি ইতিহাস হয়?
উত্তরে_ জ্বলন্ত ক্ষুধা।
ইঙ্গিতময় দর্শন কেবলি শূন্যতা বাড়ায়
আমরা তাই কয়লাকে আগুন বলে ডাকি!
সতিই, সূর্যের নড়ে উঠাকে কোনো ব্যবচ্ছেদ আড়াল
করতে পারে না।

বায়স্কোপ

সোহানা নাজনীন

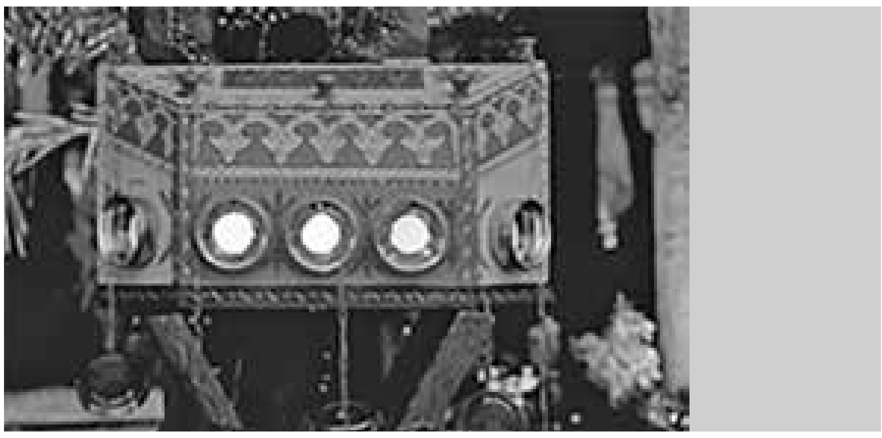

ফোল্ডিং ছাতাটা বন্ধ করে বারকয়েক ঝাড়া দিয়ে বাসে উঠে পড়লো নিমা। মোটে পাঁচটা বাজে, অথচ চারপাশ জুড়ে কি ভয়ঙ্কর রকমের অন্ধকার। অফিস ছুটির সময় এখনো হয়নি, তাই বাসে-ট্রেনে ভীড় কিছুটা হলেও কম। মেট্রোকার্ড পাঞ্চ করে একদম পিছনের সিটে গিয়ে বসলো। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ, বাইরে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ইলেক্ট্রিকের চিকণ তার চুইয়ে টুপটাপ করে পানির ফোঁটাগুলো ঝরে যাচ্ছে। পাতা ঝরার পর প্রথম বৃষ্টি, তার মানে আরো ঠাণ্ডা নামাবে এরপর। পনেরো বছর ধরে এদেশে আছে, ঋতুর হেরফের ভালোই বোঝে নিমা। বাসটা আটলান্টিক এভিনিউ ধরে ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে। ব্যাগের ভিতর থেকে সাদা প্যাকেট বের করে ভাঁজ করা ছাতাটা রাখলো। পানি ভেজা চুলগুলোতে একটু চিরুনি বুলিয়ে নিল। বাসা থেকে তেমন একটা সাজগোজ করে আসতে পারেনি। হাতে একদম সময় ছিলোনা, তাই শুধু কাঁক ভেজার মতো করে একটা শাওয়ার নিয়ে বের হয়েছিল।

আজ বাইরে আসার একদম ইচ্ছা ছিল না নিমার। গানের এই অনুষ্ঠানের দাওয়াত পেয়েছে সপ্তাহ দুই আগে। তখনই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল যে যাবে না, এইসব গানের আয়োজন গুলো বেশ রাতের দিকে শেষ হয়। মাঝরাত হয়ে যায় বাড়ি ফিরতে, রাত করে বাড়ি ফেরা একদমই পছন্দ নয় শিহাবের। আর নিমা একলা একলা বাড়ি ফিরবে এটা তো আরো অপছন্দের। শিহাব মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুব রেগে থাকবে। এসব নিমা জানে, উনিশ বছর ধরে সংসার করে শিহাবের ভালোলাগা মন্দলাগা সম্পর্কে জানতে কিছু বাকি নেই। প্ল্যান না থাকা সত্ত্বেও আজ বের হয়েছে নিমা। এর পিছনে সূক্ষ্ম হলেও ঘোরতর একটা কারণ আছে। একমাস যাবত শিহাবের সাথে মনমালিন্যতা চলছে নিমা'র। নিজেদেরকে গুটিয়ে রেখেছে দুজন। কথা কম বলে, বাইরে থাকা অবস্থায় কেউ কাউকে কল দেয়না, রাতে একসাথে খাবার টেবিলে বসলেও সেই আগের মতো গল্প করে খাওয়া শেষ করে না। ভেবেছিল আস্তে ধীরে ঐ গুমোট আবহাওয়া কেটে যাবে, অভিমান আর ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে। কিন্তু তা হয়নি, দুজনেই একরোখা জিদ নিয়ে যার যার অবস্থানে ঠায় দাঁড়িয়ে। মাঝখানের ব্যবধানটা ঠিক রেল লাইনের মতো। পাশাপাশি চলছে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে। দূরে তাকালে মনে হবে যেন, রেললাইনের পাতদুটো মিলেমিশে একাকার হয়েছে। কিন্তু আসলে হয়নি। আজ দুপুরে হঠাৎ করেই নিমার মাথায় ভুত চেপেছিল। গানের আসরে যোগ দেবার জন্যে সহসাই মনস্থির করে ফেললো। শিরীন আপাকে কল দিয়ে জানিয়ে দিল যে সেও আসবে গান শুনতে।

গেটের বাইরে পা দিয়ে নিমা সেলফোন থেকে লোকেশন সার্ভিস অফ করে দিল। সে কোথায় যাচ্ছে শিহাব এসবের কিছুই হদিস পাবে না, এটা ভেবে নিমার ঠোঁটে একটা বিজয়ের হাসি খেলে গেল। যথারীতি সন্ধ্যার পর শিহাব বাড়ি ফিরবে, খালি ঘর দেখে হয়তো ইতিউতি খুজবে। তারপর ছেলেকে খুব সাবধানের সাথে জিজ্ঞাসা করবে,

"তোমার আম্মু কোথায় গেছে? কখন ফিরবে জানো কিছু?"

শিহাবের উদ্বিগ্ন জড়ানো চেহারাটা মনে ভাসাতে পেরে নিমা বেশ স্বস্তির একটা ঢেউ অনুভব করলো। হাতের ছোট্ট ব্যাগ থেকে মেরুণ লিপিস্টিক বের করে ঠোঁটে বুলালো। একটা টিপ দিল কপালে, আলতো চোখে দেখে নিল বাসের কেউ নিমাকে দেখছে কিনা। ঠান্ডা থাকা সত্ত্বেও ভারী ওভারকোটের নীচে কালো একটা রাজশাহি সিল্কের শাড়ি পরেছে। পাড় আর আঁচলের দিকাটায় সবুজ বাটিকের ছাপ। সব জায়গায় জিন্স-টপস পরে ঘুরে বেড়ালেও বাঙ্গালিয়ানা জায়গাগুলোতে একটু ভিন্ন সাজ দেয় নিমা। খুব শখ করে শাড়ি পরে, টিপ দেয়, গলায়-কানে দেশীয় গয়না চড়ায়। নিউইয়র্কের মানুষ আজকাল এসব দেখে আর অবাক চোখে ঘুরে তাকায় না। এই শহরে হাজারো জাতের মানুষের বাস, হাজারো পোষাক আর চেহারায় তারা নিজেদের মানচিত্র ফুটিয়ে তোলে।

এসব ভাবতে ভাবতেই কাঙ্ক্ষিত স্টপেজে নেমে পড়ে নিমা। তিন ব্লক দূরত্বে শিরীন আপা'র বাসা। সন্ধ্যে ছয়টার মধ্যে সবার পৌঁছানোর কথা, তারপর গানের আসর বসবে। ঢাকা থেকে একজন বিখ্যাত গায়ক এসেছেন, সব ধরনের গান আজ তিনি শোনাবেন। বসার ঘরে বিশাল আয়োজন, হিটারের উষ্ণতার সাথে আরো উষ্ণতা ছড়াচ্ছিল ঢাউস টেবিলে স্যুপ আর পাকোড়া। মন অনেকটাই হালকা হয়ে এলো নিমা'র। এমনটাই তো চেয়েছিল সে, এমন একটা পরিবেশ যেখানে আসার পর বিষণ্নতার ভারী মেঘ কাটতে শুরু করবে।

গানের আসর শুরু হয়েছে, পুরনো দিনের বাংলা সিনেমার গানের আবদার বেশি। গায়ক চোখ বুজে কণ্ঠে দরদ ঢেলে গাইছেন, সাথে সবাই পুরনো দিনের ছন্দে দুলছে। হাই পাওয়ারের বাল্বগুলো বন্ধ করে জ্বালানো হল নরম আলোর কিছু ল্যাম্পশেড। মনোরম এক পরিবেশ, সবাই সেলফোন হাতে নিয়ে ভিডিও করছে, কেউ বা সাথে সুর মেলাচ্ছে। এভাবে আট-দশটা গানের মাধ্যমে কেটে গেল অনেকটা সময়। সবাই আবদার করলো ব্যান্ড শিল্পীদের গান গাওয়ার। "কিছুই নাকি দেইনি তোমায়, বল কে করেছে নিঃস্ব আমায়?"... কুমার বিশ্বজিতের এক সময়কার মাতাল করা গান গাইতে শুরু করলেন গায়ক। নিমা পাথরের মতো জমে গেল যেন, কেমন যেন কষ্টের একটা ঢেউ তার গলা বেয়ে উঠে আসছে। গান শেষ হতেই এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো। সবাইকে বিদায় জানিয়ে কোটটা টেনে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। শিরীন আপা ভ্রু কুঁচকে পিছন থেকে চেঁচিয়েই যাচ্ছেন,

"কি রে নিমা, আজ কি হল তোর? রাতে খেয়ে যাবি না? গানই তো শেষ হয়নি!"

"আজ আর না শিরীন আপা, বাসায় একটা জরুরি কাজ পড়ে ছিল। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, এখন না গেলে সমস্যায় পড়বো।"

পায়ে কোনরকমে জুতোটা গলিয়ে নিমা ফুটপাথে নেমে এলো। রাত প্রায় দশটা বাজে, তাপমাত্রা আরেকটু কমেছে। বাসের সময়সুচী দেখার পর হাটার স্পিড বাড়িয়ে দিল। এই বাস মিস করা যাবে না, তাহলে পরের বাস আরো ত্রিশ মিনিট পর আসবে। রাত দশটায় বাস স্টপেজের ছাউনিতে ঠান্ডা শীতল স্টিলের বেঞ্চে বসে আছে নিমা। কেউ নেই আশেপাশে, সুনসান চারিদিক, রাস্তায় দু একটা গাড়ি হেড লাইট জালিয়ে হুঁশ-হাঁস করে ছুটে যাচ্ছে। নিমা'র মনের ভিতরে অদম্য এক কান্না ঘুরপাক খাচ্ছে, মুখ-চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে যেয়েও আটকে যাচ্ছে। মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে নিমা ফোঁপাচ্ছে শুধু। আশেপাশে কেউ নেই তবুও ঐ কান্না আড়াল করার বৃথা চেষ্টা চলছে। নিমা'র মনে পড়ে গেল, আজ থেকে বাইশ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীণ বরনে এই গানটা বাজানো হচ্ছিল। রেজিস্টার বিল্ডিংয়ের সামনে বড় প্যান্ডেলের নিচে বসে ছিল নিমা। ওইদিনই শিহাবের সাথে তার পরিচয়, ভালোলাগা গান আর উপন্যাসের গল্প ভাগাভগি করেছিল দুজনে। ভালোলাগা থেকে ভালোবাসার শুরু, সেই পথচলা আজও থামেনি। গানটা কোথাও শুনলে ঐ প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে। ঢেওয়ের মতো উথাল পাথাল করা দুটো মনের দুলুনি টের পায় যেন।

টুয়েন্টি ফোর নাম্বার লেখা বাসটা সামনে থেমে দরজার অটোমেটিক পাল্লাদুটো খুলে দিল। চোখ মুছে নিমা আবারো ধীর পায়ে পাটাতনে উঠে এলো। ছাতিটা আর বোধহয় প্রয়োজন পড়বে না, বৃষ্টি এক্কেবারেই ধরে গেছে। জানালার কাঁচে মুখ ঠেকিয়ে তাকালো বাইরে, ছেঁড়া মেঘ সরিয়ে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। শিহাব হয়তো এতোক্ষণে বাসায় ফিরে ডিনার সেরে ফেলেছে। ক্লান্ত চোখে সোফায় আধশোয়া হয়ে আছে, সামনে টিভি খোলা থাকলেও সেদিকে নজর নেই তার। আজ শিহাবের কাছে ফিরতেই হবে নিমাকে, ভালোবেসে নিঃস্ব হতে এখনও অনেক পথ বাকি পড়ে আছে।

PRODUCED BY
Alpha-i
CO-PRODUCED BY
CHORKI
পেয়ারার সুবাস
THE SCENT OF SIN
A FILM BY
NURUL ALAM ATIQUE
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
RELEASING NATIONWIDE FEB 23, 2024
NEW YORK
JAMAICA MULTIPLEX CINEMAS, QUEENS NEW YORK CITY
SCREENING FROM FEB 23 THRU FEB 29
Friday Feb 23rd @ 7:30 pm
Saturday Feb 24th @ 7:30 pm
Sunday Feb 25th @ 4:00 pm & 7:30 pm
Monday Feb 26th @ 7:30 pm
Tuesday Feb 27th @ 7:30 pm
Wednesday Feb 28th @ 7:30 pm
Thursday Feb 29th @ 7:30 pm
Advance Tickets on sale @
www.showcasecinemas.com
and at theater box office

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

তাজউদ্দিন, সিপিএ পি.সি
TAJUDDIN CPA P.C
TAX AUDIT BUSINESS

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ :
- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ এমপ্লয়েড (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভার)
- একাউন্টিং বুককিপিং, পেরোল, ডব্লিও টু,
- করপোরেশন ওপেন।

Phone:
917-353-9026
646-744-4292

আবুনাসের তাজউদ্দিন
সিপিএ এমএস

37-11 74Th Street Floor 2, Suite R1
Jackson Heights NY 11372
Email: atajuddincpa@gmail.com
Web : tajuddincpa.com
আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

টিএলসি ইন্স্যুরেন্স !! টিএলসি ইন্স্যুরেন্স
কার সার্ভিস, ব্লাক কার, ইয়েলো ক্যাব এবং প্রাইভেট কার
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স করি
DMV রেজিস্টেশন ও TLC inspection সহ Other Services দেয়া হয়
ট্যাক্সি লিমোজিন ইনস্যুরেন্স (TLC) রেনুয়েলের জন্য যোগাযোগ করুন মেগা ইনস্যুরেন্স বোকারেজ এ । এখানে বিনামূল্যে কোটেশান প্রদান করা হয়

RAJIB AHMED
President & CEO

MEGA insurance
BROKERAGE

212-721-0001
HOTLINE SERVICE
32-47 57 Street, Woodside, NY 11377
www.megainsurance.nyc

নওগাঁ ডিসট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইন্‌ক
NAOGAON DISTRICT ASSOCIATION OF USA INC.
সুধী, গত ১৩ই জানুয়ারী, রোজ শনিবার ২০২৪ইং "মতিন সুইটস এ্যান্ড মাশালা রেস্টুরেন্ট" হিলসাইডস এভিনিউ জ্যামাইকা, কুইন্স, সন্ধ্যাঃ ৫ ঘটিকায় নওগাঁ ডিসট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক'র ১০তম বার্ষিক সাধারন সভা (এ জি এম) অনুষ্ঠিত হয়। অত্র সভাতে পূর্বের কমিটি বিলুপ্ত করে ২ বছর মেয়াদে কার্য নির্বাহী এবং উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এতে সভাপতি হিসাবে আবু বক্কর সিদ্দীক (জয়) এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ফজল হাসানুজ্জামান (টিপু) ও জাহাঙ্গীর আলম বিপ্লব কে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। উক্ত কমিটি ২৮শে জানুয়ারী, রোজ রবিবার ২০২৪ইং। শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করেন।
নব-নির্বাচিত পরিষদ
২০২৪-২০২৫
আবু বকর সিদ্দিক জয়
সভাপতি
ফজল হাসানুজ্জামান টিপু
সাধারণ সম্পাদক
আবুল কালাম আজাদ
সিনিয়র সহ-সভাপতি
জাহিদুল ইসলাম
সহ-সভাপতি
মোঃ গোলাম সারোয়ার
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
আব্দুল মান্নান তুফান
সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ রুবেল হোসেন
কোষাধ্যক্ষ
তোতা মন্ডল
যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ
অনিত কুমার
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ সাজ্জাদ হোসেন (রাসেল)
ক্রীড়া সম্পাদক
রাকিবা সুলতানা
প্রচার সম্পাদক
মোঃ মকবুল হোসেন
দপ্তর সম্পাদক
ফরহানা আফরোজ রবি
মহিলা সম্পাদিকা
মাহাবুব আলম রঞ্জু
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
আশিক ইসলাম সেতু
আপ্যায়ন সম্পাদক
এম. এ মতিন
কার্যকরী সদস্য-১
নিখিল কুমার মন্ডল
কার্যকরী সদস্য-২
আবু হেনা লিটন
কার্যকরী সদস্য-৩
নাফিসা নূর সাথী
কার্যকরী সদস্য-৪
এনামুল সরকার
কার্যকরী সদস্য-৫
আমিনুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য-৬
মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
কার্যকরী সদস্য-৭
মেহেদী হাসান
কার্যকরী সদস্য-৮
শাহীন আরা ফেরদৌসী
কার্যকরী সদস্য-৯
আশফাকুল আবেদিন ফিলিপ
কার্যকরী সদস্য-১০
উপদেষ্টা পরিষদ
জাহাঙ্গীর আলম বিপ্লব
উপদেষ্টা ১
মোঃ আশফাকুর রহমান আলো
উপদেষ্টা ২
মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ
উপদেষ্টা ৩
প্রচার সম্পাদক : রাকিবা সুলতানা কর্তৃক প্রচারিত

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
22 February 2024, Thursday, Issue 362

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ৯ ফাল্গুন ১৪৩০, ১২ শাবান ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ও বাঙালির চেতনা মঞ্চের উদ্যোগে জাতিসংঘ সদর দফতরের সামনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। বাংলাদেশের সময়ের মিল রেখে নিউইয়র্ক সময় ২০ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টায় ভাষা শহীদদের স্মরণে এ অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধা জানানো হয়। ছবি: সংগৃহীত

৩৮তম ফোবানা

২৪ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় মিট এন্ড গ্রীট

জুয়েল সাদত

৩৮ তম ওয়াশিংটন ফোবানার প্রেস কনফারেন্স ও মিট এন্ড গ্রীট আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে হোস্ট কমিটি ও ফেবানার নির্বাহী কমিটির ৩৫ জন সদস্য উপস্থিত থাকবেন।

আটলান্টা, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, টেক্সাস, শিকাগো সহ নানা শহরের ফোবানার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন ওয়াশিংটন ফোবানার হোস্ট কমিটির সভাপতি নুরুল আমিন নুরু।

জনাব নুরুল আমিন নুরু আরো জানান, ২৪ ফেব্রুয়ারী মিট এন্ড গ্রীটের পর ৩৮ তম ফোবানার হোস্ট সংগঠন বাগডিসি চ্যারিটিবল কাজের অংশ হিসাবে একটি বড় অংকের টাকা বাংলাদেশের বাংলাদেশে ফিজিওথেরাপির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সিআরপি (সেন্টার ফর দ্য

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

জ্যাকসন হাইটসে চালু হয়েছে বিখ্যাত খলিল বিরিয়ানি

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের কোলাহলের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত জ্যাকসন হাইটসে যাত্রা শুরু করছে খলিল বিরিয়ানি। ২১ ফেব্রুয়ারি বুধবার খলিল ফুডসের সহযোগী প্রতিষ্ঠান খলিল বিরিয়ানির পঞ্চম শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। জ্যাকসন হাইটসের রুজভেল্ট অ্যাভিনিউ সাবওয়ের বিপরীতে (৭৪-১০ ব্রডওয়ে) ব্রডওয়ের ওপর নতুন শাখার বর্ণাঢ্য উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের মূলধারার রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক সহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকজনের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল।

উদ্বোধনী পর্বে দেয়া বক্তৃতায় সেফ খলিলুর রহমান বলেছেন, উন্নত খাবার পরিবেশন করা সহ দেশ ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের কথা তিনি সব সময় গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ব্যবসার প্রসারের সাথে বাংলাদেশিদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য পরিচাকদের মধ্যে মোহাম্মদ রায়হান, শেখ ইলিয়াস, ড. টিংকু

সহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে খলিলুর রহমান তাঁর বক্তৃতায় সবাইকে খলিল বিরিয়ানির স্বাদ গ্রহণ এবং ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দেয়ার আহ্বান জানান। প্রতিনিয়ত সকলের পরামর্শ নিয়ে বাংলাদেশি খাবার পরিবেশনা উন্নত করার ব্যাপারে তিনি তাঁর অঙ্গীকারের কথা জানান।

এর আগে শেফ খলিলুর রহমান জানিয়েছেন, " জ্যাকসন হাইটস প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যবসা বাণিজ্য, সাহিত্য সংস্কৃতি ও সভা সমাবেশের প্রাণকেন্দ্র। গোটা আমেরিকার মধ্যে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশিদের কাছে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। গত চার বছর ধরেই এই

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

জাতিসংঘের সামনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরের সামনে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ও বাঙালির চেতনা মঞ্চের উদ্যোগে শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সময় ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১২.০১ মিনিটের সঙ্গে মিল রেখে নিউইয়র্ক সময় ২০ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টায় ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানানোর আয়োজন সূচনা করে উপস্থিত সর্ব কনিষ্ঠ শিশুরা। ভাষা, জয় ও পায়েল ভাষা শহিদদের প্রতি অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণের পর জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্হায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত, কন্সাল জেনারেল এমডি নাজমুল হুদা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবন্দ ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সিইও বিশ্বজিত সাহার সঞ্চালনায় ৩৩তম এই আয়োজনে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আব্দুল মুহিত

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

ছবি

একুশে বইমেলায় আসা দর্শনার্থীদের মুখোচ্ছবি আঁকছেন দুই শিল্পী

মেলায় মুখচ্ছবি আঁকেন তাঁরা

অমর একুশে বইমেলা

ঢাকা অফিস

পেশায় আঁকিয়ে তাঁরা। বইমেলা এলে অন্য সব আঁকাআঁকির ছুটি। মেলায় মুখচ্ছবি এঁকে মাসটি কাটে তাঁদের। বইমেলার সঙ্গে এই আঁকাআঁকির সম্পর্ক না থাকলেও এটি দিন দিন মেলার অনানুষ্ঠানিক অংশ হয়ে উঠেছে। টিএসসির দিকের গেট পেরোলে পথের পাশে এই শিল্পীদের দেখা মেলে। মেলায় আসা দর্শনার্থীদের মুখচ্ছবি আঁকেন তাঁরা।

১৫ বছর ধরে বইমেলায় আঁকেন আমির হোসেন হামজা। মেলায় প্রথম আঁকার স্মৃতিচারণা করে বলেন, 'বাংলা একাডেমির প্রধান ফটকের সামনে প্রথম ছবি আঁকি। তখন বেশ কদর পাইতাম। এখনো আছে, তবে ছবি দিয়ে আঁকতে বলে বেশির ভাগ। দিন ভালো হলে ৮-১০টি, আর কম লোক হলে ৪-৫টি ছবি আঁকি।'

আসাদুজ্জামান সুজন নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছেন। চারুকলায় পড়ালেখা করা অবস্থায় বইমেলায় আঁকাআঁকি দলের সঙ্গে ভিড়ে যান। প্রথম দিকে বেশ কষ্ট হতো। ঝটপট একজনকে দেখে তার মুখচ্ছবি আঁকা চাট্টিখানি কথা নয়। বড় ভাইয়েরা সাহস দিয়েছেন। এখন মেলার পাকা আঁকিয়ে তিনি। দর্শনার্থীদের মুখচ্ছবি আঁকতে গিয়ে মজার অভিজ্ঞতাও হয়েছে তাঁর।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com